আশ্চর্য্য দেশের ভয়ানক রহস্য

[সাংঘাতিক এ্যাড্‌ভেঞ্চারের হৃদয়স্তম্ভনকারী ইতিহাস]

শ্রীগুরু লাইব্রেরী

২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী

শিশু-সাহিত্যবিশারদ

প্রকাশক—
শ্রীঅর্দ্ধেন্দুবিকাশ মজুমদার
৯, দয়াল সোম লেন, কলিকাতা

আশ্বিন—১৩৪৬

দাম—বার আনা

মুদ্রাকর—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র ঘোষ
শ্রীলক্ষ্মী প্রেস
৮১, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

জ্বালিয়ে, সবাই মিলে বসে, রান্না-খাওয়া গল্প-গুজবে [illegible] বেশী কাটিয়ে, পাহারার বন্দোবস্ত করে—শেষ রাত্তির [illegible] ঘুমোতে গেল। র‍্যামনও তাঁবুতে ঢুকে, পাশে রাইফেল বন্দুক রেখে ক্যাম্পখাটে শুয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

কিন্তু সেইটুকু রাত আর কাটলো না। হঠাৎ বেজায় হৈ-চৈ গোলের সঙ্গে ক্যাম্পখাটে ধাক্কা খেয়ে, র‍্যামন, চমকে জেগে, উঠতে গিয়েও পারলেন না,—তাঁর পা থেকে কাঁধ পর্য্যন্ত [illegible] বাঁধা, নড়বার-চড়বার উপায় নেই। মাথা ঈষৎ নেড়ে [illegible] দিকে চাইতে আব্ছা-আব্ছা চোকে পড়্লো—ভূতের মতো [illegible] কতকগুলো ছায়ার মূর্ত্তি বাইরে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে [illegible] আনন্দের চীৎকার আর দু'একটা বন্দুকের আওয়াজ [illegible] লাগলো। তিনি বুঝতে পারলেন না ব্যাপারটা কী?

কিন্তু বেশীক্ষণ তাঁকে ধোঁকায় থাকতে হলো না। হঠাৎ জন কয়েক তেমনি মূর্ত্তি ঢুকে, চকিতে তাঁকে শূন্যে তুলে, বাইরে নিয়ে গিয়ে একটা মোটা গাছের গায়ে দাঁড় করিয়ে শক্ত করে বাঁধলে। তখন [illegible] দেখলেন, তাঁদের সেই আগুনের কুণ্ডটা মস্ত বড় হ'য়ে দাউ দাউ [illegible] জ্বলছে, তাতে চার পাশের গাছপালার ফাঁকে বনের ভিতরে অনেকখানি পর্য্যন্ত আলো করেছে। সেই উজ্জ্বল আলোতে পিশাচের মতো বিকট চেহারার প্রায় শ'খানেক 'ইণ্ডিয়ান' বেজায় আনন্দের [illegible] তুলে তাঁদের সমস্ত জিনিস-পত্তর নিয়ে এক জায়গায় কাঁড়ি [illegible] রাখছে। বেশীর ভাগের হাতেই তীর-ধনুক, বর্শা। [illegible] চার পাঁচজন হাতে যে বন্দুক নেই এমনও নয়। তারা বনের ভিতরে [illegible] পড়ে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ একজন বনের ভিতর থেকে, তাঁর দলের একটা মানুষকে টান্‌তে টান্‌তে বার করে এনে, তাঁর চোখের উপরেই বর্শা গিঁথে দিলে সাবাড় করে। র‍্যামন চম্‌কে নজর করে দেখলেন, চার দিকেই মরা মানুষের ছড়াছড়ি। তাঁর আর বুঝতে বাকী রইলো না—বেচারারা কার লোক ?

হঠাৎ কতকগুলো ইণ্ডিয়ান বনের ভিতর থেকে বোঝা-বোঝা কাঠ আর ডাল-পালা এনে তাঁর চারদিকে গোল করে ঘিরে সাজাতে লাগলো। তাদের মতলব বুঝে র‍্যামন মহা ভয়ে, জ্ঞান হারার মতো, চেয়ে রইলেন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে।

তারপর জন চারেক ইণ্ডিয়ান যখন জ্বলন্ত মশাল নিয়ে তা'তে আগুন দিতে গেল, তখন তিনি আর চেয়ে থাকতে পারলেন না—চোখ দুটো আপনা হতেই গেল বুজে। সেই মুহূর্ত্তে হঠাৎ এক আশ্চর্য্য ঘোড়সওয়ার-যুবা বন ফুঁড়ে বেরিয়েই, হাতের চাবুক-গাছটা নিয়ে এমন এলোপাথাড়ি চারদিকে হাঁক্‌রাতে সুরু করলেন যে, চিতায় আগুন দেওয়া দূরে থাক্, তারা যাতনায় চেঁচাতে চেঁচাতে চারদিকে ছট্‌কে পড়ে বিষম ভয়ে ছুটে পালাতে লাগলো। র‍্যামন চেয়ে দেখলেন, ঘোড়সওয়ার যুবার বয়স ত্রিশ-বত্রিশের বেশী নয়, যেমন বলবান, তেমনি রূপবান সুপুরুষ, মনে হয় রাজা-রাজড়ার ছেলে! কিন্তু একেবারে অস্ত্রশূন্য! কেবল মাত্র ঘোড়ার চাবুকগাছটা হাতে নিয়ে তিনি যে কোন সাহসে সেই ভয়ানক ইণ্ডিয়ান-ডাকাতদলের সঙ্গে লড়াই করতে এসেছেন, তা র‍্যামন কিছুতেই ভেবে উঠ্‌তে পারলেন না।

যুবক তেমনি ভাবে চাবুক চালাতে চালাতে ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে ঢুকলেন তাদের দলের ভিতরে। দলটা ছোড়ভঙ্গ হয়ে চিৎকার

করতে করতে, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ঢুকলো বনের ভিতরে। তারপর গাছের আড়াল থেকে তীর, বর্শা এমন কি গুলি পর্য্যন্ত চালাতে লাগলো তাঁর দিকে। কিন্তু আশ্চর্য্য যে, তাঁর গায়ে বেঁধা দূরে থাক, সকল অস্ত্রগুলোই, তাঁর হাত দুই-তিন তফাত থেকে, হঠাৎ যেন কিসের জোর ধাক্কা খেয়ে—পিছিয়ে গিয়ে পড়তে লাগলো মাটীতে! যুবক দারুণ ঘেন্নায় তাদের দিকে একবার ফিরে চেয়ে, ধীরে ধীরে ঘোড়া ফেরালেন র‍্যামনের দিকে।

ব্যাপার দেখে ইণ্ডিয়ানগুলোও অবাক হয়ে গেলো। যুবক ফিরতেই তারা আবার বন থেকে বেরিয়ে, এক জায়গায় জড়ো হয়ে একসঙ্গে বন্দুক আর অগুণ্তি তীর-বর্শা চালালে তাঁর উপরে। কিন্তু অবাক কাণ্ড! বন্দুকের গুলি, তীর, বর্শা, সমস্তই, যুবকের শরীরের তিন হাত তফাত থেকে, যেন কোন অদৃশ্য কিছুতে জোর ধাক্কা খেয়ে, পিছিয়ে গিয়ে পড়লো তাদেরই সুমুখে! তখন সেই দলের ভিতরে বিষম ভয়ের হট্টগোল উঠলো। 'মানুষ নয়', 'পিশাচ', 'শয়তান', বলতে বলতে দারুণ ভয়ে ছুটে বনের ভিতরে ঢুকে, কে কোথায় অদৃশ্য হয়ে পালালো ঠিকানা রইলোনা।

যুবক র‍্যামনের কাছে গিয়ে তাঁর বাঁধন কেটে দিয়ে বললেন—"এই শয়তানের দলটা শুনেছি এই বন-পথের বিভীষিকা, কিন্তু ইয়োরোপের মানুষকে এই প্রথম—"

"আমি ইয়োরোপিয়ান নই, যদিও বাড়ী ইংলণ্ডের মান দ্বীপে। নাম রমেন—র‍্যামন গুপ্ত।"

যুবক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—"চেহারায় বোঝবার যো নেই কিন্তু। চলেছিলেন কোথায়?"

"ইংলণ্ডে ফেরবার জন্যে ভিক্টোরিয়া-বন্দরে যাচ্ছিলাম, পথে এই।"

"ভাগ্যে আপনার গাইড পালিয়ে গিয়ে খবর দিয়েছিলো, তাই ঠিক সময়ে এসে পড়তে পেরেছিলাম। আমিও যাচ্ছি ইংলণ্ডে আমার নিজের জাহাজে। যদি আপত্তি না থাকে, আমি একলা—নাম 'মার্কোলো' চলুন না আমার সঙ্গে। বিস্তর আশ্চর্য্য জিনিস দেখতে ও শুনতে পাবেন। পথের কষ্ট কি অবসাদ একটুও টের পাবেন না।"

সেই সময়ে র‍্যামনের সেই গাইডের সঙ্গে, একটা ঘোড়া নিয়ে যুবকের দশ-বারো জন ইণ্ডিয়ান-চাকর এসে দাঁড়াতে, তিনি সেই ঘোড়ায় চড়ে মার্কোলোর সঙ্গে গিয়ে উঠলেন—এক নূতন রকমের অতি সুন্দর আশ্চর্য্য জাহাজে।

———

—দুই—

র‍্যামনের জীবনে সুরু হয়ে গেল যেন একটা স্বপ্নের ব্যাপার!

এক তো, মার্কোলোর অস্ত্রশূন্য হয়ে, সুধু ঘোড়ার চাবুকটা ভরসা করে, একলা ইণ্ডিয়ান ডাকাতগুলোকে তেড়ে যাওয়াই, আশ্চর্য্যের কথা। তার উপর, তাদের অস্ত্রশস্ত্র আর বন্দুকের গুলি মার্কোলোর কাছ পর্য্যন্ত ঘেঁস্‌তে না পেরে যে পিছু হটে গিয়ে পড়তে লাগলো তাদেরই সুমুখে, তা লোকটার কোন শক্তির জোরে? কারণ যাই থাকুক, ঘটনাটা যেমন আশ্চর্য্য তেমনি অসম্ভব! আর তাই দেখে, ইণ্ডিয়ান গুলো মার্কোলোকে যা ভেবে, দারুণ ভয়ে ছুটে পালালো, তা হাসির কথা হলেও, ব্যাপারটা চোখের উপর দেখে র‍্যামনের মনে একটা ধোঁকা লাগতে বাকী ছিল না। সেই কথা ভাবতে ভাবতে মার্কোলোর জাহাজে গিয়ে যা দেখলেন, তাতে হতভম্ব না হয়ে থাকতে পারলেন না।

জাহাজখানা খুব বড় না হলেও, যেমন ছবির মতো সুন্দর, তেমনি তার সাজ-সজ্জা রাজা-বাদশার ধরণের। তার উপর তার গড়ন এমন আশ্চর্য্য রকমের যে. রাজা-রাজড়ার বৈঠকখানা ছাড়া জাহাজ বলে বোঝবার উপায় নেই। তাতে না আছে চিম্‌নি—না আছে ইঞ্জিন, আগুন, পাল, দড়ি-দড়া, খালাসী, কিছুই নেই অথচ সেই আজব জাহাজ, তাঁরা ওঠবার পরে যখন আপনা হতেই চলতে সুরু হলো, তখন র‍্যামন অবাক হয়ে দেখলেন যে, সাধারণ বড় বড় জাহাজের চেয়ে তার জোর বেশী—থাকবার আরামও খুব!

সেই আজব জাহাজে লোকজনও খুব কম—দশ-বারো জনের বেশী নয়। তারা সকলেই মার্কোলোর গোলাম, কিন্তু কোন্ দেশের মানুষ আর তাদের ভাষা যে কী, তা তিনি কিছুতেই বুঝতে পারলেন না। কিন্তু তাদের সকলেরই চাল-চলন রাজবাড়ীর চাকর-বাকরের মতো দোরস্ত, আর পোষাকও তেমনি জমকালো—দামী।

আর সব চেয়ে আশ্চর্য্য আর একটা মানুষ—মার্কোলোর সেক্রেটারী 'লোফেজ্'। সে মানুষ, কি ভূত-প্রেত, কি কল, তা বোঝবার উপায় নেই। মরা মানুষের 'স্কেলিটনের' উপরে মরা মানুষের শুক্নো চামড়া বেমালুম সেলাই করে, আভাশূন্য পাথরের দুটো চোখ বসিয়ে দিয়ে, কোন শক্তি কি মন্তরের জোরে যদি তাকে চালানো যায়—লোফেজ ঠিক তাই। মুখে কোন রকম ভাব কি একটু রক্তের লেশ নেই, চোখে আভা নেই—চোখের পাতায় চুল নেই, কপালে ভুরূ নেই। মাথাটাও নেড়া বল্লেই হয়, কেবল গাছকতক কটা রঙের বেজায় রুখু ছোট-ছোট মিহি চুল কেউ যেন আঠা দিয়ে পাতলা করে ছড়িয়ে লাগিয়ে দেছে। একমাত্র এই অদ্ভুত মানুষটাই ইংরাজী ভাষা বোঝে আর বলতে পারে। তাকে দেখে র‍্যামন হতভম্ব হয়ে যেতে মার্কোলো হেসে বললেন—"আমি আমার চাকর-বাকরদের কোন কথা জিজ্ঞাসার অধিকার দিতে চাইনা, আমার ইচ্ছাতে আর ইসারায় তারা কুকুরের মতো চলতে বাধ্য। আমার সেক্রেটারীর কাজ লোফেজ ইসারাতেই নিঃশব্দে চালিয়ে দেয়।"

হঠাৎ মুহূর্ত্তের জন্য মার্কোলোর মুখের ভাব এমন কঠিন হয়ে উঠলো যে র‍্যামন চম্‌কে মনে মনে ভাবলেন—এ রকম ভয়ানক লোকের চেয়ে যমের কাছে চাকরি করাও সহজ। কিন্তু সে ওই এক

মুহূর্ত্ত! মার্কোলোর আবার তেমনি হাসি মুখ আর অমায়িক আদর যত্নে তা' র‍্যামনের মনে রইলো না।

জাহাজ ছাড়বার পরেই, মার্কোলো যখন তাঁর অতিথিকে নিয়ে এক টেবিলে সাম্‌না-সাম্‌নি খেতে বসলেন, তখন সেই সকালের খাওয়ার 'ব্রেকফাষ্টের' রাজভোগ দেখেও তিনি কম আশ্চর্য্য হলেন না। সন্দেহ হলো—লোকটা কোন স্বাধীন দেশের বড় রাজা না সম্রাট! সত্যিকারের মানুষ না যাদুকর, না কোন রহস্যময় অজানা জগতের প্রাণী! পরিচয় জানবার জন্য মনে মনে অস্থির হয়ে পড়লেন।

কিন্তু দেরী হলো না। মার্কোলো খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলেন "আপনি ইংলণ্ডের বাসিন্দা হলেও, যখন ইয়োরোপের লোক ন'ন, তখন কোন দেশের?"

র‍্যামন্ জবাব করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বাধা দিয়ে মার্কোলো আবার নিজে থেকেই বলে উঠলেন—"আচ্ছা, থামুন থামুন, আমিই আপনার পরিচয় বলছি।"

বলে, ভাসা ভাসা টানা ছু'চোখ বড় বড় করে এমন জোরালো তীক্ষ্ণ চাউনিতে তাঁর মুখের দিকে চাইলেন, যেন ছুটো বিদ্যুতের শিখা ছুটে বেরোতে লাগলো। সে দৃষ্টির উপরে চোখ রাখতে না পেরে র‍্যামন মুখ নীচু করলেন। একটু পরেই মার্কোলো হেসে বল্‌লেন— "আপনি—ভা—ভা—ভারতবর্ষের—বাঙলা মুল্লুকের মানুষ।"

র‍্যামন চম্‌কে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন—"ধরলেন কেমন করে?"

মার্কোলো হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন—"আমি—অনেক—অনেক বছর পর্য্যন্ত পৃথিবীর সকল দেশ ঘুরে, সকল জাতের সকল মানুষের ভাষা,

ইতিহাস, ধর্ম্ম, সংস্কার জেনেছি, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সফল হয়নি—যা খুঁজছি পাইনি। তবে শীগ্‌গির যে পাবো তাও জানি।”

র‍্যামন আশ্চর্য্যের উপর আশ্চর্য্য হয়ে বলে উঠলেন—“এঁ্যা অনেক—অনেক বছর ধরে ঘুরছেন! কিন্তু মাপ করবেন, আপনার বয়স তো ত্রিশ-বত্রিশের বেশী কিছুতেই মনে হয়না।”

মার্কোলো এবার হো হো করে আমোদের হাসি হেসে বললেন—“মনে হবেও না, পাঁচশো বছরেও নয়।”

“বলেন কি, আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য—অসম্ভব।”

“একেবারেই না, বয়স আমার তো মুঠোর ভেতরে।”

র‍্যামনের আশ্চর্য্যের সীমা পার হয়ে গিয়েছিলো, গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—“আপনি কোন দেশের?”

মার্কোলো এবার গম্ভীর ভাবে জবাব করলেন—“দূর—দূর—বহু—বহু দূরে আমার দেশ। পৃথিবীর কোন লোক জানে না। আপনাদের ম্যাপে নেই, আপনাদের ভূগোল লেখকেরা জানে না, ভ্রমণ কারীরা সন্ধান পায়নি। অথচ হাজার হাজার বছর আগে, যখন ইয়োরোপের নাম পর্য্যন্ত কেউ জানতোনা, তখন আমরাই ছিলাম শিক্ষা ও সভ্যতার চূড়া, আমরাই ছিলাম সারা পৃথিবী জয়ী সম্রাট। আমাদের সাম্রাজ্য ছিল স্থলে—জলে—পৃথিবী জুড়ে। তারপরে বিধাতার কোপ-দৃষ্টি পড়লো, আমরা ধ্বংস হতে লাগলাম। আমাদের রাজত্ব এক এক করে হাতছাড়া হতে লাগলো। শেষ বাকী রইলো আমাদের রাজধানী আর তারই আশ-পাশের গোটা কতক দেশ। আমাদের কোটী কোটী মানুষ ধ্বংস হয়ে, আমরা বাকী রইলাম মাত্র হাজার দশ-বারো।”

বলতে বলতে মার্কোলোর মুখখানা আগুনের মতো উজ্জ্বল হয়ে

আবার যেন একটু একটু করে নিবে এলো। র‍্যামন কাঠের পুতুলের মতো নিসাড় হয়ে শুনছিলেন, একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বললেন—"আপনাদের সেই দেশ—রাজধানী—"

"আমরা আজ পর্য্যন্ত বজায় রেখে রক্ষা করছি। পৃথিবীর কেউ তার সন্ধান জানে না।"

বলেই মার্কোলো হঠাৎ র‍্যামনকে প্রশ্ন করলেন—"আপনি তো বাঙালী, কিন্তু খৃষ্টিয়ান কি?"

র‍্যামন হেসে জবাব করলেন—"আপনার আশ্চর্য্য বোধ হবে, আমি ইংলণ্ডের বাসিন্দা হলেও, খৃষ্টিয়ান নই, আজ পর্য্যন্ত হিন্দু।"

মার্কোলোর মুখ হঠাৎ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, তিনি বলে উঠলেন,—"আমরাও হিন্দু, বেদের ধর্ম্মই আমাদের ধর্ম্ম। তা' হলে শুনুন, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, আর আমাদের মহাপুরুষেরাও, একটা সময় ঠিক করে দিয়ে, বলে গেছেন যে, এতকাল—এত বৎসর পরে, আমরা আবার সমস্ত পৃথিবী জয় করে হিন্দু-সাম্রাজ্য গড়ে তুলবো। বংশের পর বংশ সেই দিনের জন্যে দিন রাত অকাতরে পরিশ্রম করে নিজেদের তোয়ের করে তুলছি। নিজেদের রাজধানীকে এমন ভাবে আটক করে লুকিয়ে রেখেছি যে কারুর সন্ধান পাবার যো নেই। তারপর যে দিন আবার আমাদের সৈন্যেরা পঙ্গপালের মতো হঠাৎ বেরিয়ে সারা পৃথিবী জয় করবে, সেই দিন বিশ্বের লোক জানবে কোথায় আমাদের দেশ লুকানো ছিলো। আমরাই আবার হবো সারা পৃথিবীর সম্রাট। সে সময়েরও আর বেশী দেরী নেই।"

কথাগুলো মার্কোলো এমন ভাবে বলে গেলেন যে র‍্যামন অবিশ্বাস করবার পথ পেলেন না। অথচ সে রকম অদ্ভুত কথা পাগলের প্রলাপ

ছাড়া যে সম্ভব হতে পারে তাও মনে হলো না। মার্কোলো হঠাৎ বললেন—"আপনি যখন হিন্দু তখন আপনার সমস্ত পরিচয় আমি জানতে ইচ্ছা করি।"

র‍্যামন আর থাকতে পারলেন না, বলে গেলেন—

"আমি এক বাঙালী সিভিলিয়ানের ছেলে, শৈশবে মা হারা। বাবার এক ইংরাজ-বন্ধুর চেষ্টায় ইংলণ্ডের মান দ্বীপে আমার বাড়ী হয়েছে। তাঁরই এক দূর সম্পর্কের অনাথা বোন আমার ধর্ম্ম-মা, তিনি সেই বাড়ীতে আছেন। ঘটনাচক্রে তাঁর স্বামী ভারতের আসাম অঞ্চল থেকে এক সম্ভ্রান্ত ঘরের মা-বাপ-হারা একটি ছোট অনাথা মেয়েকে পেয়ে, মৃত্যুর আগে আমার ধর্ম্ম-মার হাতে দিয়ে গেছেন, এখন তার নাম 'এমিলি', আমার সেই ধর্ম্ম-বোনও আছে বাড়ীতে। হিন্দু আমি একলা নয় 'এমিলিও' হিন্দু। মেয়েটিকে এনে ধর্ম্ম-মার কাছে দেবার সময়ে তাঁর স্বামী বলেছিলেন যে, তার কুড়ি বছর বয়সের আগে তাকে জোর করে খৃস্টান করো না। তারপরে তার নিজের ইচ্ছা হয় তখন করো। এমির বয়স এখন আঠারো, কাজেই সে এখনো হিন্দু। তাছাড়া আমার এক পরম বন্ধু পেয়েছি—'ইভান্‌স্', সেও হিন্দু।"

"তাঁর বাড়ী কোন দেশে?"

"অতি শিশুকাল থেকেই বেচারা অনাথ, নিজের কোন পরিচয় জানে না। ছ'মাসের শিশুকে দৈবযোগে পেয়ে এক নাবিক পালন করেছিলো তার জামাতে লেখা ছিলো 'ইবানেস্', তাই সে নাম দিয়েছিলো 'ইভান স্' সে নাবিকও বেঁচে নেই। বেচারা বড় গরীব, কিন্তু চেহারা যেমন রাজপুত্তুরের মতো, মনও তেমনি উঁচু, নিশ্চয় কোন বড় ঘরের ছেলে। আমার চেয়ে বছর দুয়ের ছোট, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে কাজের চেষ্টা করছে।

এমির সঙ্গে তার বিয়ের কথা ঠিক হয়েও বন্ধ আছে ইভান্সের ইচ্ছাতে, যথেষ্ট রোজগার করতে না পারা পর্য্যন্ত বিয়ে করবে না তার প্রতিজ্ঞা।”

——

—তিন—

যতই দিন কাটতে লাগলো ততই মার্কোলোর সঙ্গে একদিকে র‍্যামনের যেমন বন্ধুত্ব হয়ে গেল, অন্যদিকে তেমনি তার প্রলাপের মতো অদ্ভুত অদ্ভুত কথা শুনে, আর চোখের উপর তেমনি সব আজগুবি রকমের কাণ্ডকারখানা দেখে, র‍্যামনের কেবলই মনে হতে লাগলো যে, হয় তিনি বরাবর সমান ভাবে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন, আর না হয়তো লোকটা কখনই মানুষ নয়।

কিন্তু মার্কোলোর বন্ধুত্বের ব্যবহার আর আদর-যত্নে সে ভাব তাঁর মনে জেঁকে বসতে পারলে না। তার উপর, মার্কোলো তাঁকে বুঝিয়ে বললেন যে, ইয়োরোপের বড় বড় পণ্ডিতেরা বিদ্যা, জ্ঞান, শিক্ষা আর সাধনার জোরে প্রকৃতির যে সব রহস্যের গোড়াটুকু মাত্র বার করে অহঙ্কারে ফুলে উঠেছেন, তাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা হাজার-হাজার বছর আগে থেকেই তার চেয়ে ঢের বেশী আবিষ্কার করে নিজেদের কাজে লাগিয়ে এসেছেন। আর তাই এই সকল ব্যাপার দেখে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। ভবিষ্যতে ইয়োরোপের পণ্ডিতেরা যখন এইসব বার করে

ফেলবেন, তখন আর কারুরই আশ্চর্য্য ঠেকবে না। এখন তাঁরা সে বিদ্যায় অনেক এগিয়ে গিয়েছেন, এই মাত্র তফাত।

ক্রমে র‍্যামনের বুঝতে বাকী রইলো না যে, মার্কোলো এক দিকে যেমন অফুরন্ত ধনের মালিক, অন্যদিকে তেমনি তার ক্ষমতারও সীমা নেই, যা খুশী করতে পারেন। তার উপর, এমন মহা বিশ্বপণ্ডিত যে সকলকেই ছোট ভেবে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকেই অগ্রাহ্য করেন, এমন কি খোদ বিধাতাকে পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করতে পিছ্-পা নন, এত বড় মহাশক্তিবান অহঙ্কারী পুরুষ! ভয়, ভক্তি, সম্মানে র‍্যামন তাঁর বাধ্য না হয়ে থাকতে পারলেন না।

তারপরে যখন তাঁরা ইংলণ্ডে পৌঁছুলেন, তখন র‍্যামন অবাক হয়ে দেখলেন যে, তাঁদের নিয়ে যাবার জন্য আট ঘোড়ার জম্‌কালো গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর তাঁর চাকর-বাকর-লোকজনের পোষাকও তেমনি জাঁকজমকে ভরা। মার্কোলো একলা মানুষ, কিন্তু যে বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন সে বাড়ী যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি সাজানো—রাজা-রাজড়ার ধরণে, আর অঞ্চলটাও শহরের সেরা।

মার্কোলো হেসে বললেন—"একলা মানুষের জন্যে এত বড় বাড়ী দেখে তুমি অবাক হয়েছ, কিন্তু এই সভ্যতার পরিণাম। আজ আমার ইচ্ছায় লোকে আমাদের পায়ের তলায় বুক পেতে দেবে, কিন্তু কাল যদি এর চেয়ে দশ হাত ছোট বাড়ীতে যাই, তা'হলে আমার হুকুম মানা দূরে থাক্, কেউ আমার দিকে ফিরেও তাকাবে না।"

এদিকে, শহরময় এমন হৈ-হৈ পড়ে গেল যে "রাজকুমার মার্কোলোর" নাম চারদিকে বিদ্যুতের মতো ছড়িয়ে পড়তে বাকী রইলো না। সঙ্গে সঙ্গে কত গাড়ী-জুড়ী, কত বড় মানুষ, কত বড় বড়

নামজাদা লোকের যে আনাগোনা পড়ে গেল, তার সীমা-সংখ্যা রইলো না। দিন-দিন নেমন্তন্নের চিঠি এসে টেবিলে কাঁড়ি হয়ে পড়তে লাগলো। নিত্যিকারের ছোট-বড় সমস্ত খবরের কাগজগুলো বেরোতে লাগলো—আগাগোড়া কেবলই রাজকুমার মার্কোলোর কথা আর সুখ্যাতিতে ভরে। নানাদিক থেকে নানা রকমের খেতাব জুড়ে তাঁর নামটাও নিত্যি লম্বা হয়ে পড়তে লাগলো।

সপ্তাহখানেক পরে, র‍্যামনের বাড়ী যাবার সময়ে মার্কোলো তাঁকে বল্‌লেন—"এসব দেখে ঘাব্‌ড়োনা, মনে রেখো আমরা দু'জনে বন্ধু। এক সপ্তাহের জন্যে তোমার ছুটী। তার পরের দিন এখানকার মহারাণীর ছেলে—'ডিউককে' ভোজ দেবো, সেদিন তোমার থাকা চাই। আর তাও একলা নয়, তোমার বন্ধু 'ইভান্সকে' নিয়ে। যে প্রাণের বন্ধুর গুণ-গান নিত্যি শতমুখে আমার কাছে করেছ, তাঁকে সঙ্গে আন্‌তে ভুলনা—এই তোমার হাতে দিলাম তার নেমন্তন্নের চিঠি।"

তারপরে, র‍্যামন অনেক দিনের পরে বাড়ী ফিরে যেতে, সেখানেও শুধু আনন্দের বন্যা ছুটলো এমন নয়, তাঁর তিন বছরের সমস্ত কথা, সেই নূতন দেশের সমস্ত ইতিহাস আর ঘটনা শোনবার জন্য তাঁর ধর্ম্ম-মা কেরোলিন গ্রেণার আর বোন এমিলি অস্থির হয়ে উঠলেন।

ইভান্সও ছিলো সেইখানেই। র‍্যামন ব্রেজিলে যাবার সময়ে মা-বোনের দেখাশুনো করবার ভার দিয়ে গিয়েছিলেন বন্ধুরই উপরে। তখন ইভান্স নূতন পাশ করে, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরোবার পরে,—কলেজের কর্ত্তাদের সুপারিশে সেই অঞ্চলের কাছাকাছি একটা খনিতে বছর খানেকের জন্য সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি পেয়েছিলেন। সেই

থেকে ইভান্সও এমিলিকে সাহিত্য, বিজ্ঞান আর ইতিহাস পড়িয়ে ভাল রকম শিক্ষিত করে তোলবার চেষ্টার কসুর করেন নি।

মা-বোনের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুরও আগ্রহ দেখে র‍্যামন যখন তাঁর বিদেশের সকল কথা এক এক করে বলতে সুরু করলেন, তখন তিন জনেই পাথরের পুতুলের মতো নিসাড়ে হাঁ করে এক মনে না শুনে থাকতে পারলেন না। শেষে, কথা শেষ হতে, তিন জনেরই লম্বা নিশ্বাস এক সঙ্গে মিশে হুস্ করে বেরিয়ে গেল একটা দম্‌কা বাতাসের মতো।

এমিলি সন্দেহের ভাবে বললে—"আচ্ছা দাদা, ইণ্ডিয়ান লুঠেরা-ডাকাতগুলোর সঙ্গে তোমার মার্কোলোর যোগ ছিলনা তো ভেতরে ভেতরে ?—এরকম শোনা যায় কিন্তু। নইলে, সুধু একটা লোকের চাবুক খেয়ে অতগুলো সাংঘাতিক খুনে ছট্‌ফট্ করতে করতে ছোড়ভঙ্গ হয়ে পড়ে, তাদের বন্দুকের গুলি গুলো পিছু হটে ফিরে আসে—এসব যে একেবারে আজগুবি—অসম্ভব।"

"কিন্তু সত্যি—আমার নিজের চোখে দেখা। সেই আজগুবি ঘটনা না ঘটলে আজ আমি ঘরে ফিরে এসে তোদের কাছে তা গল্প করবার অবকাশ পেতাম না। আর মার্কোলোর সঙ্গে তাদের যে কোন সম্বন্ধ ছিল না তাও সত্যি কথা।"

বলে, র‍্যামন থামতে এমি আবার বলে উঠ্‌লো—"তা হলে নিশ্চয় যাদুকর, আর না হয় তো—ইণ্ডিয়ানেরা যা বল্‌তে বল্‌তে ভয়ে পালিয়েছিলো, ভূত—প্রেত—সাক্ষাৎ শয়তান।"

র‍্যামন হো হো করে হেসে বললেন—"তাঁর ব্যাপার আর কাণ্ড কারখানা দেখে আমারও মাঝে মাঝে ওরকম সন্দেহ হতো, কিন্তু তা

এখন ঘুচে গেছে। তবে লোকটা যে কী” তা এখনো আমি বুঝে উঠতে পারিনি।”

“তা পারবেও না কখনো।”—

বলে, এবার ইভান্স বললেন—“আজ হপ্তা খানেক থেকে কেবলই কাগজে তোমার রাজপুত্তুরের যে সব আশ্চর্য্য রকমের ব্যাপার পড়ে আসছি, তা আমরা তিন জনেও যে আলোচনা করিনি ভেবোনা। যাদুগীরের মতো ছিনি মিনি খেলবার এরকম অফুরন্ত টাকা আছে কার? থাকলেও কোন রাজা বাদশা এমন ধূলোর মুটোর মতো ছড়াতে পারে? লোকটা বেজায় অসাধারণ, কী তার মতলব কে জানে! আর তার প্রলাপের মতো কথাতেই বা বিশ্বাস হয় কার? মানুষটা নিশ্চয়ই সাংঘাতিক। এ রকম লোকের কাছ থেকে তফাত থাকাই ভাল মনে করি।”

আবার তেমনি জোরে হেসে র‍্যামন বললেন—

“তফাতে থাকবে কি ইভান্স, এই দেখ তোমার ‘ওয়ারেণ্ট’—শমন”

বলে, হাসতে হাসতে নেমন্তন্নের চিঠিখানা বন্ধুর হাতে দিয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন—“ভুলনা ভাই, এ লোক যেমনই হোন ইনি আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন।”

—চার—

কথা মতো ইভান্সকে নিয়ে, এক সপ্তাহ পরে র‍্যামন যখন লণ্ডনে মার্কোলোর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলেন, তিনি তখন একঘর লর্ড-লেডীর ভিতরে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন। র‍্যামন আর ইভান্সের উপর নজর পড়্‌তেই মিনিট খানেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে, হঠাৎ গল্প বন্ধ করে শশব্যস্তে কাছে গিয়ে র‍্যামনকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ইনিই বোধ করি বন্ধু ইভান্স ?"

র‍্যামন হাসি মুখে ঘাড় নেড়ে সায় দিতে, মার্কোলো, অন্য সকলকে ছেড়ে, এমন ভাবে দু'জনের হাত ধরে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন যে ঘর-সুদ্ধ মেয়ে-পুরুষ অবাক হয়ে রইলো! তারপর দু'সপ্তাহ তাদের আর সুধুই যে চোখের আড় করলেন না তাই নয়, এমন প্রাণ-খোলা আদর-যত্নে ডুবিয়ে রাখলেন যে, ইভান্সের মন থেকে সন্দেহ আর বিরাগের ভাব—কর্পূরের মতো—একেবারে নিঃশেষ হয়ে উপে গেল। সেবার বাড়ী ফিরে গিয়ে ইভান্সের মুখে মার্কোলোর সুখ্যাতি আর মহত্ত্বের কথা ছাড়া অন্য কথা রইলো না।

এমিলি সমস্ত গল্প শুনে, হেসে বল্লে—"দেখ মা, আমার কথাই ঠিক। লোকটা মস্ত বড় যাদুকর, নইলে ইভান্সকে এ রকম বশ করতে পারতো না।"

কিন্তু পরক্ষণে তার মুখখানা হঠাৎ যেন, কেমন একটু ভয়ের ভাবে কালো হয়ে গেল। তা নজর করে র‍্যামন বললেন—"তোর মনটা বড় সন্দেহে ভরা বোন্, যার গুণে সারা শহরের লোক কুকুরের মতো বশ হয়ে গেছে, তোরই কেবল একলা সন্দেহ—"

"সেই জন্যেই তো সন্দেহ আরো বেশী। কিন্তু তোমরা গিয়ে আর না মিশ্‌লে আমাদের ভাবনার কারণ নেই।"

র‍্যামন বন্ধুর মুখের পানে চাইতে ইভান্স বলে উঠলেন—"তা কেমন করে হবে? এক হপ্তা পরে যাবার যে কথা দিয়ে এয়েছি?"

এমিলি বিরক্ত ভাবে বলে উঠলো—"কথা দিলে কেন?"

এবার র‍্যামন হেসে বল্‌লেন—"নইলে ছাড়ান পাবার যো কই? এক ঘর বড়-বড় সব 'আর্ল' 'ডিউক'—লর্ড-লেডীদের ছেড়ে যে ভাবে রাজা-বাদশার মতো সমাদর করে আমাদের—"

"বুঝেছি—মার্কোলো লণ্ডনে থাকবেন কত দিন?"

র‍্যামন জবাব করলেন—"চার মাসের কম নয়।"

"সর্ব্বনাশ!—তা' হলে বাড়ীতে তোমাদের আর আমরা বড় দেখতে পাচ্ছিনা বল? শুন্‌ছো তো মা?"

বলে, এমিলি কেরোলিনের দিকে চাইতে, তিনি হাসি মুখে শান্ত স্বরে বললেন—"তুই মিছে অত ভাবিস কেন এমি? ওরা যোয়ান ছেলে—ইঞ্জিনিয়ার, বাইরে-বাইরে দশ জনের সঙ্গে মিশে রোজগারের চেষ্টা না করে কি ঘরে বসে থাকতে পারে? বিশেষ, যার অনুগ্রহ পাবার জন্যে সারা শহরের লোক পাগল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় ইভান্স যখন প্রথম থেকে আপনা হতে তার অত বড় সুনজরে পড়েছে, তখন কে বলতে পারে যে, এই উপলক্ষ থেকে, ওর মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে তোদের দুজনের ভবিষ্যৎ সূচনা না করতে পারে?"

এমিলি কথাটা যে না বুঝলো এমন নয়, কেবল বুঝতে পারলে না, যে, এই ব্যাপারে তার মন কেন যে আপনা হতে দমে গিয়ে বিরস—বিমুখ—হয়ে উঠ্‌লো—তার কারণটুকু।

কিন্তু কেরোলিনের কথাটা কী ক্ষণে যে মুখ দিয়ে বার হয়ে ছিলো সত্য হয়ে ফলে যেতে দেরী হলোনা। সেবার র‍্যামন বাড়ীর একটা কাজে আটক পড়তে ইভান্সকে একলাই যেতে হলো লণ্ডনে। কিন্তু ইভান্স সপ্তাহ দুই পরেই ফিরে এসে বললেন্ যে, মার্কোলো তাঁর দেশের কোন অঞ্চলে একটা বিরাট আবিষ্কারের কাজে—এখন পাঁচশো মোহর মাইনেতে—তাঁকে নিজের সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি দিয়েছেন।

শুনে র‍্যামনের খুব আনন্দ হলেও, আহ্লাদে জ্ঞানহারার মতো একেবারে যেন লাফিয়ে উঠলেন—কেরোলিন!

মেয়ের বিয়ের ভাবনায় তিনি মনে মনে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। এইবারে ইভান্স স্বচ্ছন্দে এমিলিকে বিয়ে করতে পারবে ভেবে, মিসেস্ গ্রেগার মহা ফূরতিতে চেঁচিয়ে উঠলেন—"দেখ্ এমি, দেখ্—ঈশ্বরের কত দয়া তোদের ওপরে! ওঃ—মাসে পাঁচশো মোহর গোড়া থেকেই। —এই তো একটা ছোটখাটো জমীদারের দৌলৎ বললেই হয়। আর তুই বাধা দিতে সুরু করেছিলি প্রথম থেকেই!"

এমিলি কথার জবাব করলে না। কিন্তু তার মন হঠাৎ একটা অজানা আতঙ্কে শিউরে উঠে, দারুণ অশান্তিতে ভরে গেল। চার পাঁচ দিন পর্য্যন্ত চেষ্টা করেও যখন মনকে শান্ত করতে পারলে না তখন, ইভান্সকে—বাগানের একটা নিরালা জায়গাতে—নিয়ে গিয়ে কাতর ভাবে বললে—"একটা ভিক্ষা চাই দেবে কি?"

"ভিক্ষা!" —বেজায় আশ্চর্য্য হয়ে চমকে উঠে ইভান্স্ বল্লেন —"বল কি এমি' তুমি তো জান—তোমাকে না দেবার মতো আমার কিছুই নেই। বল কী চাও?"

"আগে প্রতিজ্ঞা কর—দেবে?"

"আবার অমন করে বলছো কেন, প্রতিজ্ঞা করলাম যা চাইবে নিশ্চয় দেবো।"

"তুমি মার্কোলোর চাকরি ছেড়ে দাও, তার সঙ্গে যেতে পাবে না।"

"সর্ব্বনাশ—বল কি, আমি যে তাঁকে এক রকম কথা দিয়ে এসেছি।"

"দিলে কেন, অন্ততঃত পক্ষে দাদার সঙ্গে পরামর্শ না করে ?"

"তাও তো তোমারই জন্যে, তুমি তো আমার প্রতিজ্ঞা জান ? এ দেশে ওর সিকির সিকি মাইনেও তো কোথাও আশা করতে পারিনা ?"

তা হলেও, তুমি যেতে পাবে না।"

"কিন্তু কথা—কথা দিয়েছি—এখন পিছানো অসম্ভব।"

"আমার কাছেও কথা দেছ—প্রতিজ্ঞা করেছ !"

ইভান্সের আর জবাব রইলোনা, রক্তশূন্য মুখে মাথা হেঁট করে কপাল টিপে ধরে বসে রইলেন।

এমিলি ছল-ছল চোখে বলতে লাগলেন—"তুমি তার সব কথা জান তার আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারই আজগুবি ধরণের অসম্ভব, তার ক্ষমতাও তেমনি অসীম ! লণ্ডনে এসে পূরো দুটো হপ্তা না যেতেই, সে যেন কোন যাদুর মন্তরে শহরের মাথার মণি হয়েছে। অথচ তার সম্বন্ধে কেউ কিছুই জানেনা। তার ওপর, দাদা তার পুরানো বন্ধু অনেক দিন এক সঙ্গে কাটিয়েছে, তোমার চেয়ে বড় ইঞ্জিনিয়ার—সে দেশের জ্ঞানও তাঁর আছে। তাঁকে এ চাকরি না দিয়ে, দাদার চেয়েও ঢের বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার আছে, তাদের কারুকে না দিয়ে, হঠাৎ প্রথম আলাপেই তোমাকে দিলে—এর কারণ কী ? মাইনেও কী রকম অসম্ভব !

—না-না ও কখনই মানুষ নয়! আমার বুক থর থর করে কাঁপছে ; না না যেওনা—যেওনা আমায় ভিক্ষা -”

এমিলির গলা বেধে গেল, আর বলতে পারলেনা, ইভান্সের দুটি হাত জোড় করে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো।

ইভান্স দেখে আর থাকতে পারলেন না, জোর করে বলে উঠলেন —“যা ঘটে ঘটুক, আমি যাব না, কথা দিলাম, তুমি শান্ত হও এমি।”

ঠিক সেই সময়ে র‍্যামনও বন্ধুকে খুজতে এসে, দুজনের সেই ভাব দেখে চমকে উঠে, গম্ভীর হয়ে পাশে গিয়ে বসে বললেন—“মার্কোলো তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান্ ইভান্স।”

“আমি কালই লণ্ডনে যাব ঠিক করেছি।”

“অত কষ্ট করবার দরকার হবে না। তিনি লণ্ডন অন্ধকার করে, তাঁর জাহাজ পর্য্যন্ত নিয়ে তোমারই দোরে এসে হাজির হয়েছেন বন্ধু!”

হঠাৎ এমিলি আর ইভান্স দু’জনেই বেজায় চমকে উঠলেন। তারপরে ইভান্স আশ্চর্য্য হয়ে বললেন—“এ্যাঁ, তিনি যে এখনো তিন মাস লণ্ডনে থাকবেন বলেছিলেন?”

“সে মত বদলেছেন। আমি এতক্ষণ ছিলাম তাঁরই কাছে। আজ সকালে দেশ থেকে হঠাৎ এক জরুরী টেলিগ্রাফ পেয়েছেন—এক হপ্তার ভেতরেই দেশে ফিরবেন। তিনি তোমাকে মিনতি জানিয়ে এখুনি তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমাকে দিয়ে অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন। তুমি তিন মাস ঘরে থাকবে ভেবেছিলাম, হঠাৎ তোমাকে বিদায় দিতে আমাদের একটু কষ্ট হবে বটে।”

ইভান্স ফস্ করে—গোঁয়ারের মতো বলে উঠলেন—“আমিও মত বদলেছি—যাব না। সেই কথা বলবার জন্যেই আমাকে যেতে হবে।”

র‍্যামন আশ্চর্য্য ভাবে চেয়েই—সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে আপনার মনে একটা লম্বা শীস্ দিলেন, তারপরে তেমনি ভাবেই বলে গেলেন, —"বলবে বটে, কিন্তু তিনি কি ভাবে নেবেন সেইটেই কথা।

"যে ভাবেই নিন, আমি যাবনা, সন্ধ্যা হলো, এখনিই শেষ করে আসছি।"

বলেই গোঁ ভরে বেরিয়ে গেলেন। র‍্যামন এমিলিকে বল্লেন "বুঝেছি, কিন্তু কাজটা কি ভাল করলে বোন ?"

"নইলে উপায় কি দাদা ?" বলে, এমিলি তার ভয়-ভাবনার কথা বলতে শুরু করলে।

—পাঁচ—

মার্কোলোর জাহাজ ছিল কিনারা থেকে খানিক দূরে। কিন্তু জাহাজের একখানা বোট বাঁধা ছিল কিনারার জেটীতে। ইভান্স যখন তাতে গিয়ে উঠলেন তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। হঠাৎ নজরে পড়লো —উল্কার মতো—তিনটে বড় বড় অক্ষর দপ্ দপ্ করে জ্বলছে সমুদ্রের বুকে—'মিরিয়া'। তাঁর বুঝতে বাকী রইলোনা যে সেইটেই মার্কোলোর সেই আশ্চর্য্য জাহাজ।

তারপরে ইভান্স যখন সেখানে গিয়ে উঠলেন, তখন মার্কোলো তাঁকে এমন ভাবে নিয়ে গিয়ে জাহাজের ঘরে বসালেন, যে, লণ্ডনে প্রথম দিনের সেই অসীম আদর-অভ্যর্থনাও মনে হলো তুচ্ছ। ভাবতে লাগলেন কেমন করে নিজের মনের কথা বার করবেন?

কিন্তু মার্কোলো তাঁর মুখের ভাব না দেখেই আনন্দে আর উৎসাহে বলে উঠলেন—"র‍্যামনের মুখে শুনে তুমি আশ্চর্য্য হয়েছ বোধ হয় যে আমি মত বদলেছি কেন?"

"হাঁ শুনলুম লণ্ডনে এক জরুরী তার এসে—"

বাধা দিয়ে হাসতে হাসতে মার্কোলো বলে উঠলেন—"তুমি কি মনে কর যে তোমাদের ডাকঘর দিয়ে সধারণ লোকের মতো—আমার টেলিগ্রাফ আসে? না বন্ধু তা নয়, তা হলে এত ব্যস্ত হতাম না। সমস্ত আমার নিজের আলাদা বন্দোবস্ত করা আছে। তোমাকেই এই সর্ব্বপ্রথম দেখাচ্ছি, দেখ।"

বলেই, মার্কোলো, একটা হাতীর দাঁতের মাঝারি হাত-বাক্স বার করে

টেবিলে রেখে ডালা খুললেন। ইভান্স দেখলেন তার ভিতরে আশ্চর্য্য রকমের অনেকগুলো ছোট ছোট কল-কব্জা এমন ভাবে জড়িয়ে বসানো যে বোঝবার যো নেই। মার্কোলো টেবিলের অন্যদিকে সামনা-সামনি বসে জিজ্ঞাসা করলেন—"টেলিগ্রাফের সঙ্কেতের শব্দগুলো জান বোধ হয়?"

ইভান্স মাথা নেড়ে সায় দিতে, তিনি আবার বললেন—"ওই কাগজে, যে খবর আসবে, নিজেই লেখ।"

ব'লে, কলের একটা জায়গা টিপে ধরলেন। সঙ্গে-সঙ্গে 'কিড়িং-কিড়িং' করে মিনিটখানেক একটা নরম ঘণ্টা বেজে থেমে গেল। তখন কলের একটা চাবিতে ঘড়ির মতো দম দিয়ে, নিজের বাঁ হাতে আর একটা চাবি চেপে ধরে, ইভান্সের বাঁ হাতখানা রাখতে বললেন তাঁর সেই হাতের উপরে।

প্রায় মিনিট পাঁচেক চুপচাপ কাটলো। তারপরে কলটার ভিতর থেকে আর একটা ঘণ্টা তেমনি করে বেজে উঠতে, মার্কোলো বলে উঠ্‌লেন—"এইবার! লিখতে সুরু কর।"

হঠাৎ ইভান্সের হাতের ভিতর দিয়ে সারা গায়ে খুব মৃদু রকমের এমন একটা বিদ্যুতের ঢেউ—'কারেণ্ট' (Current) খেলে যেতে সুরু হলো, যে কষ্ট হলোনা মোটেই, বরং আমোদ বোধ হতে লাগলো। আর সেই সঙ্গে—চিড়িক্‌-চিড়িক করে, থেকে থেকে আস্‌তে লাগলো, নানা রকমের ছোট-বড় তেমনি মজার ধাক্কা! সেইগুলোকে সঙ্কেতের শব্দ জেনে ইভান্স ইংরাজীতে লিখতে সুরু করলেন ;—

"—কালে সরকারী দল যুদ্ধে হেরেছেন। চার দিকের বস্তির সকল লোকই মোরিয়া হয়ে দলে দলে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে এসে জড়ো হচ্ছে। রাত ৭টা ১০ মিনিট।"

মার্কোলো গম্ভীর হয়ে নিজের মনেই বলে উঠ্‌লেন—"ব্যস্‌ যা ভেবেছিলাম তাই—বিদ্রোহীরাই জিতেছে, ওপথে তাহলে গোলমাল।"

বলে অন্যমনস্ক ভাবে কল থেকে হাত তুলে নিয়ে বাক্স বন্ধ করে, জিজ্ঞাসা করলেন—"কেমন, খবর পড়লে তো? প্রথম কথাটা 'বিকালে'। ওবেলা এই যুদ্ধের খবরেই আমাকে মত বদলাতে হয়েছে, এখন তাড়াতাড়ি দেশে ফেরা বিশেষ দরকার।"

ইভান্স আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কোন দেশে যুদ্ধ বেধেছে।"

দক্ষিণ আমেরিকায়। ঠিক যুদ্ধ নয় বিদ্রোহ, এ রকম প্রায় লেগেই থাকে, তবে এবারে কিছু গুরুতর আর 'কারাকাস' শহরের কাছাকাছি। 'ভেনিজুলা' থেকে আমার সেক্রেটারী ওই খবর দিলে। কাল সকালের খবরের কাগজেই দেখতে পাবে।"

"ওঃ—এ রকম একটা কল পেলে যে অগাধ টাকা রোজগার করতে পারা যায়। আশ্চর্য্য!—অত দূর দেশ থেকে এই মিনিট কতকের ভিতরে খবর এলো কেমন করে?"

"কিছুই আশ্চর্য্য নয়—এটা বেতার-টেলিগ্রাফের যন্ত্র। তোমার ইয়োরোপের পণ্ডিতেরা এর মূল সন্ধান টুকু মাত্র ধরে,—কাজে লাগাবার চেষ্টায়—অন্ধকারে হাত্‌ড়ে বেড়াচ্ছেন, আর আমরা তার সমস্ত সন্ধান দখল করে নিজেদের নিত্যিকার কাজে লাগিয়েছি—এই টুকু মাত্র তফাত।"

"তা হলেও এ বড় কম আশ্চর্য্যের ব্যাপার নয়। আচ্ছা আর কোথাও কি বার হয়নি?"

"কোথাও না, বার করবে কে—কেউ জানেনা। জানি মাত্র আমি,

আর আমাদেরই আর একজন। যাক্ তার কথা। আমিই এখন এর সমস্ত রহস্যের মালিক, নিজের হাতে সব করে কাজে লাগিয়েছি। আমার নানা দেশের সেক্রেটারীদের কিছু কিছু শিখিয়েছি বটে, কিন্তু আসল সন্ধান—মূল চাবি আমার হাতে। আজ পর্য্যন্ত কারুকে দিইনি।"

ইভান্স বলে ফেল্‌লেন—"দেন্‌নি কেন? এই নিত্যি-দরকারী বেজায় আশ্চর্য্য জিনিস বাজারে বার করলে যে টাকায় ঘর ভরে যেতো —সম্মান আর উপাধিতে আপনার—"

ইভান্সের কথা শেষ হলোনা, হঠাৎ 'ফুঃ!' বলেই, অগ্রাহ্য আর দারুণ ঘৃণায় মার্কোলোর মুখখানা কুঁচ্‌কে বিশ্রী হয়ে এমন কঠিন হয়ে উঠলো যে, ইভান্স সে দিকে আর চাইতে ভরসা করলেন না। মনে মনে ছট্‌ফট্ করতে লাগলেন।

মার্কোলো—সেইভাবে উঠে দাঁড়িয়ে মিনিট দুই-তিন ঘরটাতে পায়চারি করতে করতে, হঠাৎ ইভান্সের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখের ভাব আর এক রকম হয়ে গেল। তিনি ঠিক যেন রাজার রাজা—পৃথিবীর সম্রাটের মতো বললেন—

"পাগলের মতো তুমি এ কী বল্‌লে ইভান্স? জাননা—ছেলে মানুষ তুমি, কাকে কী বলেছ! জাননা—আমি কে—আমি কী? এও কি সম্ভব আমার ধন-ঐশ্বর্য্যের পরিচয় এখনো পাওনি?—আমাকে দেখাচ্ছ টাকার লোভ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—টাকা আমার ধূলোর মুঠো! আন তোমার সারা দেশের লোক ডেকে—দু'হাতে ছড়িয়ে দিচ্ছি, যে যত পারে কুড়িয়ে নিয়ে ধন্য হয়ে যাক্! আর সম্মান—উপাধি—ছেলে ভুলোবার আস্‌বাব—ফুঃ! তার দাম কতটুকু! আমি কি সম্মান আর উপাধির কাঙাল? জান তুমি আমার সম্মান? চল আমার সঙ্গে আমার

ছোট ভাইয়ের মতো, টাকা আর সম্মানের পর্ব্বতের চূড়াতে পৃথিবীর সম্রাটের চেয়েও উঁচু হয়ে বসে থাকবে। আমি বড়, আর তুমি হবে আমার ভাই—ছোট বাদশা! তুমিই হাজার-হাজার পা-চাটা মানের কাঙালকে ইচ্ছা মতো উপাধি দিয়ে ধন্য করে দেবে! মিথ্যা ভেবনা—প্রলাপ মনে করোনা। শীগ্‌গির করে তোয়ের হয়ে নাও আমার সঙ্গে যাবার জন্যে। সেই অনুরোধ জানাবার জন্যেই—"

ইভান্স আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, মার্কোলোর মুখের পানেও চাইতে ভরসা পেলেননা, অন্য দিকে চেয়ে বুকে বল এনে, কোনও রকমে খপ্‌ করে বলে ফেললেন—"কিন্তু তা যে হয়না, ইংলণ্ড ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই জানাবার জন্যেই আজ—"

"হয়না!—সম্ভব নয়!"

অনেক কালের ঘুমন্ত আগ্নেয় পর্ব্বত হঠাৎ যেমন আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ফেটে ওঠে, হঠাৎ তেমনি বিকট গর্জ্জন করে, মার্কোলো, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, জ্বলন্ত দু'চোখের পলকশূণ্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এমন ভাবে ইভান্সের দিকে চাইলেন যে, ঠিক যেন তাঁকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবেন! ইভান্স ঠক্‌-ঠক্‌ করে কেঁপে পুতুলের মতো আড়ষ্ট হয়ে গেলেন।

পূরো পাঁচ মিনিট সব স্থির—চুপ্‌! মার্কোলোও চোখ ফেরালেন না। তাঁর সারা মুখখানা একেবারে আগুনের মতো রাঙা হয়ে উঠলো, কপালের শিরগুলো উঠলো কুঁচকে ফুলে ফুলে। তিনি সরে গিয়ে ঘরটার লম্বালম্বি পায়চারি করতে লাগলেন।

আরো মিনিট পাঁচেক পরে তাঁর মুখের সেই সাংঘাতিক ভাব বদলে গিয়ে—ফুটে উঠলো একটা চাপা হাসির ঈষৎ রেখা। শান্ত গম্ভীর ভাবে বললেন—"না, আমারই ভুল, তোমাকে তোয়ের হবার সময়

দেওয়া উচিত ছিল। তা বলে ভেবনা যে, তোমার অনিচ্ছাতে আমি তোমাকে পীড়াপীড়ি করবো যাবার জন্যে, কিংবা যে স্নেহ-ভালবাসা নিজের ইচ্ছায় দিয়েছি তা থেকে বঞ্চিত হবে। যাওয়া-না-যাওয়া সম্পূর্ণ তোমার স্বাধীন ইচ্ছা। তবুও বন্ধু অনুরোধ করছি, আর একবার ভেবে দেখবার জন্যে। তোমার জন্যে আরও তিন দিন বেশী দেরী করবো এখানে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, তোমার মত না বদলালেও আমার বন্ধুত্ব আর ভালবাসা কমবেনা একটুও।"

আর সে মানুষ নয়। মার্কোলোর এই বদল দেখে ইভান্স নিতান্ত দুঃখিত ভাবে ব'ললেন—"আচ্ছা আমাকে এত কেন? ঢের বড় বড় নামজাদা পুরাণো ইঞ্জিনিয়ার আছেন, য্যামন আপনার বন্ধু—আপনাদের দেশের জ্ঞানও তার যথেষ্ট আছে, তাকে এ কাজটা দিলে আমার চেয়ে ঢের ভাল—"

কথা ফুরালোনা, মার্কোলো হো হো করে জোরে হেসে উঠে বললেন —"তোমার ভুল ধারণা এখুনি বুঝিয়ে দিচ্ছি, 'মেস্‌মেরিজম্'— 'হিপ্‌নটিজমের' কথা নিশ্চয়ই শুনে থাকবে, বিশ্বাস কর?"

"করি—চোখে দেখেছি বলে।"

"তা হ'লে এও বোধ করি জান, যারা মেস্‌মেরাইজ করে, তারা মানুষ দেখলেই জানতে পারে কার ওপরে শক্তি চালাতে পারবে?"

"একথাও শুনেছি বটে।"

"আমিও তেমনি একজন অতি নগণ্য মেস্‌মেরিষ্ট'। আমার কাজের জন্যে ঠিক যে রকম লোক দরকার, লক্ষ লক্ষ মানুষের ভেতর থেকেও, চোখে দেখলেই চিনে নিতে পারি। তোমাকে প্রথম দেখা

মাত্রেই জেনেছি যে, তুমি ছাড়া জগতের আর কেউ আমার কাজে লাগবেনা—লাগতে পারেনা—অসম্ভব।"

"তাহলে, আপনাকে নিরাশ করলাম বলে সত্যিই আমি বিশেষ দুঃখিত হলাম।"

"আমি নিরাশ মোটেই হইনি, কাজটাতে দেরা পড়ে গেল এই মাত্র। কারণ এও আমি জানি যে, দুদিনে হোক, দশ দিনে হোক, দশ বছরে হোক, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তোমাকে একদিন আমার কাছে আসতেই হবে বন্ধু !"

বলে, মার্কোলো বিজয়ী বীরের মতো গর্ব্বের হাসি হাসলেন।

—ছয়—

মার্কোলোর কথা শুনে ইভান্স মনে মনে চমকে উঠলেও, বাইরে তা ফুটতে দিলেন না। তারপর দু-চার কথার পরে বিদায় চাইলে মার্কোলো গম্ভীর হয়ে বললেন—"তুমি যখন সত্যিই আমার বন্ধু—ভাই—আর, একদিন তোমাকে যখন আমার সহকারী হতেই হবে, তখন তোমার কাছে কিছুই লুকাবো না, যদি তাতেও তোমার মত বদলাতে পারি তাহলে আমার কাজে দেরী পড়বে না—এই জন্যে। আর একটু বোস, তুমি আমার বেতার টেলিগ্রাফ দেখেছ, আর একটা জিনিস দেখাই।"

বলে, মার্কোলো, তাঁর একটা জামা, পাজামা, মোজা আর টুপী বার করে ঘরের একদিকের দেওয়ালে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখলেন। তার পরে একটা খুব ধারালো তলোয়ার, টাঙ্গী, বল্লম, আর ছ'টা গুলিভরা একটা রিভলভার ইভান্সের সামনে টেবিলের উপর রেখে হাসতে হাসতে বললেন—"আজ্ তোমার বীরত্ব আর শক্তির পরীক্ষা করবো বন্ধু। সকল রকমের অস্ত্রই তোমার সামনে ধরে দিলাম। দেওয়ালে এক স্যুট পোষাকও ঝুলিয়ে দিলাম। তুমি ওই অস্ত্র দিয়ে পোষাকগুলো বিঁধে কিংবা কেটে দাও।"

পোষাকগুলো খুব ভাল রেশমী কাপড়ের—যেমন হালকা আর নরম তেমনি ঝক্‌ঝকে। তেমন সুন্দর দামী পোষাক কেটে কি ছিঁড়ে দিতে ইভান্স একটু থতমত খেতে লাগলেন, ভাবলেন লোকটা পাগল নাকি? কিন্তু তাঁর মনের ভাব বুঝে মার্কোলো বললেন—"আমার আরো আছে, তুমি স্বচ্ছন্দে কেটে কুটি-কুটি করে দাও। তা যদি পার তো বুঝবো তুমি সত্যিকারের বীর বটে।"

ইভান্স আর আপত্তি না করে, বর্শাটা তুলে নিয়ে মারতে গেলেন খোঁচা,কিন্তু কাছাকাছি না হতেই হঠাৎ কে যেন জোরে বর্শার ফলাটাকে ধাক্কা দিয়ে ফিরিয়ে দিলে পাশের দিকে। মার্কোলো হো হো করে হেসে উঠলেন। লজ্জা পেয়ে, ইভান্স বর্শাটাকে এবার দুহাতে উঁচিয়ে ধরে তাগ্ করে জোরে ছুটে গেলেন জামাটাকে বেঁধবার জন্যে। কিন্তু কাছাকাছি না হতেই কে যেন তাঁকে সুদ্ধ ধাক্কা মেরে হটিয়ে দিলে পিছনে।

বিরক্ত হয়ে ইভান্স বর্শাটাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে টাঙ্গীটা তুলে নিলেন দুহাতে। কিন্তু কোপ মারতে গিয়ে হলো আগেকার দশা। শেষে তলোয়ার খানা নিয়ে যেমন মারতে গেলেন জোরে, অমনি সেই অদৃশ্য শক্তির ধাক্কায় নিজে সুদ্ধ পিছিয়ে গিয়ে পড়লেন ধপ্ করে মেঝেতে! মার্কোলো আবার হেসে উঠলেন। ইভান্স রেগে বলে উঠলেন—"ও সব বর্ব্বরের অস্ত্র, আমাদের চলে না।"

"বেশ তো বন্ধু, শিক্ষিত সভ্য লোকের অস্ত্র রিভলভারও তো দিয়েছি, স্বচ্ছন্দে চালাও।"

ইভান্স আর কথাটি না কয়ে, রাগে গোঁ হয়ে ছুড়লেন রিভলভার। কিন্তু গুলিটা জামাতে না বিঁধে—তফাত থেকেই—পাশের দিকে সরে গিয়ে বিঁধ্লো ঘরটার কাঠের দেওয়ালে।

পর-পর ছটা গুলিই তেমনি বিফল হতে ইভান্স চেঁচিয়ে উঠলেন—

"যাদু—যাদু!"

"না বন্ধু যাদুর যুগ গেছে, এ সভ্যতার যুগ—বিজ্ঞান—বিজ্ঞান! তোমাদের পণ্ডিতেরা যে বিদ্যার এখনো পূরো হদিস্ পান্নি, আমরা সেই বিদ্যায় অনেক এগিয়ে গেছি—এই টুকু তফাত। ও পোষাক তোয়ের হয়েছে এক রকম আশ্চর্য্য ধাতু দিয়ে। কতকটা চুম্বুকেরই

মতো। সে যেমন লোহাকে টানে, এ তেমনি লোহা-ইস্পাতকে ঠেলে দেয়—কাছে ঘেঁসতে দেয়না। এ পোষাক পরে নির্ভয়ে তলোয়ার গুলি-গোলার মুখে বুক পেতে দেওয়া যায়।”

হঠাৎ একটা কথা ইভান্সের মনে পড়ে গেলো, জিজ্ঞাসা করলেন র‍্যামনকে উদ্ধার করবার সময়ে আপনি কি এই পোষাক পরে গিয়েছিলেন?”

“হ্যাঁ, দেশের দিকে কোথাও বার হবার সময়ে সর্ব্বদাই আমার পোষাকের ভেতরে এই পোষাক পরা থাকে। এ ধাতু এমন হাল্‌কা আর নরম যে টের পাওয়া যায় না। তার ওপর ‘ইলেকট্রিকের’—বিদ্যুতের—চাবুক হাতে থাকলে আর কোন অস্ত্রেরই দরকার হয় না। জোরে নাড়লেই তার মুখ থেকে এমন তেজে বিদ্যুতের ধাক্কা বার হয়, যে, শত শত মানুষকে অস্থির হয়ে ছুটে পালাতে হয়—যাতনার চোটে—একশো হাত দূরে!

ইভান্সের কথা বন্ধ হয়ে গেল—সারা মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। দু’চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইলেন তাঁর মুখের পানে। মার্কোলো হাসি মুখে বল্‌লেন—“তোমাকে বিজ্ঞানের—আমার আবিষ্কার করা আরও দু’-একটা জিনিস দেখাচ্ছি। চল, তোমাকে উত্তর মেরুতে বেড়িয়ে আনি।”

বলে, মার্কোলো, চারদিকের দোর-জানালা ভাল করে এঁটে বন্ধ করে দিলেন। তার পরে দু’সুট বিষম গরম লোমের পোষাক, হাতের দস্তানা আর কান-মাথা-ঢাকা টুপী বার করে, এক সুট পোষাক ইভান্সকে পরতে বলে, নিজে আর এক সুট পরলেন। তারপরে, ধাতুর তৈরী একটা বাক্স এনে সুমুখে রেখে ডালা খুলে কল চালিয়ে দিলেন। অমনি

দশ মিনিটের ভিতরেই ঘরে বেজায় ঠাণ্ডা বাষ্প জমে বরফ হতে সুরু হলো। তারপরে আর একটা বাক্স খুলে কল চালাতেই, ঘরটা ক্রমে আবার গরম হয়ে থার্ম্মোমিটারের পারা উঠলো ১১৯ঃ ডিগ্রি। মার্কোলো আবার তা কমিয়ে সহজ অবস্থা করে দিয়ে বললেন—"এ রকম অনেক জিনিস আমি তোয়ের করেছি, সঙ্গেও কতক আছে। তাতে আর কাজ নেই, সুধু একটা দূরবীণ দেখে যাও।"

বলে, মার্কোলো একটা হাতখানেক লম্বা—চোঙার মতো জিনিস ইভান্সের হাতে দিলেন। ইভান্স সেটা চোখে দিয়ে প্রথমটা কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন মার্কোলো তাঁর সুমুখে দাঁড়িয়ে নিজের ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে—ঠিক নাকের গোড়াতে—ইভান্সের কপাল জোরে টিপে ধরলেন, তার পরে হুকুমের মতো করে বল্‌লেন—"দেখ—দেখ—দেখ!"

হঠাৎ তন্দ্রার মতো কেমন একটু ঘোরে ইভান্স স্পষ্ট দেখলেন দূরবীণের ভিতরে এক বিশাল নদী, চওড়াতে তিন-চার মাইলের কম নয়। নদীর তীরে বিষম ঘন বন, সেই নদীতে পাঁচ-সাতখানা—ডোঙার মতো—'ক্যানো'—নৌকাতে ইয়োরোপের মানুষের মতো দু'জন শাদা মানুষ চলেছেন পঁচিশ-ত্রিশ জন ইণ্ডিয়ান সঙ্গে নিয়ে। শেষে নদীটা ক্রমে সরু হতে লাগলো, কিন্তু স্রোত অতি ভয়ানক। সেই স্রোতের ভিতর দিয়ে উজান ঠেলে যেতে ইণ্ডিয়ানেরা হিম্‌সিম্ খেতে লাগলো।

এই রকমের কত অদ্ভুত-অদ্ভুত ছাড়া-ছাড়া অনেক রকমের দৃশ্য দূরবীণের ভিতরে ফুটে উঠে পরক্ষণেই মিলিয়ে যেতে লাগলো। প্রায় মিনিট দশেক পরে, মার্কোলো আঙুলের টিপ্ ছেড়ে দিয়ে বল্‌লেন—"দেখ, এই দূরবীণ আশ্চর্য্য মনে হয় কি না?"

"অদ্ভুত—আমি কখনো কল্পনা পর্য্যন্ত করতে পারিনি। যে সব ছবি দেখলাম ঠিক যেন সতিকারের দৃশ্য।"

"সমস্ত সত্যি, মনে রেখো জায়গাগুলোর চিহ্ন, হয় তো একদিন কাজে লাগতে পারে।"

বলে মার্কোলো একটা লম্বা দম ছাড়লেন। কিন্তু ইভান্স বেজায় আশ্চর্য্য হয়ে বলে উঠলেন—"এ সব আজগুবি কাণ্ড দেখলে লোকে শয়তানের যাদু ছাড়া আর কিছু বলবে না।"

মার্কোলো গম্ভীর ভাবে বল্‌লেন—"তা বলুক, কিন্তু পঞ্চাশ কি একশো বছর পরে, এ সব যন্ত্র যখন নিত্যিকার ব্যবহারের জিনিস হবে, তখন আর বল্‌বে না। এখন তুমি তো দেখলে,—এ মহাশাস্ত্র 'বিজ্ঞান' ছাড়া আর কিছুই নয়। জড়-বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য আবিষ্কার করে তাকে নিজের কাজে লাগানোর চেয়ে মহা কঠোর বিদ্যা আর কী আছে? এ বিদ্যার সাধনায় যে পণ্ডিত হয়, সে ঈশ্বরের মতো ক্ষমতা পায়—পৃথিবীতে তার অসাধ্য কাজ কিছুই থাকেনা। শোন তা' হলে, একদিন এ বিদ্যার সমস্ত রহস্য ছিলো আমাদেরই দখলে, আমরাই ছিলাম বিশ্বের সম্রাট, পাণ্ডিত্য, সভ্যতা, আর শক্তিতে সকলের উপরে।"

মার্কোলো, র‍্যামনের কাছে যে পরিচয় দিয়েছিলেন সেই সকল পরিচয় আবার একে একে দিয়ে, শেষে বললেন—"আমরা আবার সেই রকম সারা পৃথিবীর সম্রাট হবো, আমাদের কোটী-কোটী সৈন্য ঘুমোচ্ছে, হঠাৎ একদিন বেরিয়ে পঙ্গপালের মতো সমস্ত পৃথিবী ছেয়ে ফেলবে। তাদের জয়ধ্বনি যেন কাণে শুনতে পাচ্ছি—এখন তোমার পথ চিনে নেও।"

বল্‌তে বল্‌তে মার্কোলোর চেহারা এমন বিরাট হয়ে বদ্‌লে গেল,

মুখ চোখ দিয়ে এমন একটা উজ্জ্বল আভা ঠিক্‌রে পড়তে লাগলো যে ইভান্সের মনে হলো—এ লোকের অসাধ্য জগতে কিছুই নেই।

পরক্ষণেই মার্কোলো সহজ ভাবে বললেন—"ভেবে দেখো বন্ধু—এখনো দশ দিন সময় আছে। কিন্তু মত না বদলালেও, তোমার ভবিষ্যৎ পত্নী আর তাঁর মার সঙ্গে পরিচয় করবার সুখ হতে—আশা করি বঞ্চিৎ করবে না আমাকে।"

"কখনো না, আপনার এ অনুগ্রহে তাঁরা দু'জনে নিজেদের যে ধন্য মনে করবেন, এ কথা নিশ্চয়!"

"তা' হলে, এই দশ দিন সময়ের কথা ভুলনা। কাল বিকালে তোমার ভবিষ্যৎ পত্নী আর তাঁর মায়ের নিমন্ত্রণ রইলো এখানে। যথাকালে চিঠি যাবে।" বলে, মধুর হাস্‌তে হাস্‌তে মার্কোলো নিজে হাত ধরে ইভান্সকে জাহাজ থেকে বোটে তুলে দিলেন।

—সাত—

সেই দশটা দিনের ভিতরে ঘটে গেল অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা।

এক দিকে, প্রথম দিনের নেমন্তন্নের ফলে, মিসেস গ্রেণার আর এমিলির সঙ্গে মার্কোলোর আলাপ পরিচয় হয়ে যাবার পর থেকে, রোজই প্রায় মার্কোলোর ঘন ঘন নেমন্তন্ন আর আদর-যত্নের জোরে তাঁর সঙ্গে দুজনের যখন কতকটা বন্ধুত্বের মতো হয়ে গেলো, তখন এমিলি সন্দেহে-সন্দেহে—ইভান্সের উপর থেকে—মার্কোলোর মনের অপ্রীতির ভাব মুছে দেবার জন্যে, তার মাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর সঙ্গে একটু বেশী রকম মেশামিশি সুরু করে দিতে কসুর করলে না।

অন্য দিকে, সপ্তাহ খানেক পরে ইভান্স হঠাৎ লণ্ডন থেকে এক বড় উকীলের জরুরী চিঠি পেলেন—শীগ্‌গির সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। চিঠিতে তাঁর বংশ পরিচয় জানাবার এমন একটু আঁচ দেওয়া ছিলো, যে ইভান্স আর দেরী করতে পারলেন না, র‍্যামনকে সঙ্গে নিয়ে পরের দিনেই চলে গেলেন লণ্ডনে।

কিন্তু সেখানে পৌঁছে শুনলেন যে, উকীল এক লর্ডের জরুরী কাজে পড়ে 'ম্যাঞ্চেষ্টার' অঞ্চলে চলে গেছেন, ফিরবেন দু'তিন দিন পরে। তখন দু'জনকেই—উকীলের ফেরবার আশায়—থাকতে হলো লণ্ডনে। ইভান্স মুচ্‌কে হেসে বললেন—"এই ঘটনাটা এক রকম শাপে বর হলো আমার পক্ষে। কাল মার্কোলোর চলে যাবার দিন। সে সময়ে তাঁর সামনে থেকে বিদায় দেবার ভরসা আমার হতো না, অথচ, বাড়ীতে থাকলে তাঁর সঙ্গে দেখা না করেও পারতাম না।"

"এখনো সে ভরসা খুব বেশী মনে ঠাঁই দিয়ে মেতে উঠোনা ভাই। আমাদের ফিরতে দেরী দেখে যদি আরও দশ দিন পেছিয়ে দিয়ে থাকেন—তখন ? যে অদ্ভুত রকমের সাংঘাতিক মানুষ—কিছু বোঝবার যো নেই মতলব।"

"মানুষ! মানুষ কখনই নয়। হয় মানুষের ঢের ওপরে—দেবতা বা সেই রকমের আর কোন মহাশক্তির অবতার, আর না হয় তো শয়তান—সাক্ষাৎ শয়তান!"

অধীর ভাবে বলে উঠেই ইভান্স হাস্তে হাস্তে শেষ করলেন—

"কিন্তু তোমার এ সন্দেহ মিছে, সে আর দেরী করতে পারবেনা, আমার সামনেই বেতার খবরে তার তাড়াতাড়ি দেশে ফেরবার কারণ জেনেছি। পরশু সকালেই এমির চিঠিতে তার চলে যাবার নিশ্চিত খবর পাবে।"

বাস্তবিকই ইভান্সের কথা মিথ্যা হলোনা। ঠিক সময়েই চিঠি এলো বটে, কিন্তু এমিলির নয়—খোদ মার্কোলোর হাতের লেখা। কিন্তু কী অদ্ভুত—কী অসম্ভব—ধারণার অতীত কাণ্ড!

হঠাৎ মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বার মতো করে ইভান্স হতভম্ব হয়ে বসে পড়লেন। রাগে, দুঃখে, আক্রোশে, অভিমানে তাঁর মাথার ঠিক রইলোনা, হয়ে গেলেন যেন পাগলের মতো! তাই দেখে বেজায় আশ্চর্য্য হয়ে, র‍্যামন, ইভান্সের চিঠি না পড়ে থাকতে পারলেন না। মার্কোলো পরিষ্কার বড় বড় অক্ষরে বেশ স্পষ্ট করে লিখেছেন :—

"প্রিয়বন্ধু—নানা, স্নেহের ভাই! তোমাকে যে স্নেহ যে ভালবাসা আমি দিয়েছি, আমার সহোদর ভাই থাকলে তার বেশী দেবার শক্তি আমার হতোনা। সে সমস্তই তুমি অগ্রাহ্য করেছ, তবুও সেজন্যে রাগ

না করে, তোমার মনের বল আর সাহসের পরিচয় পেয়ে, বরং আমি খুশীই হয়েছি বেশী।

জীবনে—আজ পর্য্যন্ত—কোনও কাজে বাধা পাবার অভ্যাস আমার হয়নি, যখন যা মতলব করেছি সে কাজ শেষ করেছি, কেউ কখনো বাধা দেয়নি—দিতে পারেনি। বাধা পেয়ে হতাশ হওয়া—কাজ ছেড়ে দেওয়া আমার কোষ্ঠীতে নেই।

তোমাকে আমার দরকার—তোমাকে চাই। কেন চাই, তারও কারণ দেখিয়েছি। তোমাকে ছাড়া জগতের আর কারও দ্বারা তা হবেনা—হতে পারেনা, তারও কারণ দেখিয়েছি।

ইংলণ্ড ছেড়ে কেন যে তুমি দক্ষিণ আমেরিকাতে আমার সঙ্গে আসতে চাওনি, তার কারণ আমি জানি। কেমন করে জানি, সে কথার দরকার নেই—কিন্তু জানি। তাই, যাতে তোমার সে কারণ আর না থাকে, যাতে তুমি স্বচ্ছন্দে আসতে পারো, তার উপায় করলাম।—তোমার ভবিষৎ পত্নী এমিলি আর তার মাকে সঙ্গে করে নিয়ে চললাম আমার দেশে। জোর করে নয়, ভুলিয়ে নয়. মিসেস কেরোলিন গ্রেণারের মত নিয়ে তাঁর ইচ্ছায়—পরম শ্রদ্ধা আর সম্মানের সঙ্গে। মিসেস গ্রেণারের উৎসাহ আর ফূরতি নষ্ট হয়নি নতুন-নতুন দেশ দেখবার আশায়, আর তোমাদের ভবিষ্যতের ভালোর জন্যে। মিস্ এমিলি একটু মুস্ড়ে পড়েছিলেন বটে, কিন্তু তোমরা পেছনে-পেছনে নিশ্চয় আসবে জেনে সে ভাব ক্রমে দূর হয়ে আস্‌ছে।

এখন একটা কথা শোন। রাগ করোনা—রোখের মাথায় তিড়িং মিড়িং করে লাফিয়ে উঠনা। মন ঠাণ্ডা করে, আমার সততা, ইজ্জৎ আর কথায় বিশ্বাস রেখে, যা বলি তা করে যাও।

এই চিঠির ভেতরে যে হুণ্ডী পাবে, তা তোমাদের ভেনিজুলা পর্য্যন্ত আসবার পথ-খরচ। হুণ্ডীখানা নিয়ে 'গ্রিন্‌সে জেলাসনের' আফিসে দিলেই দশ হাজার মোহর পাবে। দেরী না করে, তোমাদের এই দূর পথ আসবার জন্যে যা' যা' দরকার, সমস্ত— সবচেয়ে সেরা দেখে—কিনে নিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়। ভেনিজুলাতে পৌঁছুলে, তোমরা সেই দূরবীণে দেখা নদী দিয়ে, যে ভাবে যেমন করে আসবে সমস্ত জানতে পারবে। আমার লোকেরা সব ব্যবস্থা করবে।

একটা শেষ কথা—অস্থির হয়োনা, সন্দেহ করোনা—আমার ওপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস আর নির্ভর রেখে ফূরত্তি করে চলে এসো। আবার কথা দিচ্ছি—তোমার আপনার জনেরা পূরো স্বাধীন ভাবে সম্মান আর সমাদরে আমার সঙ্গে আছেন, থাকবেনও তেমনি। যদি শীগ্‌গির তাঁদের সঙ্গে মেলবার ইচ্ছা থাকে—আমার কথা মতো কাজ করে যাও—ভালো ছাড়া মন্দ হবেনা তোমাদের কারুরই।

আমার আসল নাম আমাদের দেশে এসে জানতে পারবে। এখনকার মতো—তোমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু—মার্কোলো।

"দেখলে তো কী রকম সাংঘাতিক শয়তানী কাণ্ড! একবার—একবার হাতের কাছে পেলে শয়তানকে নখে ছিঁড়ে ফেলবো।" বলে, ইভান্স রাগে বোমার মতো গর্জ্জে উঠলেন। কিন্তু র‍্যামেন আন্‌মনে একটা লম্বা শীস্‌ দিয়ে গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—"এখন কী করবে মনে ঠাওরালে?"

"কি করবো—কী করবো? এখুনি ভেনিজুলার সরকারের কাছে জরুরী টেলিগ্রাফ করে শয়তানকে জাহাজসুদ্ধ আটক করবো তার পরের কথা পরে।"

হো-হো-হো-হো করে র‍্যামন হঠাৎ এমন জোরে হেসে উঠলেন যে ইভান্স থতমত খেয়ে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে চেয়ে রইলেন তাঁর মুখের পানে। তারপরে র‍্যামন সহজ ভাবে বল্‌লেন—"মাথা খারাপ করোনা ভাই, মিছে আক্রোশে ফল হবেনা। এখন লক্ষ্মী ছেলেটির মতো ওঠ, আগে হুণ্ডীখানা ভাঙিয়ে মোহরগুলো নিয়ে আসি।"

"সেই শয়তানের টাকা হাতে করবে?

"আবার মাথা গরম করে? দেখ তোমার চেয়ে ঢের বেশী দিন থেকে তাকে আমি জানি, সে যা লিখেছে, তার প্রাণ যাবে তবুও একটা বর্ণ মিথ্যা হবেনা। এই ব্যাপারের মূল কারণ তো তুমিই, সহজে সঙ্গে যেতে রাজী হলে তো এসব কিছুই ঘটতোনা। তোমাকে সঙ্গী করবার ঝোক যখন তার পড়েছে, তখন এটুকু কৌশল দোষের মনে করেনি। আর তা সরল ভাবে লিখেও তোমাকে জানিয়েছে। এত কল-কৌশল না করে সে যদি সোজা গিয়ে দুটো সহায়হীন মেয়ে মানুষকে বন্দী করে নিয়ে জাহাজ-ছেড়ে দিয়ে চলে যেতো, তার অসীম ক্ষমতার কথা তো অজানা নেই—আমরা করতাম কী? তার বদলে সে যে এমন ভদ্র ভাবে রহস্যের ছলে এই চাতুরীটুকু করেছে, এতে তার মহৎ স্বভাব আর উঁচু মনের পরিচয়ই ফুটে উঠেছে বেশী। আর ভাবনা তোমার একলার নয়, তারা তো আমারই মা-বোন! নাও, চল আর দেরী করোনা, কালই বেরিয়ে পড়বার চেষ্টা করতে হবে।"

শেষের কথাটায় ঘা খেয়ে ইভান্স আর মুখ ফুটতে পারলেন না, হুণ্ডী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন র‍্যামনের সঙ্গে। তারপরে যথা সময়ে ইংলণ্ড থেকে বেরিয়ে—ভেনিজুলা হয়ে ক্রমে যখন গিনি অঞ্চলের ভিতরে গিয়ে পড়লেন, তখন আড়াই মাসেরও উপর সময় কেটে গিয়েছিল। মনের

কষ্ট পথের কষ্ট আর পরিশ্রমে দুজনে, বিশেষ করে, ইভান্স এমন হতাশ হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর মনে হলোনা এ যাত্রার শেষ আছে। চার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে বলে উঠলেন—“এ আমরা কোথায় এলাম ভাই, একি মানুষের সত্যিকারের পৃথিবী, না পুরাণের সেই আদি-অন্ত হারা পর্ব্বত, বন, আর জলের রাজত্ব ?”

বাস্তবিকই, রাণী এলিজাবেথের আমলে এই দেশ আবিষ্কারের পর থেকে, ভ্রমণকারীরা ভিতরের দিকে যতদূর পর্য্যন্ত গিয়ে, নানা রকমের আশ্চর্য্য-আশ্চর্য্য ব্যাপারের কথা লিখে পৃথিবীর মানুষকে অবাক করে দেছেন, তার চেয়েও ঢের—ঢের—ঢের বেশী সীমাশূণ্য পর্ব্বত-বনের রাজত্ব এখন পর্য্যন্ত এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়ে, মানুষের চোখের আড়ালে আপনাকে ঢেকে রেখেছে যে, তার ভিতরে কোথায় কী আছে কেউ জানেনা। চারদিকে যেমন আকাশে-ঠেকা সাংঘাতিক খাড়া খাড়া বিরাট চেহারার পর্ব্বতের একজাই, তাদের গোড়ার দিকে তেমনি, বিষম ঘন, আর তেমনি জমকালো গভীর বনের ঠাস জমাট! মানুষ দূরের কথা, পশু চলাচলের পথ পর্য্যন্ত নেই। আর তার ভিতর দিয়ে সমুদ্রের মতো চওড়া বিশাল নদী যে কত দূর থেকে কোথা দিয়ে আসছে তারও ঠিকানা নাই। তার বেশীর ভাগ জায়গাতেই বানের তোড়ের মতো বিষম খর-স্রোত। মার্কোলোর বন্দোবস্তে তাঁরা সপ্তাহে-সপ্তাহে এক এক জায়গায় তাঁবু ফেলে আড্ডা করে, তিনি-চার দিন পর্য্যন্ত জিরিয়ে নিয়ে, আবার এগিয়ে যাচ্ছিলেন। আর সকল আড্ডাতেই পঁচিশ-ত্রিশজন করে নতুন-নতুম ইণ্ডিয়ানের দল এসে, মার্কোলোর এক-একখানা করে চিঠি তাঁদের হাতে দিয়ে, আগেকার ইণ্ডিয়ানদের দলকে ছুটী দিচ্ছিলো। প্রতি চিঠিতে মার্কোলো, এমিলি

আর তার মায়ের সু-খবর লিখে তাঁদের নতুন পথের সুবিধা-অসুবিধার বিবরণ জানাচ্ছিলেন।

বন্ধুর কথায় র‍্যামন বুঝিয়ে বললেন—"এরই ভেতরে হতাশ হচ্ছো কেন ভাই? আমরা সহজ ভাবে জিরিয়ে জিরিয়ে যাচ্ছি বলে দিন বেশী লাগছে, পথও লম্বা মনে হচ্ছে। মার্কোলো সাধ্যমতো আমাদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দিতে কসুর করছে না, তবে এই সাংঘাতিক পর্ব্বত-বনের ভিতর দিয়ে যাবার যে পথকষ্ট তা কে ঘোচাবে ভাই? এইতো সবে গিনি অঞ্চল ছাড়িয়ে এয়েছি।"

ইভান্স একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বললেন—"আমাদের জন্যে নয়, আমি হতাশ হচ্ছি তাদের কষ্টের কথা ভেবে। এই পথ দিয়ে তারা দু'জনে চলেছে কেমন করে। হায়রে যদি এমির হাতের লেখা দুটো কথাও পেতাম, তা'হলে বুঝতে পারতাম—"

হঠাৎ বাধা পড়লো। তাঁদের সঙ্গী একজন ইণ্ডিয়ান ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কাছে এসে বলে উঠলো—"আপনারা বিশ্বাস করেন না। ওই পর্ব্বতের দিকে দেখুন চেয়ে।"

তাঁদের তাঁবু পড়েছিলো একটা টিলার উপরের খানিকটা ফাঁকা জায়গাতে। টিলার গোড়া থেকে ফাঁকা ফাঁকা পাতলা বন মাইল দুই-আড়াই গিয়ে, ঘন হয়ে, দূরের একটা বিরাট পর্ব্বতমালার খাড়া উঁচুর দিকে আধখান পর্য্যন্ত ঢেকে দিয়েছিল। দু'জনে রাত প্রহর খানেক পর্য্যন্ত তাঁবুর সামনে আগুনের কুণ্ডুর কাছে বসে কথা কইছিলেন। ইণ্ডিয়ানের কথায় চমকে আশ্চর্য্য হয়ে দেখলেন, সত্যিই সেই দূর পর্ব্বতমালার কাঁধের কাছে অগুণ্তি আলো কেবলই ঘোরা-ফেরা করছে!

খানিকক্ষণ অবাক হয়ে দেখে ইভান্স বলে উঠলেন—“আলেয়া নয় বোঝা যাচ্ছে—তবে ওই আশ্চর্য্য আলো কিসের ?”

সেই ইণ্ডিয়ান বুড়ো ভাঙা ইংরাজীতে গলা নীচু করে বললে—“ওই পর্ব্বত এক ভয়ানক ডাকিনীর রাজত্ব, লোকে তাকে বলে পর্ব্বতের রাণী। সে মাঝে মাঝে ওখানে তার ভূত-প্রেত-পিশাচ চাকরদের নিয়ে আলো লোফালুফি-খেলা করে। তার এক দুধের মতো শাদা প্রকাণ্ড সিঙ্গী আছে, সে রকম আর কেউ কোথাও দেখেনি—অতি ভয়ানক! সেটা কুকুরের মতো রাণীর হুকুম মানে, আর নীচের বনের ভেতরে পাহারা দিয়ে বেড়ায়। তা ছাড়া ওই বনে এমন ভয়ানক সব জানোয়ার রাণীর প্রজা হয়ে আছে যে, মানুষ ওই বনের ধার পর্য্যন্ত গেলেও আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারেনা।”

—আট—

রাত্রের সেই আশ্চর্য্য ব্যাপারের রহস্য বার করবার জন্য র‍্যামন পরের দিন সকালে, খাওয়ার পরেই, রাইফেল নিয়ে একলা বেরিয়ে গেলেন সেইদিকে। টিলার নীচেকার পাতলা বনের ভিতর দিয়ে ঘুরে-ফিরে ঘণ্টা দুয়ের পরে যখন সেই গভীর বনের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন, তখন আশ্চর্য্য হয়ে দেখলেন বন এমন বিষম ঠাস যে ঢোকবার পথতো নেই, নজর পর্য্যন্ত চলে না তার ভিতরে বনের ভিতরে ঢোকবার চেষ্টায় তিনি বরাবর চললেন বনের ধার ঘেঁসে ঘেঁসে।

মাইল খানেক তেমনি যাবার পরে হঠাৎ নজরে পড়লো, একটা জায়গা দিয়ে পাতলা জলের স্রোত, সরু নদীর মতো, ঝির-ঝির করে বেরিয়ে আসছে বনের বাইরে। মুখের কাছে একটা মোটা গাছের ডাল প্রায় আধাআধি ভেঙে—স্রোতটা পেরিয়ে এসে—মাটির উপর পর্য্যন্ত ঝুলে পড়ে জায়গাটাকে অল্প ফাঁক করে রেখেছে। র‍্যামন সাবধানে ডালটার খানিক উঠে দেখতে লাগলেন বনের ভিতরের দিকে।

বাইরের মুখের কাছে সরু হয়ে বেরোলেও জলের স্রোতটা হাত পাঁচ-সাত চওড়া হয়ে ভিতরের দিক থেকে বরাবর এঁকেবেঁকে চলে এয়েছে। জল বড় জোর আধ হাত কি কিছু বেশী, তর-তর করে বয়ে আসছে বালি আর ছোট-বড় নুড়ি-পাথরের উপর দিয়ে। জলের দু'পাশেই হাত দুই আন্দাজ ভিজে বালি, আর তার পরেই বনের গাছ-পালা—যতখানি নজর পড়ে—কতকটা পাতলা ফাঁক-ফাঁক।

বনের ভিতরে ঢোকবার মতলবে র‍্যামন আনমনে স্রোতটার দু'পাশ

ভাল করে দেখছেন, হঠাৎ হাত দশ দূরে এক দিকের গাছের তলার একটা ঝোপ নড়ে উঠ্‌লো। একটা হরিণ বেরিয়েই এমন চকিতে এক লাফে নদী পেরিয়ে অন্য দিকের বনের ভিতরে মিলিয়ে গেল যে, তিনি তার চেহারাটা পর্য্যন্ত স্পষ্ট নজর করতে পারলেন না।

কিন্তু মিনিট খানেক না কাটতেই সেই ঝোপটা ফুঁড়ে হঠাৎ বেরিয়ে দাঁড়ালো—আমেরিকা দেশের এক ভয়ানক চেহারার সিংহ 'পুমা' (PUMA)। তার রঙ দুধের মতো—যেমন ধবধবে শাদা, চেহারাও তেমনি প্রকাণ্ড।

হঠাৎ বুড়ো ইণ্ডিয়ানের কথা মনে পড়ে র‍্যামন শিউরে উঠলেন। তারপরে তাড়াতাড়ি যেমন তাঁর বন্দুকটা তুলতে যাবেন অমনি পুমা তাঁর দিকে একবার জ্বলন্ত চোখে চেয়েই চোখের পলকে অদৃশ্য হলো। র‍্যামন আর থাকতে পারলেন না, কষ্টেস্‌ষ্টে সেই গাছের ফাঁক দিয়ে বনের ভিতরে ঢুকে, নদীর ধার দিয়ে সাবধানে চারিদিকে চাইতে চাইতে সামনের দিকে এগিয়ে চল্লেন।

কিন্তু খানিক যাবার পরেই আবার তেমনি চম্‌কে অবাক হয়ে গেলেন আর একটা অসম্ভব রকমের আশ্চর্য্য জিনিস দেখে। ইয়োরোপের বড় ঘরের মেয়েদের পায়ে দেবার দামী একপাটি 'লেডী-স্যু' পড়ে রয়েছে জলের ধারে, তাও ছেঁড়া পুরাণো নয়—প্রায় নূতন বললেই হয়।

অবাক হয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ র‍্যামনের নজর পড়লো জলের ওপারে। ভিজা বালির উপর থেকে মানুষের পায়ের গোটা কতক দাগ বনের ভিতর দিকে চলে গেছে। কিন্তু নদী পেরিয়ে সেই দাগ ধরে অল্প একটু যাবার পরেই, নদীটাও যেমন বেঁকে চোখের আড়ালে

চলে গেলো, দাগও তেমনি মিশিয়ে গেলো ঘাসে। তবুও তিনি আন্দাজ করে-করে বনের ভিতরে কিছুদূর ঘুরে ফিরে যেতে, আবার স্রোতটা পেয়ে দেখলেন, তার ওপারটা ঢালুভাবে ক্রমে যেমন উপরের দিকে উঠে গেছে, তেমনি ছোট-বড় পাথর ছড়ানো চারিদিকে। বুঝ্তে বাকী রইলো না যে পর্ব্বতের গোড়া সুরু হয়েছে সেইখান থেকেই।

জল পার হয়ে, চারিদিকে চাইতে চাইতে, উপর দিকে খানিকটা উঠে যাবার পরে হঠাৎ র‍্যামনের চোখ পড়লো সত্তর-আশী হাত দূরে পর্ব্বতের গোড়াতে। সেখানে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে এমির মতো বয়সের একটি সুন্দরী মেয়ে, আর তার কাঁধের উপরে একটা থাবা রেখে মাথার কাছে বসে লেজ নাড়ছে সেই ভয়ানক শাদা পুমা—আমেরিকার সিংহ।

পুমাটার মুখে, থাবাতে, আর গায়ে রক্তের দাগ দেখে তিনি আতঙ্কে শিউরে উঠলেন, মনে করলেন সাংঘাতিক পশুটা মেয়েটিকে মেরে ফেলে, খাবার আগে বসে জিরিয়ে নিচ্ছে। বিষম রাগে তার মাথা তাগ করে ছুড়তে গেলেন রাইফেল। অমনি ঘটে গেল এক অঘটন-কাণ্ড!

র‍্যামনের বন্দুকের ঘোড়া টেপবার মুখেই মেয়েটি হঠাৎ একটা হাত বাড়িয়ে চকিতে পুমাটাকে যেমন টেনে নিলে নিজের মুখের কাছে, সঙ্গে সঙ্গে অমনি গুড়ুম্ করে র‍্যামনের বন্দুকও গর্জ্জে উঠে গুলিটা তার চার আঙুল উপর দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে দড়াম করে বিঁধ্‌লো পর্ব্বতের গায়ে! র‍্যামন থর-থর করে কেঁপে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন।

বন্দুকের আওয়াজে চম্‌কে মেয়েটিও মুখ ফিরিয়ে দেখে মুহূর্ত্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গেল। পরক্ষণেই রাগে তার বড় বড় দু'চোখ জ্বলে

উঠ্‌লো, কড়া গলায় গর্জ্জে উঠলো—'কে তুমি, আমার রাজত্বের ভেতরে ঢুকেছ কোন সাহসে—কিসের জন্যে ?"

* * * কাঁধের উপরে একটা থাবা রেখে, মাথার কাছে বসে লেজ নাড়ছে সেই ভয়ানক শাদা পুমা—আমেরিকার সিংহ।

র‍্যামন ভয়ে-ভয়ে জড়ানো গলায় জবাব করলেন—"ওই ভয়ানক পশুটার গায়ে রক্তের দাগ আর ওর বসবার ধরণ দেখে মনে হয়েছিল, আপনাকে মেরে ফেলে খাবার চেষ্টা করছে, তাই ওকে মারবার জন্যে—"

"কী সর্ব্বনাশ! আমার ভক্ত গোলাম—বিশ্বাসী বন্ধু—পরম উপকারী 'রোজাকে' গুলি করে মারতে এসেছ ?"

রেগে বলতে বলতে মেয়েটি কষ্টে সুমুখে ফিরে, উঠে বসে তেমনি কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করলে—"কে তুমি ?"

কিন্তু পরক্ষণেই তার সে ভাব বদলে গেলো, ভাল করে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে নরম গলায় জিজ্ঞাসা করলে—"তু—তু—আপনি ইয়োরোপের মানুষ কি ?"

নম্র ভাবে র‍্যামন জবাব করলেন—"হ্যাঁ, নাম র‍্যামন গুপ্ত। কিন্তু আপনার চেহারা আর কথায় মনে হচ্ছে আপনিও ইয়োরোপের—"

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে মেয়েটি বল্লে—"কিন্তু ইয়োরোপের লোক দূরের কথা, এখানে মানুষ আসেনা—আসতে পারে না। আমাদের ইণ্ডিয়ানেরা ছাড়া কেউ পথও জানে না। আপনি এলেন কেমন করে ?"

"সে অনেক কথা।"

"আমি পা মচ্‌কে রাত থেকে এখানে পড়ে আছি, ওঠবার উপায় নেই। আসুন এখানে।"

র‍্যামন শিউরে বললেন—"সর্ব্বনাশ, রাত থেকে পড়ে আছেন ?"

"কেন, আমার আপনার রাজত্বে ভয় কাকে ? তা' ছাড়া এই বিশ্বাসী ভক্ত পাহারাকে দেখছেন ? রাত্রে একটা গুলবাঘ—জাগুয়ার (Jaguar)—আর একটা বরাকে মেরেছে, তারই রক্তের দাগ ওর গায়ে দেখে—আপনি—ওঃ,—ভাবলেও গা কেঁপে ওঠে। আসুন এখানে।"

কিন্তু র‍্যামনের ভরসা হলোনা। পুমাটা এমন শয়তানী মাখানো চোখে চাইছিলো যে, তিনি বলে উঠ্‌লেন—"ওকে ধরুণ—যে ভাবে চাইছে—"

মেয়েটি এবার হো-হো করে মধুর হেসে বললে—"ভয় নেই। ও, মানুষের মনের কথা জানতে পারে। যদি আপনি ভাল মতলবে বন্ধু ভাবে এসে থাকেন, আপনার সঙ্গে বন্ধুর ব্যবহারই করবে, কিন্তু যদি কোন মন্দ—"

কথা ফুরালো না। পুমাটা হঠাৎ বিদ্যুতের মতো ছুটে গিয়ে আ-চম্‌কা এক লাফে এমন ভাবে তাঁর গায়ের উপরে গিয়ে পড়লো, যে তার ধাক্কা সামলাতে না পেরে র‍্যামন মাটিতে পড়ে গড়ালেন। মেয়েটি আমোদে খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে উঠলো।

কিন্তু ওই পর্য্যন্ত। তারপরে—কুকুরের মতো—তাঁর গা শুঁকে লেজ নাড়তে নাড়তে পুমা দু-একবার একটু মৃদু মৃদু গর্জ্জন করলে। মেয়েটি তেমনি হাসতে হাসতে বলে উঠলো—"দেখুন, আমার কাছে আসতে দেবার আগেই, আপনাকে পরখ করে বন্ধুত্ব করে নেছে। নইলে আপনাকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে হতো না।"

তারপরে তার কাছে গিয়ে বসে, দু-চার কথাতেই র‍্যামনের বুঝতে বাকী রইলোনা যে, মেয়েটি যেমন অপরূপ সুন্দরী শিক্ষিতও তেমনি। কিন্তু র‍্যামন যখন তার হুকুমে তাঁদের সেখানে আসবার কারণ বল্‌লেন, তখন মার্কোলোর নাম শুনে, হঠাৎ মেয়েটির মুখের সমস্ত রক্ত উপে গেল, ভয়ে শিউরে বিষম ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো—"সর্ব্বনাশ! পালান--পালান—শীগ্‌গির পালান—আর এক পা যাবেন না!"

হঠাৎ মেয়েটির ভয় দেখে আর কথা শুনে একটা অজানা আতঙ্কে র‍্যামনের বুকও কাঁপ্‌তে লাগলো, জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন বলুন দেখি?"

"জানেন না—কার পেছনে-পেছনে চলেছেন কোথায়! তার আসল নাম মার্কোলো নয়,'ভেলানসিও', এ দেশের ভাষাতে 'ভেলানসিও' কথার মানে 'যম'—মড়ার রাজা! তার খপ্পরে পড়ে তার রাজত্বে ঢুকতে চলেছেন, শীগ্‌গির পালান্‌।" শুনে, র‍্যামন একেবারে পাথরের মূর্ত্তির মতো আড়ষ্ট হয়ে গেলেন! মেয়েটিও আন্‌মনা হয়ে ভাবতে লাগলো।

একটু পরে কতকটা সামলে নিয়ে র‍্যামন বললেন—"কিন্তু আমাদের দু'বন্ধুর প্রাণের চেয়ে বড় যে আমার মা-বোনের প্রাণ, তাদের রক্ষা করবার কী উপায় করবো ?"

"জানি না, আমি বলতে পারিনা, আমিই তার ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। কিন্তু বাবা হয়তো বলতে পারেন, মার্কোলো তাঁর কাছে আসে। আর এলে শীগ্‌গির যায় না। কালও বিকালে এয়েছিল।"

"কাল বিকালে এয়েছিল !" বলে, র‍্যামন আশ্চর্য্য ভাবে চাইতে, মেয়েটি জোর গলায় বলে উঠলো—"হ্যাঁ, হয়তো রাত্তিরে যায়নি এখনো আছে। তার ভয়ে পালিয়ে এসেই তো এখানে পা মচ্‌কে পড়ে রয়েছি। আমাদের আপনার জনতো আর কেউ নেই। তিন বছর বয়সের সময়ে প্যারিস শহরে মা মারা যেতে বাবা আমাকে এনে এই পোনেরো বছর ধরে তাঁর কাছে রেখেছেন তাই, এই হেলেন'ই আমাদের সংসারের গিন্নি। লোক-জন এলে আমাকেই দেখা-শুনা করতে হয়। কিন্তু এত কালের ভেতরে মার্কোলো ছাড়া অন্য মানুষের মুখ দেখিনি, খালি আমাদের প্রজা ইণ্ডিয়ান সেপাই আর চাকর-বাকরের দল।"

র‍্যামনের মুখ দিয়ে ফস্‌ করে বেরিয়ে গেল—"মার্কোলো যখন এখানে আছে, এখুনি তাকে—"

"অসম্ভব !" বলে বাধা দিয়ে হেলেন বলে উঠলো—"তার যাওয়া আসা বোঝবার যো নেই। এই এখানে, পরক্ষণে একশো মাইল দূরে ! সে কি মানুষ !—অসাধারণ ক্ষমতা ! এখানকার ইণ্ডিয়ানেরা অবধি তার নামে ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। উপায় যদি থাকে তো বলতে পারেন একমাত্র আমার বাবা 'সামানেশ'।"

"তিনি কোথায়—কেমন করে তাঁর সঙ্গে দেখা করবো ?"

"ব্যস্ত হলে হবেনা, তিনি কারুর সঙ্গে দেখা করেন না, দিনরাত তাঁর নিজের যাদু-ঘরের ভেতরে পড়াশুনো আর কল-কারখানা নিয়ে কাটান। তাঁর দু'শো আশ্চর্য্য রকমের পুমা আছে, মাঝে মাঝে কেবল তাদের নিয়ে শিকারে বার হন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়লে রক্ষা থাকবে না। আমি সুবিধা বুঝে তাঁকে আগে বলে রাখি। পরশু এমনি সময়ে এখানে এসে দেখা করবেন। তিনি কাল রাত থেকে নিশ্চয় তাঁর সেপাইদের নিয়ে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, এ জায়গাটা আট-দশ মাইল দূরে বলে রাত্তিরে আসতে পারেন নি। কিন্তু হয়তো এখুনি এসে পড়বেন। এখান থেকে শীগ্‌গির পালান। আমার কাছে আপনাকে দেখলে আপনার আর উপায় থাকবে না—শীগ্‌গির পালান।"

হেলেন থাম্‌তে না থাম্‌তে হঠাৎ দূরে পর্ব্বতের কাঁধের কাছে অনেকগুলো ছোট-ছোট পুতুলের মতো ছায়া ফুটে উঠলো। রোজাও অমনি সেই দিকে চেয়ে জোরে গর্জ্জন সুরু করে দিলে। হেলেন অধীর ভাবে বলে উঠলো—"পালান শীগ্‌গির! শীগ্‌গির! দশ মিনিটও ওদের আসতে লাগবে না। শীগ্‌গির বনের ভেতরে নিসাড়ে লুকোন গিয়ে। কিন্তু পুমার দল মাটি শুঁকে গন্ধে না ধরে ফেলে—খুব হুঁসিয়ার!"

র‍্যামন ছুটে নেমে গিয়ে স্রোতটা আবার পার হয়ে খানিক পথ এগিয়েই, লুকিয়ে বসলেন, তাড়াতাড়ি একটা খুব লম্বা গাছের মাথার কাছে উঠে, ঘন পাতার ভিতরে। একটু পরেই একদল ইণ্ডিয়ান সৈন্য আর পুমা নিয়ে, শিকারীর পোষাকে একজন বলবান লম্বা পুরুষ এসে হেলেনের কাছে দাঁড়ালেন। তাঁর হুকুমের ইসারাতেই সমস্ত সৈন্য আর জানোয়ারগুলো বনের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তন্ন তন্ন করে

খুঁজতে লাগলো। কতকগুলো পুমা, র‍্যামনের পায়ের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে, ঠিক জায়গাতে নেমে স্রোত পার হলো। তারপরে ভিজে বালিতে আর গন্ধ না পেয়ে, খানিকক্ষণ ছুটোছুটী করে ফিরে গেলো। শেষে, সৈন্য আর অন্য পুমার দলও বনের চার দিক খুঁজে ফিরে গিয়ে দাঁড়াতে, সেই মানুষটা হেলেনকে হাত ধরে তুলে নিয়ে, ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেল--দূরে পর্ব্বত মালার ভিতরে। র‍্যামনও গাছ থেকে নেমে তাঁবুতে ফিরে গেলেন।

——

—নয়—

একদিন পরে আবার সেখানে গিয়ে র‍্যামন কোথাও কারুকে দেখতে পেলেন না। দুপরের রোদে হায়রাণ হয়ে পর্ব্বতের গায়ে হেলান দিয়ে জিরোতে বস্‌লেন, তারপরে কখন যে তাঁর দু' চোখ তন্দ্রায় বুজে এলো, জানতে পারলেন না।

হঠাৎ ধপ করে একটা শব্দে চমকে চেয়ে দেখলেন, আফ্রিকার গরিলার চেয়ে দুগুণ বড়, ভয়ানক চেহারার এক আশ্চর্য্য জানোয়ার, কি মানুষ, কি রাক্ষস, বোঝবার যো নেই, তাঁর গুলিভরা বন্দুকটা দু'হাতে নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে নাড়াচাড়া করে দেখছে, ভয়ে তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল।

ঠিক সেই সময়ে দূর থেকে কতকগুলো পুমাকে সেই দিকে ছুটে

আসতে দেখে সে বন্দুক নিয়ে এক লাফে উঠে দাঁড়ালো পর্ব্বতের প্রায় বিশ হাত উপরে। কিন্তু পুমাগুলোর পিছনে পিছনে সেই শিকারী পুরুষ ব্যস্ত ভাবে এসে, তীক্ষ্ণ চোখে তাঁর মুখের পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কোথাকার মানুষ—নাম ?"

"র‍্যামন গুপ্ত—ইংলণ্ডের।"

"হেলেনের মুখে শুনে আর তারই অনুরোধে নিয়ে যেতে এসে, দূর থেকে দেখেই তা আঁচ করেছি। কিন্তু যুবক, সৌভাগ্য তোমার যে ঠিক মুহূর্ত্তে এসে পড়েছি। নইলে 'হিসিদির' হাতে তোমার চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ পেতো !"

র‍্যামনের বুঝতে বাকী রইলোনা, তিনি কে ? ব্যস্ত হ.য় অভিবাদন করে আশ্চর্য্য ভাবে বলে উঠলেন –"হিসিদি ?"

"আমার এই পর্ব্বত-বনের পাহারাদার—গরিলার চেয়েও ভয়ানক, সাংঘাতিক হিংস্র এক রকমের বুনো মানুষ। কিন্তু ওদের বংশ শেষ হয়ে গেছে, আছে মাত্র ওরই দলের গোটা কতক বাকী।"

বলে, উপরের দিকে চেয়ে অদ্ভুত ভাষায় কী হুকুম করলেন। হিসিদি—অনিচ্ছার ভাবে যেন একটু এদিক-ওদিক করতে লাগলো। তাই দেখে—"কী সামানেশের হুকুম অগ্রাহ্য !—"

বলেই, তিনি এমন গর্জ্জে উঠলেন যে, হিসিদি চম্‌কে উঠলো। সেই সময়ে, ঠিক যেন পর্ব্বত ফুঁড়ে, হঠাৎ একদল পুমা বেরিয়ে তার মাথার উপরের দিকে দাঁড়াতেই, হিসিদি তখুনি লাফিয়ে নেমে, বিকট মুখখানা কাঁচুমাচু করে বন্দুকটা র‍্যামনের পায়ের গোড়ায় রেখে দিয়ে সরে দাঁড়ালো। কিন্তু সামানেশ ছাড়লেন না। তাঁর হাতে সরু বেতের মতো একটা ছড়ি ছিলো, তাই দিয়ে সপাং করে কসিয়ে দিলেন

এক ঘা। হিসিদি করুণ চীৎকারে আকাশ কাঁপিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে, দু'হাত জুড়ে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো।

সামানেশ র‍্যামনকে বল্‌লেন—"মাঝে মাঝে এই রকম কড়া শাসন ছাড়া এ জাতকে বশে রাখা যায় না।"

বলে, আবার তার দিকে ফিরে চোখের ইসারা করতেই সে দুর্ব্বলের মতো কাঁপতে কাঁপতে উঠে, আস্তে আস্তে পাহাড় বেয়ে অদৃশ্য হলো। এক ঘা মাত্র ছড়ির শাসনে অতবড় দুর্জ্জয় প্রাণীটা যে হঠাৎ কেমন করে তেমন কাহিল হয়ে পড়লো তাই ভেবে র‍্যামন অবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু হঠাৎ মার্কোলোর সেই চাবুকের কথা মনে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সামানেশের চেহারা, চাউনী, রকম-সকমে সুধুই যে তারই মতো মহা ক্ষমতাবান বলে মনে হলো তাই নয়, একথাও বুঝতে বাকী রইলো না যে, বড় বড় রাজ-বংশ ছাড়া তেমন পুরুষের জন্ম সাধারণ মানুষের ঘরে একেবারেই অসম্ভব!

সামানেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে র‍্যামনের পানে একটুখানি চেয়ে দেখে যেন খুশী হয়ে বললেন—"অনেক দূর আমাদের যেতে হবে, আজ আর তোমার ফেরবার উপায় থাকবেনা। পৃথিবীর আড়ালে অজানা পুরীতে, অদেখা অচেনা মানুষের সঙ্গে রাত কাটাতে বিশ্বাস—"

"সে বিশ্বাস পরশু আপনার মেয়ের কথাতেই যথেষ্ট হয়েছে, নইলে আজ আবার আসতে ভরসা করতাম না।"

বলে, র‍্যামন শ্রদ্ধা আর সম্মানে সামানেশকে রাজার মতোই অভিবাদন করে নম্র ভাবে বলে উঠলেন—"যে বিপদে পড়েছি আমরা, আমাকে উপদেশ দিন, আপনার সন্তানের মতো মনে করবেন।"

"আমার মেয়ের জেদাজেদিতে যখন নিয়ে যেতে এয়েছি, তখন সেই

রকমই আশা করি। কিন্তু দুর্গম পর্ব্বতের পথে যাওয়া অভ্যাস আছেতো ?"

"কতকটা যে নেই এমন নয়।"

পুমাগুলো ততক্ষণে বনের ভিতরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। হঠাৎ খানিক দূরে তাদেরই পাঁচ-সাতটার এক রকম অদ্ভুত গর্জ্জন উঠলো, অমনি ইণ্ডিয়ান সৈন্যদের জন কতক তীরের মতো ছুটে চলে গেল সেই দিকে। সামানেশের চোখ দুটো একবার জ্বলে উঠলো, জিজ্ঞাসা করলেন—

"তুমি যে এখানে এসেছো, কেউ দেখেছে, কি জানে ?"

"একমাত্র আমার বন্ধু ছাড়া আর কেউ নয়।"

"তা'হলে, কী বিষম লোকের খপ্পরে পড়ে চলেছ বুঝে দেখ।"

"কার কথা—মার্কোলো ?"

"তার আসল নাম 'ভেলানসিও' কিন্তু এখানে সে চালাকি—"

কথা শেষ হলো না। সৈন্যদের সঙ্গে গোটা কুড়ি পুমা আশ্চর্য্য চেহারার ছ'জন ইণ্ডিয়ানকে এমন ভাবে ঘিরে এনে হাজির করে দিলে, যে তাদের আর পালাবার উপায় ছিল না। সামানেশকে দেখেই তারা রাজার মতো অভিবাদন দিয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগলো। তিনি তাদের ভাষায় দু-একটা কথা কয়েই রাগে হাত তুলে সৈন্যদের হুকুম দিলেন—'হিসিদি'।

মহা ভয়ে ইণ্ডিয়ানগুলোর মুখ শুকিয়ে গেল, চোখের পলকে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে দু-হাত জুড়ে মিনতি করতে লাগলো।—সামানেশ একটু নরম হয়ে সৈন্যদের কী ইসারা করলেন। তারা বন্দীদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে হাত বাঁধলে, তারপরে সঙ্গে নিয়ে পর্ব্বতমালার ভিতরে

এগিয়ে যেতে যেতে কোথায় যে অদৃশ্য হলো বোঝা গেলনা—পঁচিশ-ত্রিশটা পুমাও গেল সঙ্গে-সঙ্গে। সামানেশ ঈষৎ হাসি মুখে বললেন—

"তোমাদের চাল-চলনের ওপর বরাবর কী রকম নজর রেখে আসছে দেখ। তোমাদের দুজনের নিত্যিকার কথাবার্ত্তা গুলো পর্য্যন্ত তার অজানা নেই। খুব সাবধান! মহা ক্ষমতাবান অদ্ভুত মানুষ, দুদিন আগেও আমার কাছে এসেছিলো—জগতে জোড়া নেই। তোমরা এই অঞ্চল দিয়ে চলেছ বলে, আমার ওপরেও গুপ্তচর লাগিয়েছে!"

"ওদের পাঠালেন কোথায়?"

"যেখান থেকে ওদের ক্ষমতা হবেনা প্রভুর কাছে খবর দিতে।"

বলে, সামানেশ র‍্যামনকে নিয়ে পর্ব্বতের নানারকম দুর্গম পথ দিয়ে ক্রমেই উপর দিকে উঠতে উঠতে, ঘণ্টা দুই পরে যখন, তার কাঁধের কাছে সমান জায়গাতে গিয়ে পড়লেন, তখন নীচেকার সেই গভীর বনের চিহ্ন পর্য্যন্ত আর নজরে পড়লোনা। চারদিকেই কেবল আকাশে ঠেকা পর্ব্বতমালার ঠাস। পথ নেই—ফাঁক নেই—ভিতরে কোথায় কী আছে বোঝবার উপায় পর্য্যন্ত নেই। হঠাৎ খানিক দূরে নজর পড়ে র‍্যামন চমকে বলে উঠলেন—"ওখানে নীচের দিকে অনেক মস্ত-মস্ত বাড়ী দেখছি?"

"হ্যাঁ, ওখানে এককালে একটা বড় শহর ছিলো—এখন সব ধ্বংস হয়ে কেবল কতক কতক চিহ্ন রয়েছে মাত্র—কালের খেলা।"

তারপর উপর থেকে আবার নীচের দিকে সেই পথে নেমে, ভাঙা শহরের ভিতর দিয়ে মাইলখানেক গিয়ে সামানেশ যখন নিজের বাড়ীতে পৌঁছুলেন, তখন র‍্যামনের বুঝতে বাকী রইলো না, যে এক সময়ে সেইটাই ছিল—সেখানকার—রাজবাড়ী, সামানেশ আছেন

তারই কতক কতক নতুন করে সারিয়ে—কোথাও বা—তোয়ের করে নিয়ে।

দুটো বারাণ্ডা পেরিয়ে, হলঘরে ঢুকতেই হেলেন হাসি মুখে আদর করে নিয়ে গিয়ে আর একটা ঘরে বসালে। শাদা পুমা—রোজা—ছুটে এসে গা শুঁকে, কুকুরের মতো লেজ নেড়ে আদর জানাতে লাগলো।

পরিশ্রমে দু'জনেই হায়রাণ হয়ে পড়েছিলেন। হেলেনের আদর যত্নে খাওয়া-দাওয়ার পরে, র‍্যামনকে আর একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে সামানেশ বল্‌লেন—"তোমাদের যা যা ঘটেছে, কিছুমাত্র চেপে না রেখে, আগাগোড়া সকল ব্যাপার—সমস্ত কথা খুলে বল। হেলেনের কাছে যে টুকু শুনেছি, তাতে খেই ধরতে পারিনি। সমস্ত না জানলে তোমাদের উপদেশ দেওয়া বা সাহায্য করা আমার পক্ষে কঠিন, কেননা ভেলানসিওর এখনকার কোন কিছু আমি জানি না।"

সামানেশের কথায় র‍্যামন—ব্রেজিলের বনে মার্কোলোর সঙ্গে প্রথম আলাপ থেকে, সকল কথা—সমস্ত ঘটনা একে একে বলে গেলেন। শেষ হ'লে সামানেশ খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত গম্ভীর ভাবে বসে নিজের মনে কী ভাবতে লাগলেন, তারপরে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"এস আমার সঙ্গে গোটাকতক আশ্চর্য্য জিনিস দেখাবো।"

বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে পর্ব্বত-পথের গোটা দুই বাঁক ঘুরে যেতেই র‍্যামন হঠাৎ চম্‌কে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন—"ওঃ—আগুন আগুন! কী ভয়ানক আগুন লেগেছে ওখানটাতে, সারা আকাশ লাল হয়ে পর্ব্বতের গলি-ঘুঁজি আলো করে দেছে।"

"ও আগুন নয়, শাকের ক্ষেতের মতো এক রকম গাছের চাষ, আমরা বলি 'নিসেলা'—ওকে জগতের মহাশক্তি বা জীবনী শক্তিও বলা

যায়। কাছে গিয়ে দেখবে চল—গায়ে তাপ লাগবে না, অথচ নিজেই ওর গুণের পরিচয় পাবে।"

র‍্যামনের মনে হলো—মস্ত একটা আগুনের দীঘিতে জ্বলন্ত শিখা গুলো—ঠিক যেন সমুদ্রের মতো—ঢেউ খেলিয়ে চলেছে, বিরাম নেই। যতই এগিয়ে যেতে লাগলেন, ততই সমস্ত শরীরের ভিতরে অতি মৃদু আর মাতানো গোছের একটা বিদ্যুতের ঢেউ বয়ে তাঁর দেহের শক্তির সঙ্গে মনের ফূরতি বাড়তে লাগলো। শেষে যখন খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, তখন দেহে এলো হাতীর বল, আর সকল ভয় ভাবনা দূরে গিয়ে মন ফূরতিতে মেতে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরের ভেতরে—ছুঁচ ফোটার মতো—একটা ভাব হতে লাগলো বটে, কিন্তু তা যেমন মোলায়েম, তেমনি প্রাণ-মাতানো! আমোদে চেঁচিয়ে উঠলেন—
—"আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য—অতি আশ্চর্য্য।"

"সত্যিই অতি আশ্চর্য্য—জগতের আর কোথাও নেই। তোমরা যে দেশে চলেছো একমাত্র সেইখানেই আছে, আমি সেখান থেকেই পর্ব্বত-প্রমাণ মাটি আর বীজ এনে কোন রকমে করেছি।"

র‍্যামন ভাল করে দেখে বললেন—"পাতাগুলো যেন মাকড়সার জালের চেয়েও সরু-সরু হালকা তার দিয়ে তৈরী আর তার প্রতি শিরা থেকেই বিদ্যুতের মতো শিখা ছুটে এমন ভাবে এক সঙ্গে মিশে ঢেউ খেল্‌ছে যে আলাদা করে দেখবার উপায় নেই। কিন্তু কতকগুলো শিখা সবুজ আর কতকগুলো ঘোর লাল কেন?"

"সবুজ শিখাগুলো 'ইলেক্‌ট্রিক'—বিদ্যুতের আলো, আর ওই লাল শিখা তার চেয়েও আশ্চর্য্য, তার চেয়েও রহস্যময় অদ্ভুত—অদ্ভুত—মহা জীবনী শক্তি। আরো দেখবে এসো।"

বলে, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সামানেশ সেখান থেকে খানিকটা গিয়ে ঢুকলেন তাঁর কারখানা বাড়ীতে। সেখানে অদ্ভুত রকম চেহারার এমন প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড চাকা, কল-কব্জা, যন্তর-পতি পড়েছিলো যে সেগুলো কী কাজে লাগে আর চালায় কেমন করে বোঝবার যো নেই। সেখান থেকে—বাঁশের লাঠির মতো—হাত চারেক লম্বা একটা চক্‌চকে তামার লাঠি বাঁ হাতে নিয়ে, সামানেশ মস্ত একটা লোহার হন্দর দেখিয়ে বললেন—"ওই হন্দরটাকে এখানে সরিয়ে রাখ দেখি ?"

র‍্যামন প্রাণপ্রণে চেষ্টা করেও সেটাকে এক চুল নাড়াতে পারলেন না। কিন্তু সামানেশ ডান হাতে সেটাকে তুলে অতি সহজে দশ হাত তফাতে সরিয়ে রাখলেন। র‍্যামন আশ্চর্য্য হয়ে বলে উঠলেন—

"ওঃ—আপনার গায়ে কী ভয়ানক হাতীর মতো শক্তি !"

"এ শক্তি আমার নয়, এই লাঠির, এর ভেতর সেই লাল শিখা ভরা আছে। আচ্ছা, এবার তুমি এই লাঠি বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাতে হন্দরটাকে তুলতে পার কিনা দেখ।"

র‍্যামন সেই লাঠি বাঁ হাতে নিয়ে হন্দরটাকে—একটা গেল্যাসের মতো—সহজে তুলে দূরে ছুড়ে ফেলে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

কারখানার পাশে আর একটা লম্বা, পাথরের ঘর ছিল—সেটা সামানেশের যাদু-ঘর। তার ভিতরে নানারকম মরা জীবজন্তু এমন কি মানুষের দেহ (স্কেলিটন) পর্য্যন্ত ছিল। সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে তিনি র‍্যামনকে বললেন—"লাল শিখার আরো আশ্চর্য্য শক্তি দেখ।"

বলে, একটা মরা কুকুরের কাছে গিয়ে লাঠিটা তার গায়ে ঠেকিয়ে দাঁড়ালেন মিনিটখানেক। কুকুরটা অমনি, ঠিক জীয়ন্তের মতো হয়ে, এদিক ওদিক শুঁকে বেড়াতে লাগলো। তারপরে লাঠিটা একটা

খরগোসের গায়ে ঠেকাতে সেও তেমনি করে, কুকুর দেখে ছুটে পালাবার চেষ্টা করতে লাগলো—কুকুরটাও ধরবার জন্য ছুটতে লাগলো পিছনে। শেষে সামানেশ একটা মড়ার গায়ে লাঠি ছোঁয়াতে, তার হাড়গুলো —হঠাৎ খড় খড় শব্দ করে—সে যেমন জীয়ন্তের মতো চলতে সুরু করলে, র‍্যামন অমনি ভয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন বাইরে। তারপরে ঘর বন্ধ করে সামানেশ বেরিয়ে আসতে তিনি বলে উঠলেন—

"অদ্ভুত—অদ্ভুত—অদ্ভুত শক্তি আপনার লাল শিখার।"

"বলেছিতো জগতের মহাশক্তি—জীবনী শক্তি এই লাল শিখা। না দেখালে বিশ্বাস হবে না বলে, তোমাকে পরীক্ষা পর্য্যন্ত দেখালাম।"

"সত্যিই অসম্ভব ব্যাপার—স্বপ্নের অতীত কাণ্ড।"

বলে র‍্যামন অবাক হয়ে গেলেন।

—দশ—

সেই সব আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখে র‍্যামন সামানেশকে বিজ্ঞান শাস্ত্রের একজন বড় ওস্তাদ মনে করতে লাগলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সন্দেহ হলো, মার্কোলোর সঙ্গে তাঁর কোন রকম যোগাযোগ আছে কি না? ঘরে ফিরে গিয়ে বসবার পরে, কথায়-কথায় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—"মার্কোলো কি আপনার ছাত্র, না কোন শত্রুর দেশের প্রতিদ্বন্দী?"

ঈষৎ হেসে সামানেশ জবাব করলেন—"যাকে মার্কোলো বলছো, সেই ভেলানসিও তোমাদের সভ্য জগতের কোন দেশেরই মানুষ নয়। সে আমার আপনার জন—ভাই—সহচর—আমার খুড়োর ছেলে!"

র‍্যামন বিষম চমকে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। সামানেশ হেসে বললেন—"তোমার ভয়ের কারণ নেই, শোন। তার আর আমার দুজনেরই জন্ম হয়েছে—সেকালের—বহু পুরানো এক মহা রাজবংশে। এখনকার সভ্য জগতের নাম পর্য্যন্ত যখন কেউ জানতোনা, সেই কালের সভ্য জগৎ 'ভারতবর্ষের' হিন্দুর পুরাণ-ইতিহাসে আছে—সে রাজবংশ কত বড়—কত উঁচু—কত গৌরবময়! সে কালের সেই আদি যুগে, ভগবানের আদেশে, আমাদের বংশের আদি পুরুষ বলি-রাজা এই দেশে এসে প্রথম রাজত্ব গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরই নাম থেকে তাঁর রাজধানীর নাম হয়েছে 'বলিভিনিয়া', এই সকল পর্ব্বত-বনের ভেতরে বলিভিনিয়া প্রথমে একটি ছোট খাটো রাজত্ব ছিল বটে, কিন্তু বলিরাজ নিজে মহাজ্ঞানী পণ্ডিত ছিলেন বলে, সঙ্গে এনেছিলেন—দশ রকম শাস্ত্রের

দশ জন মহা বিদ্বান দিক-বিজয়ী পণ্ডিতকে। তাঁদের সঙ্গে সেই সব শাস্ত্রের, বিশেষ করে, বিজ্ঞান-শাস্ত্রের সাধনা করে, দেবতার মতো শক্তি পেয়ে এত বড় হয়েছিলেন যে, একে-একে সমস্ত দক্ষিণ আর উত্তর আমেরিকা জয় করে এই বিশাল মহাদেশের সম্রাট হতে বাকী রাখেন নি। তারপরে, বলির বংশধরেরা, অনেক কাল পর্য্যন্ত, বহু পুরুষ রাজত্ব করে কালের ধর্ম্মে-আবার ধ্বংস হলেন। এখন সেই বংশের বাকী মাত্র আমরা দুজন—আমি আর ভেলানসিও।"

এতক্ষণ পরে র‍্যামন একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বললেন—"এখন আপনাদের সেই বিশাল রাজত্বের ভেতরে—"

বাধা দিয়ে সামানেশ বলে উঠলেন—"বাকী আছে মাত্র সেই আদি রাজধানী বলিভিনিয়া, আর তার আশ-পাশের ছোট ছোট দু-চারটে মাত্র দেশ। এই অঞ্চলটাকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা—দুর্গম পর্ব্বত, বন, আর দুরন্ত নদীর, ভেতরে এমন করে ঢেকে রেখেছিলেন যে, সুধু নাম টুকু ছাড়া বাইরের লোক আর কিছুই জানতে পারতোনা। সাম্রাজ্য যাবার পরে তাঁরা এসে রইলেন এইখানে—পৃথিবীর লোকের চোখের আড়ালে। তার পরেও অনেক পুরুষ কেটে গেছে, তাঁরা আজ পর্য্যন্ত—বংশের পর বংশ—বাস করছেন সেই বলিভিনিয়াতে। কিন্তু এখন সে অঞ্চল সাংঘাতিক পর্ব্বত, প্রপাত, বন আর প্রবল নদীতে এমন নিবিড় হয়ে ঢেকে গেছে যে, সুধু পথ নেই তা নয়, জগতের লোকের সন্দেহ করবার কারণ পর্য্যন্ত নেই। তাই সে দেশের কথা আজ পর্য্যন্ত কেউ জানেনা। যে দু-একটা মাত্র অতি ভয়ানক পথ আছে, তাও তারা এমন ভাবে বন্ধ করে রেখেছে যে, বাইরের ইণ্ডিয়ানেরা পর্য্যন্ত বুঝতে পারেনা।"

র‍্যামন আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"বলিভিনিয়া দেশটাকে এমন ভাবে ঢেকে রাখবার কারণ কী ?"

"কারণ আছে—শোন !"

বলে, সামানেশ খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের মনে কী ভেবে, শেষে আবার বলতে আরম্ভ করলেন—"বলিভিনিয়াতে—আকাশে-ঠেকা—সাংঘাতিক পর্ব্বতমালার ভেতরে বলিরাজা—তাঁর ইষ্টদেব—অনন্তের এক বিরাট বিশাল মন্দির করে গেছেন, তার গোড়া আর শেষ যে কোথায় কারুর জানবার উপায় নেই। তারই ভেতরের কোন লুকোনো জায়গাতে ছিলো তাঁর ধনভাণ্ডার। তারপর তাঁর বংশধরেরা—যুগ-যুগান্তর ধরে—যত রাজ্য, দেশ জয় করেছেন,সমস্ত ধন ঐশ্বর্য্য এনে কাঁড়ি করে জমিয়ে রেখেছেন তার ভেতরে। বহু—বহু—বহুকাল থেকে জমে, সেখানে এত ধন ঐশ্বর্য্য আছে যে, সারা পৃথিবীটাকে ঢেকে ফেলতে পারা যায়। তা' ছাড়া তার ভেতরে আরো আছে এ দেশের লোকের সমাধি। মিশর দেশে রাজাদের মরা দেহকে যেমন 'মমি' করে রাখতো, সেই রকম এ দেশেরও নিয়ম যে, মরণের পরে, কি ছোট—কি বড় সকল মানুষের দেহকেই তেমনি করে—সমাধির ঘরের ভেতরে—রেখে দিতে হবে। সেই জন্যে, সেইখানে ক্রোশের পর ক্রোশ জুড়ে, মৌ-চাকের মতো, যেমন ঘরের অভাব নেই, তেমনি যুগ-যুগান্তর ধরে কোটি কোটি কোটি মরা মানুষের মমিতে ভরে আছে। কিন্তু মিশরের মমির সঙ্গে তফাত এই যে, বিজ্ঞানের কৌশলে আমাদের সমস্ত মরা-মানুষই আছে প্রায় জীয়ন্তের মতো হয়ে, হঠাৎ দেখলে ঠাওর করা কঠিন।"

র‍্যামন একটা লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে বললেন—"বলিভিনিয়াকে ঢেকে রাখবার এই দুই যথেষ্ট কারণ বটে, কিন্তু কত কাল আর এমনি

থাকবেন জগতের আড়ালে? আপনাদের জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিদ্যা ঐশ্বর্য্য—”

আবার বাধা দিয়ে সামানেশ বলে উঠলেন—“আর বেশী দিন নয়, সময় কাছিয়ে এয়েছে, নইলে তোমার কাছেও বলতে পারতামনা। আমাদের শাস্ত্রে—একটা সময় ঠিক করে—লেখা আছে, আর আমাদের মহাপুরুষেরাও ভবিষ্যৎ বলে গেছেন যে, সেই কাল কেটে যাবার পরে আবার আমরা আমাদের সাবেক গৌরব ফিরে পাবো, আবার আমরা বিশাল রাজত্ব গড়ে তুলবো। কিন্তু এবার রাজবংশের দুজনকে এক সঙ্গে—এক হয়ে—পৃথিবী জয় করে রাজত্ব করতে হবে। বংশের পর বংশ, এদেশের সকলেই সেই দিনের আশায় তোয়ের হবার জন্যে সমান ভাবে খেটে আসছে। ভেলানসিও আর আমিও একসঙ্গে খেটে যে সব আশ্চর্য্য জিনিস বার করেছি তা তোমরা দেখেছ। তার পরে আমাদের শাস্ত্রের লেখা মতো একটা দৈব ঘটনা ঘটতে, ভেলানসিও সেই অগাধ ধন-রত্নের লুকানো ভাণ্ডার দেখতে পায়, আর তার ভেতর থেকে পায় আর একটা অমূল্য জিনিস—সেই নিসেলার বীজ। তখন এ বিশ্বাস সকলের মনে একেবারে গেঁথে গেল। কিন্তু আমরা এতকাল কেবল নিজেদের কোটরের ভেতরেই ছিলাম, বাইরের সভ্য জগতের কিছুই দেখিনি জানতামও না। তাই, দেশের সকলের আগ্রহে আমরা দুজনে পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশ দেখবার আর তাদের ভাষা, শিল্প,বিজ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতি শেখবার জন্যে বার হলাম। ভেলানসিওর জাহাজ ‘মিরিয়াকে’ দেখেছতো?”

“হ্যাঁ—অতি আশ্চর্য্য জাহাজ, ইয়োরোপের সকলেই দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেছে। আচ্ছা, সে কি চলে ‘ইলেক্‌ট্রিসিটিতে—বিদ্যুতের ঢেউয়ের জোরে?”

"হ্যাঁ", বলে মুচকি হেসে সামানেশ বললেন—"তারও মূল শক্তি নিসেলার সেই সবুজ শিখা। আমরা দুজনেই তোয়ের করেছিলাম। কিন্তু মতলব আর নক্সা আমার নিজের। সেই 'মিরিয়াতেই' আমরা পৃথিবী ঘুরতে বার হয়েছিলাম তিনবার। আমরা দেখলাম যে বাইরের সভ্য জগৎ বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ আর বাড়ী প্রভৃতি তৈরীর কৌশলে আমাদের কাছে শিশু বললেও হয়, কিন্তু সাহিত্য, সঙ্গীত, কলাবিদ্যা যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতি অন্য সকল বিষয়ে অনেক বড় হয়ে এগিয়ে আছে। তাই প্রথম বারে ফিরে এসেই এখানে আমরা সেই সকল বিষয়ের ইস্কুল করে দেশের লোককে শেখাতে আরম্ভ করলাম। এখন এরা বাইরের যে কোন সভ্য দেশের সঙ্গে সমান ভাবে চলতে পারে। প্রতিবারেই পৃথিবী ঘুরে এসে ভেলানসিওর সেই—সম্রাট হয়ে রাজত্ব করবার আশা, ইচ্ছা, আর বিশ্বাস যেমন প্রবল হয়ে বেড়ে যেতে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি স্বভাবও বদলে গিয়ে, অভিমান অহঙ্কারও বেড়ে গেল একশো গুণ বেশী। তারপরে শেষ বারের যাত্রা থেকে ফিরে এসে, সে হয়ে গেল একেবারে মহা কঠোর নতুন মানুষ কেননা, তখন আমরা বাইরের সকল শাস্ত্র সকল বিদ্যা দখল করেছিলাম. বরং সাহিত্যে ভেলানসিও তাদেরও ঢের ওপরে উঠেছিলো—ইয়োরোপ-এসিয়ার সতেরো রকম ভাষা আর ধর্ম্মশাস্ত্রে সে পণ্ডিত হয়েছিলো।"

"এ্যাঁ বলেন কী—অতি আশ্চর্য্য শক্তি যে!"

"হ্যাঁ, ভেলানসিও সাধারণ মানুষের ঢের ওপরে—শক্তির অবতার বললেও হয়, আর তাতেই ঘটেছে যত বিপদ। সভ্যতার মন্দ দিকটা—মানুষের হিংসা,খলতা, কপটতা, ধর্ম্মের ভণ্ডামী আর গোঁড়ামী তার নজরে পড়ে,সমস্ত মানুষের ওপর ঘেন্না আর তাচ্ছিল্যে সে ঈশ্বরের ওপর পর্য্যন্ত

বিশ্বাস হারিয়েছে। তার ওপর, নিজের অফুরন্ত ধন আর মহাশক্তির কথা মনে করে, সে নিজেকে পৃথিবীর সকলের চেয়ে বড় ভাবে। কেবল অপেক্ষা করছে—কবে পৃথিবীর সম্রাট হয়ে সকল মানুষকে কড়া শাসনে টিট্ করে আনবে ?”

“ওঃ—সাংঘাতিক মানুষ !”

“আরো আছে শোন—পৃথিবী ঘুরে দেখার ফলে শেষবারে আমি কিন্তু ফিরে এলাম এক মহা দুঃখের বোঝা মাথায় করে, তা এখন শোনবার দরকার নেই। তার ওপর আমার চোখে পড়লো—সভ্য জগতের চক্‌চকানির তলায়—মানুষের কেবলই অনন্ত রোগ-যাতনার চীৎকার আর অন্নের জন্যে হাহাকার ! তখন আমার মন একেবারে উদাস হয়ে গেল, এতদিনের সকল আশা, ইচ্ছা, কল্পনা, দূরে পালালো। মনে কেবল প্রবল হয়ে উঠলো একটা কামনা—কেমন করে মানুষের সেই সব দুঃখ ঘুচিয়ে সকলকে সুখী করবো ! আর সেই চেষ্টার জন্যে নিজের রাজত্ব ছেড়ে, ভেলানসিত্তর সঙ্গ ছেড়ে আজ পঁচিশ বছরের ওপর এইখানে এসে রয়েছি। আমার সঙ্গে তার আর কোন যোগাযোগ নেই। সে কেবল মাঝে মাঝে জানতে আসে যে, নিসেলার কোনও নতুন শক্তি বার করতে পারলাম কি না ? তার কোন কথা বলে না।”

র‍্যামন ভাবতে ভাবতে বললেন—“কিন্তু তা হ’লেতো তাঁকে নিরাশ হতে হয়েছে, তিনিতো একলা নতুন রাজত্বের—”

“নিরাশ হবার ছেলে সে নয়।” বলে, কথায় বাধা দিয়ে সামানেশ বলে গেলেন—“বলেছি তো মহাশক্তির অবতার সে—সাধারণ মানুষের ঢের ওপরে। সে মেস্‌মেরিজম্ জানে, অদ্ভুত যাদুবিদ্যার পণ্ডিত। নিজের মনের শক্তি চালিয়ে খবর জানবার বিদ্যাও শিখেছে। সে জানে যে আমি

ছাড়লেও, তার সঙ্গে একযোগে কাজ করবার লোক পৃথিবীতে আছে। আমার মনে হয়, ভেলানসিও ঠিক করেছে যে তোমার বন্ধুই সেই লোক, আর তাই, তাকে সহজে সঙ্গে আনবার জন্যে প্রথমে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে, কিন্তু তোমার বন্ধু যখন তার ভবিষ্যৎ পত্নীকে ছেড়ে কিছুতেই আসতে রাজী হয়নি, তখন ভেলানসিও ঠিক করেছে—স্বামী-স্ত্রী, আত্মীয় বন্ধু সবাই চলুক।"

র‍্যামনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"ওঃ—কী ভয়ানক মতলব!"

"ভেলানসিওর ধরণই ওই। সে যে কী মতলবে কী কাজ করে কেউ জানেনা, আমার আঁচ যা, তাই তোমাকে জানালাম মাত্র। এখন একটা কথা—ভেলানসিও অনন্তের মন্দিরের প্রধান পুরুত, দেশের লোকের ওপর অসীম ক্ষমতা। তার ওপর—আমি ছেড়ে আসবার পর থেকে—রাজার ক্ষমতা পেয়ে, এখন সে-ই হয়েছে তাদের সর্ব্বময় বিধাতা পুরুষ, এই কথা সদাই মনে রেখে তোমরা হুঁসিয়ার হয়ে চলো। আর—আর এক মহা শয়তানী সর্ব্বনাশী আছে মন্দিরের প্রধান দেবদাসী 'মিরিয়া'। সে যেমন পরীর মতো সুন্দরী তেমনি মন্ত্র-তন্ত্র, ডাকিনী-বিদ্যা যাদুবিদ্যার ওস্তাদ! সাক্ষাৎ শয়তানী—অদ্ভুত রকমের অস্বাভাবিক শক্তি তার! ভেলানসিওকে বিয়ে করবার তার একান্ত ইচ্ছা—কথা-বার্ত্তাও ঠিক হয়ে আছে। ভেলানসিও তাকে মনে মনে ভয় করে বলে, এতকাল কেবলই দিন পিছিয়ে দিয়ে আসছিলো, একেবারে অমত করতে ভরসা করেনি,—তারপর এত কালের খবর জানিনা। একলা ভেলানসিওকে তত ভয় করবার কারণ নেই, কিন্তু সঙ্গে সেই শয়তানীর যোগ হলে—সাবধান—সাবধান!!"

র‍্যামন হতাশভাবে বললেন,—"তেমন ঘটলে আমাদের উপায় কী?"

"ভয় করোনা, হতাশ হয়োনা, যদি তেমন বিপদ ঘটে তো ঠিক সময়ে আমার সাহায্য পাবে। কিন্তু সাবধান, মনে থাকে যেন আমাকে তুমি চেননা—পরিচয় নেই। যতক্ষণ আমি না জানাই, ততক্ষণ এ কথা কেউ যেন সন্দেহ পর্য্যন্ত না করতে পারে। ঘুণাক্ষরে কেউ টের পেলেও, আর আমার কোন হাত থাকবেনা মনে রেখো। এই আমার শেষ কথা বললাম।" বলে সামানেশ তাঁর কথা শেষ করলেন।

—এগারো—

র‍্যামন তাঁবুতে ফিরে যাবার পরে, বিকালের দিকে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটলো। তাঁদের দলের জন তিনেক ইণ্ডিয়ান, রাত্রের আগুনের জন্য কাঠ আনতে গিয়ে, মহাভয়ে এমন ছুস্ত-দুস্ত হয়ে ছুটে পালিয়ে এলো, যে আর সব ইণ্ডিয়ানদের ভিতরে একটা বিষম হৈ-চৈ পড়ে গেল। তাদের ভাব দেখে ইভান্স কারণ জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ সেই বুড়ো ইণ্ডিয়ান ছুটে এসে ভাঙা-ভাঙা ইংরাজীতে বলে উঠলো—

"মহাবিপদ! এখুনি এখান থেকে পালাতে হবে—নইলে কেউ প্রাণে বাঁচবেনা।"

"কেন, কেন, কী হয়েছে?" বলে, র‍্যামন তাড়াতাড়ি তাঁর রাইফেল আর ইভান্স রিভলভার তুলে নিলেন। কিন্তু বুড়ো বাধা দিয়ে

বল্‌লে—"অস্ত্রের কাজ নয়, নইলে আর ভয়ের কারণ কি? সবাইকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে —হুরো—হুরো!"

"হুরো?" —দুজনে অবাক হয়ে চাইলেন! কিন্তু সে তেমনি বলে গেলো—"হ্যাঁ, লাখে লাখ, সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ছুটে আস্‌ছে। পথে যা পড়ছে শেষ করে দিচ্ছে। আধ ঘণ্টার ভেতরে আমাদের কারও চিহ্নও রাখবেনা—দেখবেন আসুন।"

র‍্যামন আর ইভান্স তার সঙ্গে ছুটে টিলার অন্য দিকে গিয়ে দেখ্‌লেন—বোলতার মতো বড় বড়, ঘোর বেগুনে রঙের বিকট চেহারার অগুণ্‌তি পিঁপ্‌ড়ের ঝাঁকে সে দিকটা একেবারে ছেয়ে ফেলেছে। যা তাদের সামনে পড়ছে—গাছ-পালা, ঝোপ-ঝাপ—দেখ্‌তে-দেখ্‌তে একেবারে কাঠি-সার করে দিচ্ছে। কুকুরের মতো বড় কী একটা মরা জানোয়ার খানিক দূরে পড়েছিলো, পাঁচ মিনিটের ভিতরে তার চামড়া মাংস সব শেষ হয়ে গিয়ে মাত্র পড়ে রইলো হাড় ক'খানা! বুড়ো ইণ্ডিয়ান বলে উঠলো—"এ টিলার ওপরে এসে উঠলে আর আমাদের কারুর রক্ষা থাকবেনা।"

র‍্যামন চেঁচিয়ে উঠলেন—"আগুন, আগুন—টিলার ঢালুর মাঝ বরাবর নেমে—বেড়ার মতো করে আগুন জ্বালাও।"

তখনি ইণ্ডিয়ানের দল ছুটে টিলার গায়ে আগুন জ্বালাতে সুরু করলে। একটু পরেই দূরে একটা অদ্ভুত রকমের 'হিস্‌-হিস' শব্দ উঠে টিলার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। পিঁপড়ের ঝাঁক হঠাৎ যেন ভয়ে অস্থির হয়ে পড়্‌লো, আর তার পরেই—টিলার গোড়া ঘেঁসে—ছুটে পালাতে সুরু করে দিলে চারদিকে এলো-মেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। কতকগুলো টিলার গা বেয়ে উপর দিকে উঠতে এগুলো বটে, কিন্তু

আগুনের ধোঁয়ার গন্ধ পেয়ে, তখনি ফিরে নেমে ছুটলো দলে ভিড়ে। সকলে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো কারণ জানবার জন্য।

মিনিট কতক পরেই যেন একটা কালো ধূলোর ঢেউ চলে আসতে লাগলো মাটির উপর দিয়ে গড়িয়ে। খানিকটা কাছাকাছি হতে সকলে আশ্চর্য্য হয়ে দেখলে, 'এ্যাণ্ট-ইটারের' (Ant Eater)—পিঁপড়ে-খেকোর মস্ত একটা পাল মুখ দিয়ে সারা অঞ্চলটা যেন সাফ করে আসছে ! দেখতে-দেখতে—মিনিট দশেকের ভিতরেই—পিঁপড়ের ঝাঁকের পিছনে-পিছনে তারা কে জানে—কোথায় মিলিয়ে গেল।

র‍্যামন বলে উঠলেন—"একটা আশ্চর্য্য ঘটনা বটে ! আমেরিকায় পিঁপড়েতে মানুষ খেয়ে ফেলতে শুনেছি, কিন্তু 'এ্যাণ্ট-ইটার' যে বন্ধুর মতো রক্ষা করে তা প্রথম দেখলাম। কিন্তু তুমি অমন করে ভাবছ কী ?"

"ভাবছি—ভাবছি—এ ব্যাপার যেন আগেও আমি দেখেছি ! কিন্তু কোথায় তা মনে করতে পারছিনা।"

র‍্যামন ঠাট্টা করে বললেন—"তা হলে বোধ হয় স্বপ্নে—"

হঠাৎ ইভান্স একেবারে লাফিয়ে উঠে, বন্ধুর হাত চেপে ধরে ভয়ে-ভয়ে ফিস্-ফিস্ করে বলে উঠলেন—"মনে পড়েছে, সেই রাত্তিরে মার্কোলোর সেই দূরবীণের ভেতরে।"

বন্ধুর কাছে সামানেশের সকল কথা বলতে র‍্যামন ভরসা করেননি। গম্ভীর ভাবে বললেন—"সত্যি আশ্চর্য্য, লোকটার বিদ্যা আর ক্ষমতা যে অসীম—"

"লোকটা ! মানুষ কখনই নয়, একথা জোর করে বলতে পারি। না জানি তার হাতে পড়ে নিরুপায় এমিলি আর তার মায়ের কী যাতনা আর কত কষ্টই না হচ্ছে ! নইলে পাঁচ-সাতবার লোক বদল হলো, কি

বারেই মার্কোলোর ভরসা দেওয়া চিঠি এলো, আর এমিলি কি একটা লাইনও না লিখে থাকতে পারতো ?”

বলে ইভান্স হতাশ হয়ে নিশ্বাস ছাড়লেন। কিন্তু সে ভয় তাঁর দূর হতে দেরী হলোনা। পরের দিন সকালেই একদল নতুন রকমের ইণ্ডিয়ান এসে মার্কোলো আর এমিলির—ছুখানা আলাদা আলাদা—খামে আঁটা শীল-করা চিঠি ইভান্সের হাতে দিলে।

মার্কোলো প্রতি বারের মতো,তাঁর চিঠিতে—আশ্বাস আর ভরসা দিয়ে নতুন পথের সুবিধা-অসুবিধার কথা জানিয়েছেন, কিন্তু এমিলির চিঠি পড়ে ইভান্স এক মুহূর্ত্তেই বদলে যেন নতুন মানুষ হয়ে গেলেন। তাঁর সারা মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, হাস্‌তে হাস্‌তে র‍্যামনকে বললেন—“সত্যি ভাই, তুমিই ঠিক ধরেছো, মার্কোলোর ক্ষমতা অসীম—অসাধারণ এমি লিখেছে, এই দেখ,এই দারুণ দুর্গম পথে—নিজেদের সখ করে ছাড়া তাদের হাঁটতে হয়নি একটা বেলাও। কখনো দোলার মতো এক নতুন রকমের পালকীতে শুয়ে, আর কখনো—টাট্টু ঘোড়ার মতো—‘লামার’ পিঠে সওয়ার হয়ে বসে বরাবর আরাম করে পথ চলছে। তা ছাড়া খাবার-দাবারের কোন কষ্ট, কোন অভাব নেই। এই পথেও মার্কোলো নিত্যি তাদের টাটকা ফুল-ফল, এমন কি সোডা-লিমনেড আর বরফ পর্য্যন্ত যোগাতে বাকী রাখছেনা।”

‘আমি তো বরাবরই বলে আসছি কিন্তু তুমি তা কাণে তোলনি। এরই মধ্যে এমন হতাশ হলে এর পরে দাঁড়াবে কোথায় ? ভয়ের কারণ যা, তা”—বলেই র‍্যামন থেমে গেলেন। ইভান্সও কাণ করলেন না,—পরের দিন সকালে পুরাণো ইণ্ডিয়ানদের বিদায় দিয়ে, নতুন দলের সঙ্গে নতুন পথে এগিয়ে যাবার ভরসায় বেশ ফুরতি করে ঘুমোতে গেলেন।

হঠাৎ মাঝ রাত্তিরে সেই বুড়ো ইণ্ডিয়ান তাঁবুর দোরে এসে শব্দ করে দু'জনকে জাগিয়ে বললে—"শীগগির উঠুন মহা বিপদ ! ভূত—ভূত —পিশাচ—শয়তানের দল আমাদের ঘিরতে আসছে !"

ইভান্স আর র্যামন আশ্চর্য্য হয়ে তাড়াতাড়ি রাইফেল নিয়ে বাইরে বেরোতে, আবছা চাঁদের আলোতে ইণ্ডিয়ান বুড়ো দেখিয়ে বললে— "ওই দেখুন ডাইনীর বনের দিক থেকে আসছে। হঠাৎ দেখলে মানুষ মনে হয় বটে, কিন্তু মানুষ অমন বিপরীত লম্বা-চওড়া হয়না। ওদের মতলবও ভাল নয়, দলেও পুরু—সবার হাতেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই—ওরা সব কী—কারা ?"

ইভান্স বলে উঠলেন—"ওঃ কী সাংঘাতিক মুখের চেহারা ! সজারুর পিঠের কাঁটার মতো লম্বা-লম্বা চুলে-দাড়িতে সারা মুখ ঢাকা—"

ইভান্সের কথা না ফুরোতেই হঠাৎ একটা মস্ত পাথরের চাঁই এসে টিলা কাঁপিয়ে দুম করে পড়লো সামনে। চমকে সরে দাঁড়িয়েই র্যামন চেঁচিয়ে উঠলেন—"হিসিদি—হিসিদির দল—"

বলেই রাইফেল তুলে গুলি করলেন—গুড়ুম ! গুলিটা একটার পায়ে লেগে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভিতরে একটা অদ্ভুত রকমের চেঁচামেচির হল্লা উঠলো। কিন্তু ভয়ে পালানো দূরে থাক, সেই জখমীটা উঠে দাঁড়াতেই, দল সুদ্ধ সবাই যেন রাগে ক্ষেপে উঠলো। সঙ্গে-সঙ্গে মস্ত-মস্ত পাথর তুলে এমন ভাবে ছুড়তে সুরু করে দিলে যে, সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা ভার হয়ে উঠলো। তাদের আশ্চর্য্য গায়ের জোর দেখে সকলেই অবাক হয়ে গেল।

রক্ষা হলো কেবল টিলাটা অনেকখানি উঁচু বলে। পাথরের চাই গুলো—ঢালুর মাথার কাছে পড়ে—জোরে গড়িয়ে ফিরে গিয়ে পড়তে

লাগলো তাদেরই ভিতরে। র‍্যামন বলে উঠলেন—"আর দশ হাত ওদের ওপরে উঠতে দিলে আমাদের রক্ষা থাকবেনা, চালাও আমার সঙ্গে-সঙ্গে এলোপাথাড়ি তোমার রিভলভার।"

র‍্যামন চেঁচিয়ে উঠলেন—"হিসিদি—হিসিদির দল।"

বলেই, গুলির উপর গুলি চালাতে লাগলেন, আর ইভান্স‌ও রিভলভার কামাই দিলেন না। তখন হিসিদির দল থতোমতো খেয়ে

গেলো, তারপরে তিন-চারটে মরে পড়তে আর ভরসা পেলেনা। মিনিট চার-পাঁচ এদিক-ওদিক করেই, লাশ গুলোকে তুলে নিয়ে দেখতে-দেখতে সেই গভীর বনের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেই ব্যাপারে রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এয়েছিল। বাকী রাত টুকু হুঁসিয়ার হয়ে জেগে কাটিয়ে, সকালের খাওয়া সেরে, দু'দল চল্‌লো দু'দিক পানে। পুরাণো ইণ্ডিয়ানেরা ফিরে চল্‌লো আবার তাদের নিজের দেশে, আর নতুন দলের সঙ্গে ইভান্স আর র‍্যামন এগিয়ে চল্‌লেন কেজানে—কত দূরে---কোন্ অজানা দেশের দিকে।

এবার তাঁদের চলতে হলো পর্ব্বত-রাজ্যের ভিতর দিয়ে। চারদিকে কেবলই আকাশে-ঠেকা পর্ব্বতের শ্রেণীর পর শ্রেণী চলে গেছে। তারই ভিতর দিয়ে উঠে-নেমে, এঁকে-বেঁকে, ঘুরে-ফিরে সকলে দারুণ কষ্টে এগিয়ে চললেন। শেষে দিন দশেক পরে ঢুকলেন পর্ব্বত-রাজ্যের শেষে এক বিষম গভীর বনের ভিতরে!

—বারো—

বনটা পর্ব্বত-রাজ্যের তরাই বা কোলে, যেমন ভিজে—স্যাঁৎসেতে গাছপালা গুলোও তেমনি তাজা—জোরালো। ডাল-পালাগুলো গায়ে-গায়ে ঠেকে, মাথার উপরে চাঁদোয়ার মতো করে ঢেকে রেখেছে, দুপুর বেলাতেও—ভিতরে মেঘলা দিনের মতো আবছা অন্ধকারে ঢাকা। তারই এক জায়গায় তাঁরা গেলেন তাঁবু গাড়তে।

কিন্তু খুঁটার গর্ত্ত করতে গিয়ে, হঠাৎ মাটির ভিতর থেকে ফিন্‌কি দিয়ে ঠেলে বেরুলো ফোয়ারার মতো একটা রক্তের ধারা। তার পরে আরো একটু খুঁড়তে, উঠে এলো খানিকটা তাজা মাংস। সকলেরই গা কেঁপে উঠলো। কাজেই আড্ডা হলো খানিক তফাতে।

সেখানে আরম্ভ হলো—বড় বড় মৌমাছির মতো—বিরাট মশার ঝাঁকের উপদ্রব, চার দিক থেকে মেঘের মতো ছেয়ে এসে সকলকেই অস্থির—অতিষ্ঠ করে তুললে। তারপরে তাঁবুর সামনে আগুনের কুণ্ড জ্বালাতে, কতকটা রেহাই হলো বটে, কিন্তু ঘটলো আর এক ভয়ানক বিপদ!

হঠাৎ তফাত থেকে ভয়ানক চেহারার এক রাজ-গোখরো—কিং কোবরা—(King Cobra) বিরাট ফণা মেলে, উঁচু হয়ে রাগে গর্জ্জন করতে-করতে এলো ছুটে। কিন্তু কাছে এসে পড়বার আগেই এক ইণ্ডিয়ানের বল্লম তার ফণার আধখানা দিলে কেটে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে আরো তিন চারটে বল্লম গিয়ে সাপটাকে তিন চার টুকরো করে দিলে।

তাতেও কিন্তু বিপদ কাটলো না। রাত যত বাড়তে লাগলো সঙ্গে সঙ্গে কত অদ্ভুত রকমের শব্দ যে জেগে উঠতে লাগলো চারদিকে, তার সংখ্যা রইলোনা। তার ভিতরে আবার একঘেয়ে মৃদু কান্নার সুরের মতো অদ্ভুত রকমের একটানা একটা করুণ সুরে সকলের গায়ের রক্ত যেন জল হয়ে আসতে লাগলো।

র‍্যামন বললেন "বড় বড় ভ্রমণকারীদের বইয়ে পড়েছি, দক্ষিণ আমেরিকার গভীর বনের ভিতর দিয়ে যেতে, অনেকেই এই কান্নার সুর শুনেছেন, কিন্তু যে কী—তা কেউ জানেন না।"

ইভান্স বিষম চম্‌কে ভয়ে-ভয়ে বলে উঠলেন—"ওকি, হঠাৎ অমন ঘণ্টা বেজে উঠলো কোথা থেকে? ওই—আবার—আবার—"

র‍্যামন মুচকি হেসে জবাব করলেন—"এবার কিন্তু ভয়ের কারণ নেই ও এক রকম বড় বড় পাখী—ওদের নাম 'বেল বার্ড" (Bell Bird) ঘণ্টা-বাজানো পাখী। তুমি শোননি, আমি এর আগে শুনেছি।" সেই বনে ঢোকবার পরে থেকেই, নানা ঘটনায়, সকলের মনেই এমন একটা অজানা আতঙ্কের সাড়া জেগে উঠেছিল, যে কারুরই চোখে ঘুম ছিল না। সকলেই আগুনের কুণ্ডটাকে ঘিরে বসে, সন্দেহের চোখে চাইছিলো চারদিকে। হঠাৎ একটা ইণ্ডিয়ান—হাত কুড়ি-পঁচিশ তফাতে—গাছের ডালের ভিতরে কী দেখিয়েই, বল্লম বাগিয়ে ধরলে। র‍্যামনও রাইফেল তুলে ছুড়লেন সেই দিকে।

সঙ্গে-সঙ্গে একটা বিষম গর্জ্জন উঠলো, আর মস্ত বড় একটা জাগুয়ার লাফিয়ে এসে পড়লো হাত দশেক মাত্র তফাতে। কিন্তু তাকে আর এগোতে হলো না। গুলির উপর ঘা দুই বল্লমের খোঁচা খেয়ে সেইখানেই পড়ে রইলো নিসাড় হয়ে।

ভোরের দিকে সকলেরই চোখ একটু বুজে এসেছিলো। হঠাৎ সেই কর্কশ ঘণ্টার আওয়াজে চম্‌কে জেগে উঠে দেখলে, তখনো অন্ধকার খুব। যারা পাহারায় ছিল, তারা ব্যস্ত হয়ে আগুনটাকে চারগুণ বেশী জোরালো আর বড় করে তুলছে। সকলকে জাগতে দেখে চেঁচিয়ে উঠলো—"হিমিয়া—হিমিয়া।"

ইণ্ডিয়ানেরা তখুনি সেখান থেকে আড্ডা তুলে পালাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো। দু'বন্ধু তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখলেন, মস্ত একটা ডেয়ো-পিঁপড়ের ঝাঁক সেই টুকু সময়ের ভিতরেই অত বড় মরা জাগুয়ারের সমস্ত চামড়া আর মাংস একেবারে চেঁচে শেষ করে কেবলই চেষ্টা করছে তাঁবুর দিকে এগিয়ে আসবার জন্য, পারছেনা কেবল পাহারা কজনের

আগুনের আটক পার হতে। তাঁরা ডজন দুই বারুদের টিন সঙ্গে এনেছিলেন, তাড়াতাড়ি সমস্ত আড্ডাটার চারদিক ঘিরে সেই বারুদ ছড়িয়ে আগুন দিলেন। তখন তার ধোঁয়া আর গন্ধে পিছু হেটে পালাতে লাগলো হুয়ো বা হিমিয়ার ঝাঁক।

র‍্যামনও রাইফেল তুলে ছুড়লেন সেই দিকে।

ইভান্স একটা লম্বা আরামের নিশ্বাস ছেড়ে বললেন—"আশ্চর্য্য দেশের সমস্তই আজব কাণ্ড, নাজানি আরো কত দেখতে হবে!"

ইভান্সের কথা মিথ্যা হলোনা। দিন চারেক তেমনি ভাবে কাটাতে কাটাতে এগিয়ে যাবার পরে, হঠাৎ এক জায়গাতে মাটির উপরে লম্বা-লম্বা দাগ দেখে তিনি আশ্চর্য্য ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—"এ দাগ কীসের ?"

জায়গাটা যেমন ভিজা তেমনি অসমান। খানিক দূর পর্য্যন্ত কতকটা ফাঁকা হলেও, তার পরে তাজা গাছপালার এমন বেজায় ঠাস যে, তার ভিতর দিয়ে পথ করে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব। জনকতক ইণ্ডিয়ান আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেছিল, দলের আর সবাই ছিল পিছনে। ইভান্সের কথায় হঠাৎ আগের ইণ্ডিয়ানদের জন দুই ছাড়া, আর সকলে ছুটে পিছনে এসে, ব্যস্ত হয়ে নিজেদের ভিতরে কী বলা-বলি করতে লাগলো। সেই ফাঁকে ইভান্স সামনের দিকে চেয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠলেন—"দেখ, দেখ, একটা ছোট টিলা যেন আগে-আগে ছুটে চলেছে—এ কী ব্যাপার !"

পিছনের ইণ্ডিয়ানদের জনকতক বর্শা উঁচিয়ে তাড়াতাড়ি আগের দিকে ছুটে গিয়ে, ব্যস্ত হয়ে ঘূরে ফিরে চলতে লাগলো চলন্ত টিলার পিছনে-পিছনে। হঠাৎ র‍্যামন চেঁচিয়ে উঠলেন—"ওঃ—কী বিষম ! টিলা নয়, বিরাট চেহারার একটা রাক্ষুসে কচ্ছপ—বিশ পঁচিশটা মানুষকে অনায়াসে পিঠে নিয়ে ছুটতে পারে ! কিন্তু যাবে কোথা দিয়ে, সামনে যে, পাঁচীলের মতো গভীর বনের বিষম ঠাস জমাট !"

কিন্তু মিনিট পাঁচেক পরে সে যে হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হলো, কেউ তা বুঝতে পারলেনা। ইণ্ডিয়ানেরা উবু হয়ে প্রায় বুকে হেঁটে খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গার বন কেটে খানিকটা সাফ করে দিলে। অমনি দুজনেরই চোখে পড়লো—সুড়ঙ্গের মতো—একটা বন-পথ, অল্প এঁকে-বেঁকে

বরাবর সামনের দিকে চলে গেছে। ইণ্ডিয়ানদের পিছনে পিছনে সেই পথে গিয়ে তাঁরা বার হলেন হঠাৎ এক বিষম আলোর রাজ্যে।

সামনেই বিশাল জলের রাজত্ব। পুকুরের মতো স্থির—পরিষ্কার, তাতে প্রহরখানেক বেলায় সূর্য্যের আলো—আয়নার মতো—এমন উজ্জ্বল হয়ে চারদিকে ঠিকরে পড়ছে, যে চোখে সহ্য হয়না। মাঝ বরাবর মৃদুভাবে একটানা স্রোত চলেছে নীচের দিকে। ওপার কোয়াশায় ঢাকা—নজরে পড়েনা। ডাইনে-বাঁয়ে যতদূর চোখ যায়, বরাবর, তাঁদের পিছনকার সেই গভীর বন নেমে গেছে জলের রেখা পর্য্যন্ত। ইণ্ডিয়ানেরা তাঁদের ইসারা করে, জলের ধার ঘেঁসে, পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চল্‌লো বাঁয়ে – উপরের দিকে। জল খুব গভীর নয়, কিন্তু ভিতরে ছোট-বড় ডুবো-পাহাড়ের ছড়াছড়ি, আর তাদের আশে-পাশে মাঝে-মাঝে দেখা দিচ্ছে সেই বিরাট আকারের রাক্ষুসে-কচ্ছপ।

হঠাৎ সামনের ইণ্ডিয়ানদের পাঁচ-ছ'হাত তফাতে জল থেকে হাতীর শুঁড়ের মতো মুখ বার করে দেখা দিলে তেমনি এক রাক্ষস। পাশে ঠাস বনের পাঁচীল—সরবার উপায় নেই। পাঁচ সাত জন রুখে দাঁড়ালো লম্বা বর্শা নিয়ে। মানুষে-কচ্ছপে অদ্ভুত যুদ্ধ বেধে গেল।

প্রায় মিনিট পাঁচেক লড়াই চললো। দু'জন ইণ্ডিয়ানের বর্শা কাম্‌ড়ে ভেঙ্গে দিলে, শেষে শুঁড়ের উপর দু-তিনটে বর্শার জোর ঘা খাবার পরে, যখন চোখের উপরে বিষম ঘা পড়লো, তখনই কেবল সে রণে ভঙ্গ দিয়ে ফিরে চলে গেলো নিজেদের রাজত্বের ভিতরে। তারপরে তেমনি জলের আর বনের ধার ঘেঁসে প্রায় আধ মাইল এগিয়ে যাবার পরে, তাঁরা গিয়ে পৌঁছুলেন—জলের ধারে—বনের খানিকটা ফাঁকা জায়গাতে। সেখানে, বিরাট হাঁসের চেহারা—কুড়ি হাত লম্বা—একটা

অতি সুন্দর বজরা বাঁধা ছিলো, আর ফাঁকা জায়গাটার শেষ মাথায় দাঁড়িয়েছিল, পাঁচ জন করে সারি দিয়ে, পরে-পরে চার সার, কুড়ি জন আশ্চর্য্য চেহারার ইণ্ডিয়ান সৈন্য, দুজন সেনাপতি, আর চারজন বড় ওমরাহ্। সৈন্যদের পোযাক যেমন জমকালো, হাতেও তেমনি—অর্দ্ধ-চন্দ্রের মতো—ছোট-ছোট চওড়া তলোয়ার। সেনাপতি আর অন্য সকলের পোষাকের তুলনা হয়না।

দু'বন্ধুকে দেখেই সৈন্যের দল—হাঁটু গেড়ে বসে—একটা বিশেষ রকমের কায়দায় তলোয়ার ঘুরিয়ে তুলে, কপালে ঠেকিয়ে উঠে দাঁড়ালো। অন্য সকলেও মহা সম্মান দেখিয়ে রাজার মতোই অভিবাদন করে তফাতেই দাঁড়িয়ে রইলো। এগিয়ে এলো কেবলমাত্র একজন—মার্কোলোর সেই আশ্চর্য্য সেক্রেটারী—লোফেজ! লোফেজ, তেমনি কলের পুতুলের মতো—সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসলো, তারপর একখানা মস্ত শিল মোহর করা খাম দুহাত জুড়ে এগিয়ে ধরে গ্রামোফোনের মতো বললে, "ছোট মহারাজের জন্যে।"

র‍্যামন এগিয়ে চিঠিখানা নিয়ে ইভান্সকে দিতে, লোফেজ, ঠিক সেইখানেই পুতুলের মতো উঠে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তার মনের ভাব আঁচ করে র‍্যামন বন্ধুকে চোখের একটা ইসারা করলেন। ইভান্স চিঠি খানা খুলে তার ভিতরে আর একখানা ছোট আঁটা খাম পেলেন সেখানা পকেটে রেখে প্রথম চিঠি খানা পড়লেন।—

প্রাণাধিক প্রিয় ভাই! এসো আমার—আর এখন থেকে তোমার নিজের রাজত্ব 'বলিভিনিয়াতে'। আর হাঁটা পথ নেই, দিনও শেষ হয়েছে। তাই তোমার রাজ্যে যোগ্য সম্মানে তোমাকে এগিয়ে আনবার জন্যে আমার নিজের বজরা, দেহরক্ষী, তাদের কাপ্তেন গেলিসা আর তার

বাপ—এ রাজ্যের প্রধান সেনাপতি 'বিলালি', আমার ম্যানেজার আর প্রধান ওমরাহ্‌দের পাঠালাম। সেই সঙ্গে তোমাদের চেনা—আমার সেক্রেটারী লোফেজকেও না পাঠিয়ে থাকতে পারলাম না। পথকষ্টে তোমরা দুর্ব্বল, তাই বজরাতে সধ্যমতো খাবারের আয়োজন তোয়ের রাখতে ক্রুটি করিনি। তোমাকে এগিয়ে আনবার জন্যে নিজে যেতে পারলাম না কেবল রাজধানীতে তোমার অভ্যর্থনার আয়োজনে ব্যস্ত রয়েছি বলে। তোমার বন্ধু—ভাই—আর আগেকার সেই 'মার্কোলো' নয়, এখন থেকে 'ভেলানসিও'।

দ্বিতীয় চিঠিখানা এমিলির। মার্কোলোকে আগে মিছে সন্দেহ করে সে যে মহা অপরাধ করেছে, সে কথা স্পষ্ট স্বীকার করে, শেষে এক কথায় তাদের দুজনের মনের ভাব জানিয়েছে—এত সুখ, এমন আনন্দ আর আশ্চর্য্য জিনিসের ভিতরে ডুবে আছে, যে তাদের এখনো মনে হচ্ছে স্বপ্নের রাজত্ব।

চিঠি পড়া শেষ হলে লোফেজ তেমনি ভাবে বললে—"ছোট মহারাজের হুকুম হলে বজরাতে খাবার তোয়ের রয়েছে।"

র্যামন জবাব করলেন—"ছোট মহারাজের হুকুম হয়েছে, পথ দেখাও। আর তাঁর খাওয়া হলে ওই ভদ্দরলোক গুলিকে নিয়ে এসো।"

লোফেজ তখুনি নিঃশব্দে অভ্যর্থনা করে দুজনকে বজরার উপরে নিয়ে গেল। বিরাট রাজহাঁসটা গলা মস্ত উঁচু করে হাঁ মেলে আছে। তার কাঁধের কাছ থেকে পিঠের প্রায় আধখানা পর্য্যন্ত খালি জায়গা, তার পরেই আট-দশ হাত লম্বা-চওড়া মস্ত একটা সাজানো ঘর—চারদিকেই বড়-বড় জানালা আর দরজা। তাতে যেমন খুব মোটা-মোটা কাচের সার্শি আঁটা তেমনি দামী মখমলের পরদা ঝুলানো। আর ভিতরে কত

রকমের পুরু-পুরু গদী আঁটা বসবার চেয়ার, কৌচ, সোফা। তা ছাড়া টেবিল, আয়না, র‍্যাক, কোন কিছুরই অভাব নেই। সেই ঘরের পিছনে আরো দুখানা ছোট-ছোট ঘর। হাঁসের দু'পাশের ডানার উপর দিয়ে দু'দিকেই শেষ পর্য্যন্ত লম্বা বারাণ্ডা। হাঁসের লম্বা গলার ওপরে বড় বড় ইংরাজী অক্ষরে লেখা "বলিভিনিয়া"। আর মাস্তুলের মাথায় নিশান তাতে লেখা 'ভেলানসিও'।

খাওয়া শেষ হবার পরেই লোফেজ সকলকে বজরায় এনে দিয়ে যে কোথায় লুকালো আর দেখা গেল না। একে একে সকলেই গম্ভীর-ভাবে রাজসভার কায়দাতে অভিবাদন জানিয়ে, নিজেদের উপযুক্ত জায়গা দেখে বসলো। সৈন্যের দলও হাঁসের কাঁধের কাছে উঠে অদৃশ্য হলো। বজরার হাঁসও চললো আপনা-আপনি, ডুবো পাহাড়গুলোর আশ পাশ দিয়ে,—উজান ঠেলে—উপরের দিকে।

—তেরো—

বজরা যত এগিয়ে যেতে লাগলো, স্রোতের জোরও বাড়তে লাগলো বেশী। আর নদীর ধারের সেই গভীর বনও ক্রমে অদৃশ্য হয়ে সুরু হলো, কোয়াশায় ঢাকা, ধূ—ধূ—জলার রাজত্ব। আবছা অন্ধকারে ছায়ার মতো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চেহারার কত জানোয়ার ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ সৈন্যের দল বেরিয়ে বজরার সামনের দুপাশে তোয়ের হয়ে

দাঁড়ালো যুদ্ধ করবার জন্য। ছোট সেনাপতি গেলিসা আর তার বাপ—ইভান্সের হুকুম নেবার ভাবে সুমুখে এসে দাঁড়ালো। বিলালি পরিষ্কার ইংরাজীতে বললেন—

"এই ছ-ক্রোশী সাংঘাতিক জলার ভিতরে আফ্রিকার 'হিপোর' চেয়েও বড় বড় যে সব ভয়ানক জানোয়ার আছে, তাদের নাম পর্য্যন্ত কেউ জানেনা। আর এই নদীও এই জায়গাটাতে তেমনি অতিকায় জলের-অজগরের রাজত্ব। এই জায়গাটাতে ছোট মহারাজকে নিরাপদে পার করে নিয়ে যাওয়াই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।"

বলেই, বাপ বেটা দুজনে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ইভান্স আর র‍্যামন শার্সির ভিতর দিয়ে দেখলেন জলাতে ঢেউ তুলে মস্ত একটা কালো পাহাড় যেন তেড়ে আসছে বজরার দিকে। হঠাৎ বজরা থেকে একটা জ্বলন্ত গোলা বিদ্যুতের মতো ছুটে তার সামনে গিয়েই বাজের মতো শব্দ করে ফেটে গেল। অমনি তার ভিতর থেকে এক ঝাঁক আগুনের তীর বেরিয়ে ছুটতে লাগলো চারদিকে। জানোয়ারটা রেলগাড়ীর মতো গুড়্-গুড়্ শব্দ করতে করতে অদৃশ্য হলো কোয়াশার রাজত্বের ভিতরে। সেই শব্দে সারা নদীর জল তোলপাড় করে জলের ভিতর থেকে ঠেলে উঠতে লাগলো—হাতীর শুঁড়ের মতো, আশ্চর্য্য চেহারার অতি ভয়ঙ্কর এক রকম জলের অজগর। সৈন্যের দল প্রাণপণে যুদ্ধ করেও সকল গুলোকে হটাতে পারলে না। একটা এলো বিরাট হা মেলে—বজরার—হাঁসের মাথাটাকে গিলে ফেল্‌তে।

অমনি হাঁসের হাঁয়ের ভিতর থেকে হঠাৎ পিচকারির মতো—জোর আগুনের পিচকারির সঙ্গে ছোট-ছোট জ্বলন্ত গোলা ছুটে নদীর উপরে আগুনের বৃষ্টি করতে তারা জলে ডুবে পালালো। র‍্যামন

গম্ভীর ভাবে বললেন—"বুঝলাম একমাত্র ভেলানসিওর মহাশক্তি ছাড়া আর কারুর কোন শক্তিতেই এ পথ দিয়ে এক পা এগিয়ে যাবার উপায় নেই। আর সেই জন্যেই জগতের কেউ আজ পর্য্যন্ত এ দেশের সন্ধান জানতে পারেনি।"

জলা পার হতে সন্ধ্যা কেটে গেল, ওদিকেও সুরু হলো সাংঘাতিক রকমের বিশাল পর্ব্বতের রাজত্ব। হাঁসের মুখের ভিতর থেকে—দিনের মতো উজ্জ্বল আলো বেরিয়ে বজরা তেমনি জোরে এগিয়ে চল্‌লো। মাইল চার-পাঁচ পরে নদীটা ক্রমে খালের মতো সরু হয়ে শেষে ঢুকলো, দুপাশে আকাশে-ঠেকা পর্ব্বতের একটা বিষম গলির ভিতরে, আর জলও বানের তোড়ে নেমে আসতে লাগলো প্রায় দশ হাত উপর থেকে। কিন্তু আশ্চর্য্য, বজরার হাঁসও যেন উড়ে চল্‌লো স্রোতের তোড় ঠেলে উপরের দিকে। পর্ব্বতের গলি-পথের বিষম খাল পার হয়ে নদীটা আবার ক্রমে চওড়া হয়ে গেল বটে, কিন্তু কিছু দূর যাবার পরেই বন্ধ হয়ে গেল চারদিকে ঘেরা পর্ব্বতের ভিতরে। বজরা থামলোনা, সামনের পর্ব্বতের কাছাকাছি হতে, হঠাৎ বিরাট একটা গোল পাথর যেন কোন মন্তরে আপনা আপনি খসে, গড়াতে গড়াতে ঢুকে গেল, পাশের দিকে পর্ব্বতের ভিতরে। অমনি বেরিয়ে পড়লো প্রকাণ্ড 'টানেলের' (Tunnel) সুড়ঙ্গের মুখ, আর জলও ঠেলে বেরুতে লাগলো তেমনি জোরে। কিন্তু হাঁসের বজরা স্বচ্ছন্দে ঢুকে গেল তার ভিতরে। পরক্ষণেই সেই পাথরও আবার তেমনি ভাবে বেরিয়ে পিছনে টানেলের মুখ একেবারে বন্ধ করে দিলে।

টানেলটা লম্বায় মাইল খানেকের বেশী তো কম নয়। নদীর পাঁচ-সাত মাইল পরে-পরে, আরো তেমনি বড় বড় তিনটে টানেলের

ভিতর দিয়ে তেমনি ভাবে গিয়ে শেষে বজরা বার হলো, কুল-কিনারা শূণ্য একটা বিশাল হ্রদের বুকে। বজরা বাঁ দিকে বেঁকে এগিয়ে চলতে লাগলো।

বজরার হাঁসও যেন উড়ে চল্‌লো উপরের দিকে।

খানিক পরেই জলের ধারে ধারে বরাবর মাইল তিন লম্বা একটা নতুন রকমের দেশ অগুণতি আলোর মালায় সেজে জেগে উঠলো তার এক ধারে প্রায় পাঁচ-ছশো ফিট উপরে এক বিরাট বাড়ী তেমনি

আলোর মালায় সেজে আগুনের পর্ব্বতের মতো জ্বল্-জ্বল্ করে জ্বলছে, বাড়ীর ফটক থেকে অগুণ্তি—চক্‌চকে কালো—পাথরের চওড়া চওড়া ধাপ নেমে গেছে জলের ধার পর্য্যন্ত।

সেইখানে সিঁড়ির শেষে লাল পাথরের একটা মস্ত চাতাল জাহাজের জেটির মতো, জলের উপর পর্য্যন্ত এগিয়েছিল। বজরা জেটির দিকে এগিয়ে যেতে, হঠাৎ সেখানে, উজ্জ্বল আলোতে গড়া ভেলানসিওর চেহারা ফুটে উঠলো! সে যেন দু'-হাত বাড়িয়ে এগিয়ে নেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে! তার মাথার উপরে আর পায়ের নীচে, লাল আলোর বড় বড় ইংরাজী হরপে লেখা—

এসো বন্ধু—এসো ভাই—এসো প্রিয় ইভানেশ!
বুক পেতে আছে দেখ তোমার বলিভিনিয়া দেশ॥

মিনিট পাঁচেক সেই আলোর ছবি সুস্পষ্ট থেকে নিবে গেল, আর বজরাও গিয়ে লাগলো সেই জেটিতে। অমনি আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে সাত বার তোপের আওয়াজ হলো, আর সেই সঙ্গে চার দিক থেকে অভ্যর্থনার তুমুল চীৎকার উঠলো তিনবার। জমকালো পোষাক পরা অনেক সৈনিক পুরুষ জেটির উপরে সার দিয়ে দাঁড়ালো। ইভান্স আর তার পিছনে র‍্যামন বজরা থেকে নামতেই, সকলে একসঙ্গে হাঁটুগেড়ে বসে, তলোয়ার তুলে কপালে ঠেকিয়ে অভিবাদন করলে। তারপর সেই প্রধান সেনাপতি বিলালি সুমুখে এসে বললেন "এখন থেকে গেলিসা আর তার চল্লিশ জন সৈনিক হুজুরের 'বডি-গার্ড' (Body Guard)—দেহরক্ষী হলো। রাজবাড়ীর প্রধান রক্ষীও গেলিসা, সে হুজুরকে আপনাদের মহলে নিয়ে যাবে।"

বলে, বিলালি অভিবাদন করে ভীড়ের ভিতরে মিশিয়ে গেল।

সিঁড়ির দু'পাশের বড়-বড় চাতালগুলোতে, জম্‌কালো পোষাক পরা রাজ-কর্ম্মচারী আর আমীর ওম্‌রাুর দল ভীড় করে দাঁড়িয়েছিলো, আর দু'ধারের সমস্ত অঞ্চলটা ভরিয়ে দিয়েছিল দেশের সমস্ত প্রজার দল। গেলিসার সঙ্গে আগে ইভান্স আর তাঁর পিছনে র‍্যামন সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন উপরের ফটকে। অমনি দু'পাশের চাতাল আর আশ পাশ থেকে সমস্ত প্রজার দল হাঁটু গেড়ে বসে সম্মান জানাতে লাগলো।

তার পরে অনেকগুলো উঠান, সিঁড়ি বারাণ্ডা, দরদালান পার হয়ে গেলিসার কথা মতো দুজনে তাঁদের মহলে ঢুকলেন। ইয়োরোপের কায়দাতে—মহলটা সাজানো, আর রাজারাজড়ার মতোই সকল ব্যবস্থা। দুজনে জিরিয়ে, নেয়ে, খেয়ে, নতুন পোষাক পরে তোয়ের হলে, ঘণ্টা দুই পরে গেলিসা আবার এসে তাঁদের নিয়ে গেল 'লাল-দরবারে' ভেলানসিওর কাছে।

—————

—চোদ্দ—

রাজবাড়ীর ভিতরে 'লাল-দরবার' যেমন বিরাট—বিশাল, তেমনি যেন স্বপ্নের কারখানা! দরবারের সোনার ফটকের ভিতর থেকে, অনেকখানি দূরে, সিংহাসনের উঁচু বেদীর কাছ পর্য্যন্ত দু'ধারে সারি সারি অনেকগুলো কাচের থাম, তাদের মাথায় খিলান করা কাচের ছাদ। সেই সব থাম আর ছাদের ভিতর দিয়ে, ঠিক বিদ্যুতের মতো অফুরন্ত লাল আলোর

শিখা কেবলই ছুটোছুটী কর্‌ছে, কোথায় আরম্ভ আর শেষ বোঝা যায় না।

বেদীটা হাত ছয়েক উঁচু, সামনের দিকে নানা রঙের মাজা পাথর দিয়ে পাহাড়ের মতো সাজানো। পাথরের জোড়গুলো সোনার লতায় ঢাকা, তাতে নানা রকম রত্নের পাতা, ফল, ফুল ঝল্‌মল্ করছে। বেদী থেকে বারোটা শ্বেত পাথরের ধাপ নেমে এয়েছে!

বেদীর উপরে পাশাপাশি দুটো কাচের সিংহাসন। সিংহাসন দুটোর বাঁয়ে একটা আর ডাইনে দুটো দামী কৌচ। জোড়া সিংহাসনের উপরে, মাকড়সার জালের মতো মিহি চাঁদোয়া—সেটা যেন লাল বিদ্যুতের শিখা দিয়েই তৈরী।

বাঁয়ের সিংহাসনে ভেলানসিও বসেছিলেন। ডাইনের সিংহাসন ছিল খালি। তার পাশের জোড়া কৌচে বসেছিলো এমিলি আর তার মা মিসেস গ্রেণার।

গেলিসার সঙ্গে ইভান্স আর র‍্যামন গিয়ে যখন সেই অফুরন্ত লাল আলোর ঢেউয়ের ভিতরে ঢুকলেন, তখন মনে হলো, ঠিক স্বপ্নের মতোই কোন অপরূপ মায়া-রাজ্য! দুজনেই বিহ্বল হয়ে, কোথা দিয়ে কেমন করে সেই বেদীর নীচে গিয়ে দাঁড়ালেন, জান্‌তে পারলেন না।

হঠাৎ চমক ভাঙলো অভ্যর্থনার মহা উল্লাসের চীৎকারে। আশ্চর্য্য হয়ে চারদিকে চেয়ে দেখলেন, দরবার-ঘর অগোগোড়া ঠাস জমাট হয়ে গেছে রাঙা-রাঙা মানুষের মাথাতে। নিজে ভেলানসিও পর্য্যন্ত রাঙা হয়ে, রাঙা মুখে আদরের রাঙা হাসি ছড়িয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এসে বললেন—"এসো বন্ধু, এসো ভাই, এসো তোমার নিজের সিংহাসনে!

আর তুমিও এসো আমার পরম আদরের প্রিয় বন্ধু, তোমার বন্ধুর দেশ নিজের করে নেও।"

বলে, দুজনকে দুহাতে ধরে উপরে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে, ইভান্সকে বসালেন ডাইনের খালি সিংহাসনে। আর র‍্যামনকে বসালেন, নিজের বাঁয়ে, কৌচের উপরে। অমনি তিনটে তোপের আওয়াজ হয়ে, কে জানে কোথা থেকে, সুরু হলো অতি মিষ্ট অপূর্ব্ব অভ্যর্থনার বাজনা। ভেলানসিও উঠে দাঁড়িয়ে দরবারের দিকে চেয়ে বললেন—

"আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় বলিভিনিয়ার বাসিন্দা সকল, তোমরা সকলেই জান, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কী আদেশে বংশের পর বংশ—আমরা কিসের জন্যে, কোন দিনের আশায় যুগ-যুগান্তর হতে কেবলই সমান ভাবে খেটে নিজেদের তোয়ের করে তুলছি! এখন সে দিন আর বেশী দূরে নেই। তার প্রমাণ—এতকাল ধরে সারা পৃথিবীময় ঘুরে যা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম হঠাৎ তা পেয়েছি, এই সেই মহাপুরুষ আজ আমাদেরই হয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে আমাদের ভেতরে এয়েছেন। এখন তোমাদের কর্ত্তব্য কি আমাকে বলে দিতে হবে? তাঁর উপযুক্ত অভ্যর্থনা করে জানিয়ে দেও, তিনি তোমাদের কে? এই দেখ—আমি তাঁকে পরম সম্মান স্নেহ আর আদরে আমার ডাইনে তাঁর উপযুক্ত আসনে বসিয়েছি।"

বলে, ভেলানসিও ইভান্সকে দেখিয়ে দিয়ে নিজে বসে পড়লেন। সঙ্গে-সঙ্গে ইভান্সের আদর-অভ্যর্থনার যে মহা সমারোহ পড়ে গেল তা বলে শেষ করা যায় না।

ভেলানসিও আড়-চোখে একবার সেই দিকে চেয়ে র‍্যামনকে বললেন—"এতদিনে আমি নিশ্চিন্ত হলাম বন্ধু। ইভান্সের মনে আগে

যাই থাক্, এখন বোধ করি আর কোন সন্দেহ, আর কোন ভয়-ভাবনার জায়গা থাকবে না। পৃথিবীতে যাদের জন্যে ভয়, যাদের জন্যে ভাবনা, সেই সব আত্মীয়, বন্ধু, প্রিয়জনেরা কাছে থাকলে ভয়-ভাবনার কোন কারণই থাক্‌তে পারে না। আর তোমার সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যেখানে তোমার মা, বোন, বন্ধু, সেইখানেই তোমার সব। তাই অনুরোধ করছি বন্ধু, আজ থেকে নিজেকে এই দেশের লোক ভেবে তুমি আমার উপর বিশ্বাস আর নির্ভর করে পূরো দস্তুর আমাদেরই একজন হয়ে যাও।”

র‍্যামন সহজ ভাবে বললেন—“ভাগ্য যখন আমাকে এনে আপনাদের সঙ্গে মিলিয়েছে, তখন তার চেয়ে অন্য সাধ—অন্য আশা আমার নেই জানবেন।”

ভেলানসিও তাঁর হাত ধরে নেড়ে দিয়ে মনের আনন্দ আর কৃতজ্ঞতা জানালেন।

———

—পোনেরো—

বাস্তবিক ভেলানসিওর আদর-যত্ন আর বন্দোবস্তে পরম সুখে রাজার হালে চারজনের দিন কাটতে লাগলো। দেশের লোকেরাও সম্মান আর ভালবাসায় ভাবিয়ে দিলে। আর গেলিসার সঙ্গে র‍্যামনের বন্ধুত্ব হয়ে গেল গলায় গলায়।

দেশের ছোট-বড় সকলেই যেমন সরল প্রাণ তেমনি অতিথি-প্রিয়। সে দেশের বাইরের কোন জ্ঞান কারুর নেই। কিন্তু সভ্য জগতের নানা বিদ্যা শেখবার জন্যে ভেলানসিও নানা রকমের ইস্কুল করে সকলকে এমন তোয়ের করে তুলেছিলেন যে, তারা সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, যুদ্ধ প্রভৃতি সকল রকম বিদ্যাতেই সকল সভ্য দেশের সঙ্গে সমান ভাবে চলতে পারতো।

অথচ সকলেরই মনে এক আশা—এক দৃঢ় বিশ্বাস যে, শীগ্‌গির তারা সমস্ত পৃথিবী জয় করে বিশাল হিন্দু-রাজত্ব গড়ে তুলবে। সেই আশাতে সকলেই মহা উৎসাহে দিনের পর দিন হাসি মুখে খেটে নানা রকমের জিনিস তোয়ের করে পাহাড়ের মতো কাঁড়ি করছে। সেইজন্যে চারদিকে নানা রকমের কল-কারখানাও বিস্তর।

দেখে র‍্যামনের মনে হলো সেগুলো নতুন রকমের বিজ্ঞানের আবিষ্কারের কারখানা। কিন্তু কোথাও কোন রকম আগুনের অস্ত্রের চিহ্ন পর্য্যন্ত তাঁরা দেখতে পেলেন না। দু'বন্ধু আশ্চর্য্য হয়ে সেই কথা জিজ্ঞাসা করতে, ভেলানসিও হাস্‌তে হাস্‌তে জবাব করলেন— "তোমাদের সভ্য জগতের কামান বন্দুক গোলা বারুদের দাম কতটুকু? আমার কাছে সে সব তো ছেলের খেলনা। তার প্রমানও তোমাদের দেখিয়েছি। সময় এলে আমাদের ফৌজেরা যে সব অস্ত্র নিয়ে বার হবে, তাতে সারা দুনিয়া ধ্বংস হতে পারে, অথচ রক্তপাত হবে না—হাঃ—হাঃ—হাঃ। আমার সমস্ত কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি মিলিয়ে পাবে, ব্যস্ত হয়োনা বন্ধু, ক্রমে সব জানতে পারবে। এখন বহুদিন ধরে মহাকষ্ট সয়ে এসেছো, কিছুদিন ভাল করে জিরিয়ে নেও, দেখে-শুনে বেড়াও—আমি যা-যা বলেছিলাম তা ঠিক মিলছে কিনা?"

বাস্তবিক দু'বন্ধু যতই চারদিকে ঘুরে দেখতে লাগলেন ততই আশ্চর্য্য অবাক হতে লাগলেন। বলিভিনিয়ার সারা পশ্চিম দিকটা জুড়ে আলাদা একটা বিশাল পর্ব্বত, প্রায় খাড়া ভাবে মেঘ ফুঁড়ে উঠেছিল। তার ভিতর থেকে ডুবো সুড়ঙ্গ-পথে একটা প্রবল নদী বেরিয়ে, সেই হ্রদটার মাঝ দিয়ে বরাবর গিয়ে দেশটার তিন দিক ঘিরে, আবার অদৃশ্য হয়েছিল আর এক পর্ব্বতমালার ভিতরে। নদীর ধার দিয়ে ঘুরে পশ্চিম দিকে মাইল পাঁচ-ছয় এগিয়ে গেলে, সেই বিরাট পর্ব্বতের উপরে ছায়ার মতো কতকগুলো আশ্চর্য্য রকমের, খিলান সিঁড়ি, গম্বুজ দেখা যায়। গেলিসার মুখে তাঁরা শুনলেন যে, সেই ঘর-বাড়ীর চিহ্নগুলো অনন্তের মহা মন্দিরের নিশানা। পর্ব্বতের ভিতরে সে মন্দির এমন বিরাট—বিশাল যে, তার ভিতরে এখানকার রাজবাড়ী লুকিয়ে থাকতে পারে। তা ছাড়া আরও অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে তার ভিতরে। পর্ব্বতের ভেতর নানা রত্নের খনি আছে, সূর্য্যের আলোতে পাথরের সরু-সরু ফাটল দিয়ে তাদের আভা ঠিকরে বার হয়।

র‍্যামন আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লেন—"অমন সব রত্নের খনি ওর ভেতরে চোরে চুরি করতে পারেনা?"

"চোর বদমায়েস লোভী এ দেশে নেই। তা'ছাড়া ভেতরে যাবার পথ কোথায় তা আমদের প্রভুও দু'একজন ছাড়া আর কেউ জানেনা।"

"তুমি পথ জান—ভেতরে কখন গেছ?"

জানি, প্রভুর সঙ্গে একবার ভেতরে গিয়ে দেখেছি, ওঃ—কী ভয়ানক!

গেলিসার গলা কেঁপে, ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। র‍্যামন আশ্চর্য্য হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করতে সে বললে—"ও মন্দির যেমন পরম পবিত্র, তেমনি মহা রহস্যে ঢাকা। ওর এলাকা ক্রোশের পর ক্রোশ জুড়ে

যেমন প্রকাণ্ড তেমনি সাংঘাতিক বিভীষিকার রাজত্ব। হাজার -হাজার বছর আগে থেকে এদেশের যত লোক, যে সেখানে, যে ভাবে মরেছে, তারা ঠিক সেই অবস্থাতে সেই ভাবে আছে ওর ভেতরে। এমন লাখ-লাখ কোটী-কোটী—অগুণ্তি মরা মানুষে ভরা।"

র‍্যামন সামানেশের কাছে কতকটা শুনলেও ঠিক এমন ভাবে বুঝতে পারেন নি, জিজ্ঞাসা করলেন—"অত মড়া ওর ভেতরে কোথায় আছে ?"

"ওই পর্ব্বতমালার সমস্ত বুকের ভেতরটা ক্রোশের পর ক্রোশ—আশ্চর্য্য উপায়ে খোদাই করে, ঠিক মৌচাকের মতো, সারি সারি গায়ে গায়ে অগুণ্তি দোতলা ঘর, বারাণ্ডা, তোয়ের করা আছে। সেই সব জায়গাতে অবস্থা আর মান্যের হিসাবে মড়া গুলো সাজানো আছে। সব ঘর-বারাণ্ডা গুলোরই সামনের দেওয়াল কাচ দিয়ে তৈরী—তার ভেতর দিয়ে পরিষ্কার দেখা যায়। সবাই যেন সত্ত ঘুমন্ত! সরু সরু গলির মতো অগুণ্তি সরু সরু গলি পথ, গোলকধাঁধার মতো জড়িয়ে ঘিরে আছে। একটা ঘর, দালান কি বারাণ্ডা বাদ পড়েনি। কোথায় কার আরম্ভ বা শেষ বোঝবার উপায় নেই। না জানা থাকলে সারা বছর ধরে তার ভেতরে ঘুরে মরলেও বেরিয়ে আসা যায়না। সেই পথের ভেতরে ঢুকে চারজন মানুষ পাগল হয়ে মারা গেছে। সেই থেকেই মন্দিরের পথ বন্ধ আর পর্ব্বতের সীমানায় আসা মানা হয়ে গেছে!"

"বাইরের সীমানায় আসা মানা কেন ?"

এবার গেলিসা ভয়ে চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করে বললে—

"পর্ব্বতের ভেতরে একটা প্রকাণ্ড উপত্যকাতে মন্দিরের বিশাল হ্রদ আর বাগান আছে—এপার ওপার চোখ চলেনা। সন্ধ্যার পর

থেকে তার ভেতরে এমন আলো হয় যে আকাশ পর্য্যন্ত রাঙা হয়ে ওঠে, মনে হয় সারা অঞ্চলটাতে আগুন লেগেছে। রাত যত বাড়তে থাকে, ততই তার ভেতর থেকে বেজায় অস্বাভাবিক রকমের হাসি, কান্না গান আর বিকট হৈ-হট্টগোলের চীৎকার ওঠে। তো এমন ভয়ানক যে কাণে গেলে বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়, মানুষ ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়।"

"ওর ভেতরে যে ওরকম কাণ্ড হয় তা মন্দিরের কর্ত্তা কি—"

র‍্যামনের কথায় বাধা দিয়ে গেলিসা বলে উঠলো—"মন্দিরের কর্ত্তা তো প্রধান পুরুত—আমাদের প্রভু। তিনি যতদিন ওখানে থাকেন তত দিন কিছুই হয়না। তাঁর শক্তিকে যমে-মানুষে সমান ভয় পায়, সব ঠাণ্ডা থাকে। কিন্তু তিনি তা ওখানে বেশী দিন থাকতে পারেননা, ওখানকার ভার দিয়ে আসেন প্রধান দেবদাসী মিরিয়ার ওপরে। মিরিয়া তখন সারা মন্দিরের এলাকার রাণী হয়ে নিজের অস্বাভাবিক ক্ষমতা চালায়, আর যত উৎপাৎ—অঘটন—ভয়ের কাণ্ড—"

"অস্বাভাবিক ক্ষমতা!—তার মানে?"

"মানে বিষম!" বলে, গেলিসা ভয়ে ভয়ে চারদিকে চাইতে চাইতে আবার ফিস-ফিস করে বলে গেলো—"মিরিয়া স্থধু মন্দিরেরই রাণী নয় অন্ধকারের রাজ্যে যারা অদৃশ্য হয়ে বেড়ায় তাদেরও রাণী বললেই হয়, ভূত, প্রেত, পিশাচ ডাইনীরা তার হুকুমে চলা ফেরা করে। যত ভয়ানক রকমের গুপ্ত বিদ্যা পৃথিবীতে আছে তার ওস্তাদ সে। সেই বিদ্যার জোরে এই মন্দিরে বসে সারা দেশের সকল লোকের মনের কথা জানতে পারে, আর সেই বুঝে মানুষের এমন ভাবে সর্ব্বনাশ করে যে হাজার সাবধানে থেকেও কেউ নিস্তার পায়না। এখানে আমরা এই সব বলাবলি করছি, কে জানে সে শুনছে কি না?

আর যদি শুনে থাকে, তো নিশ্চয় জেনো, আমাদের সাংঘাতিক বিপদের দিন ঘনিয়ে আস্‌ছে!"

"মিরিয়ার এ সব ব্যাপার ভেলানসিও জানেন না?"

'জানাবে, কে? দু'বার সে চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সে যেমন দরবারে এসে ঢুকলো, অমনি সকলেই আগে তার জয়-গান করতে লাগলো। কে নালিশ করবে—প্রমাণ দেবে কে?"

"সে আসতো এখানে!—তোমরা দেখেছো?"

"না দেখলে, জানলাম কেমন করে? ফি মাসেই একবার করে আসতো দরবারে, কেবল তোমরা এখানে আসবার সময় থেকে এই পাঁচ মাস বার হয়নি।"

কথাটা শুনে কেমন একটা সন্দেহে র‍্যামনের মন ভারী হয়ে উঠলো জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন বল দেখি, আমাদের ওপরে রাগ নয়তো, কারণ ঠাওরাতে পার?"

"তোমরা বিদেশী, তোমাদের ওপরে রাগের কারণ কী? তবে আর একটা কারণ আমার সন্দেহ হয়।"

বলে, গেলিসা আবার ভয়ে ভয়ে চারদিকে চাইতে চাইতে বলে গেলো—"মিরিয়া বেজায় ক্ষমতা প্রিয়, তার মনের সাধ যে সারা পৃথিবীর। রাণী হয়ে জগতের লোককে মুঠোর ভেতরে নিয়ে পুতুলের মতো চালাবে, সে জানে যে শীগ্‌গির আমাদের সারা পৃথিবী জয় করবার দিন আস্‌বে তাই মতলব করেছিলো যে, আমাদের প্রভুকে বিয়ে করে মনের সেই লুকানো সাধ মিটিয়ে নেবে। প্রভুও প্রথম প্রথম তার রূপ-গুণে ভুলে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু জানতো বন্ধু ভেলানসিওর কাছে কারুর কিছুই লুকানো থাকেনা। তার শয়তানী-বিদ্যার বিষয় সন্দেহ করেই

বোধ হয় এত দিন তিনি কেবলই সময় পিছিয়ে দিয়ে আসছিলেন। কিন্তু এবারে, তোমার মা-বোনকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরে আসবার পরেই, একটা অমঙ্গলের কাণাঘুসো শুনে তিনি মন্দিরের ভেরতকার খবর নিতে গিয়ে, সোজা 'না' বলে তাঁর অমত জানিয়ে দেছেন। সেই রাগেই বোধ করি সে আর দেখা দেয়নি।"

"কী অমঙ্গলের কাণাঘুসো ?"

"যারা বেশা রাত পর্য্যন্ত বাইরে থাকতো, তারা নাকি মাঝে মাঝে বিকট চেহারার ছায়ামূর্ত্তি দেখ্‌তে পেতো। আমরা কোন প্রমাণ পাইনি বলে কাণে তুলিনি। প্রভুর ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে সব দূর হয়ে গেছে।"

বলে গেলিসা মুখ টিপে হাস্‌লে। কিন্তু র‍্যামনের মনে হতে লাগলো, যেন অজানা বিপদের একখানা কালো মেঘ ঘোরালো হয়ে উঠছে তাঁদের চারদিকে ছেয়ে !

—ষোল—

সপ্তাহখানেক পরে ভেলানসিও আবার সেই 'মিরিয়া' জাহাজে করে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন বিদেশে। বলে গেলেন এবার ফিরতে দেরী হবেনা। ভেলানসিও চলে গেলেন, আর একটা সপ্তাহও কাটলো না, সারা দেশটাই হঠাৎ-যেন কোন যাদু-মন্ত্রে বদ্‌লে গেলো। কেমন যেন একটা অজানা ভয়ে থম্‌থমে হয়ে উঠলো। সকলেরই মুখ ভাবনা

আর উৎকণ্ঠায় কালো হয়ে গেল। র‍্যামন লুকিয়ে মা, বোন আর বন্ধুর উপরে নজর রাখতে লাগলেন।

দিন চার পাঁচ পরে এক রাত্রে র‍্যামন তাঁদের মহলের হ্রদের দিকের বারাণ্ডায় একলা বসে ভাবছেন, হঠাৎ তাঁর চোখে পড়লো, মাইল দুই আড়াই দূরে হ্রদের বুকে কালো মতো কী যেন একটা ভাসছে! ক্রমে মাইল খানেক তফাতে এসে পড়তে, র‍্যামন দেখলেন, লম্বা-লম্বা চেহারার অনেকগুলো কালো মানুষ, মস্ত লম্বা একটা কালো ডিঙ্গী বেয়ে আসছে। কিন্তু তারা সেই পর্য্যন্ত এসেই, আবার ফিরে পর্ব্বতের ছায়ার কোলে অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না বলে কারুকে কিছু বল্‌লেন না।

দুদিন পরে সকালে গেলিসা ব্যস্ত হয়ে এসে ফিস্‌ফিস করে বললে—"বিষম বিপদ! কী যে করবো আমরা কেউ কিছু বুঝতে পার্‌ছিনা, তাই তোমরা সঙ্গে পরামর্শ করতে এলাম। এখানকার একটা ভয়ের কাণাঘুসোর কথা তোমাকে বলেছি, মনে আছে?"

"হ্যাঁ, লোকে মাঝে-মাঝে ছায়ামূর্ত্তি দেখে ভয় পেতো। আর কিছু বলনি।"

"আমরাই বুঝিনি, বিশ্বাসও করিনি তা বল্‌বো কী! সেগুলো ঠিক ছায়া মূর্ত্তি নয়, সেই রকম ধরণের অদ্ভুত চেহারার অতি বিকট মূর্ত্তি! ভূত, কি প্রেত, কি পিশাচ কেউ বলতে পারেনা। তারা নদীর দিক থেকে আসে, যারা কাজে পড়ে বেশী রাত্তির পর্য্যন্ত বাইরে থাকে তাদের ধরবার জন্যে তাড়া করে। তারপরে আমাদের প্রভু দেশে ফিরে আসবার পর একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে দিন তিনি চলে যাবার পরে হঠাৎ আ্যার স্থরু হয়েছে।"

"আবার স্থরু হয়েছে—বলকি !" র‍্যামন লাফিয়ে উঠলেন ।

"হ্যাঁ", বলে, গেলিসা শুক্‌নো গলায় বলে উঠলো—"এবার আরো ভয়ানক—মানুষ হারাচ্ছে ! এই ক'দিনের ভেতরেই পাঁচজন মানুষ একেবারে উপে গেছে, কোথাও তাদের কোন খোঁজ মিলছে না। আমি দেশের চারদিকে দশগুণ পাহারা বাড়িয়ে দিছি, কেউ কিছু সন্ধান পাচ্ছেনা। পরশু রাত্তিরে আর একজন মানুষ হারিয়েছে, কাল সকালে তার লাশটাকে পাওয়া গেছে চার মাইল দক্ষিণে নদীর জলের ধারে। বুক থেকে পেট পর্য্যন্ত নখে ছিড়ে ছিড়ে খেয়ে ফেলে রেখে গেছে । তার আশ-পাশে অনেকগুলো মানুষের সুস্পষ্ট পায়ের দাগ ।"

র‍্যামন শিউরে বলে উঠলেন – "পরশু রাত্তিরে—মানুষের পায়ের দাগ ওঃ—কী সাংঘাতিক ! শোন তবে—"

বলে, সেই রাত্তিরে হ্রদের বুকে যা দেখেছিলেন সমস্ত বল্‌লেন। শুনে গেলিসা বল্‌লে "আমিও শুনেছি সেই বিকট মূর্ত্তিরা আসে মস্ত বড় কালো ডিঙ্গীতে করে। দেশের লোক ভয়ে পাগলের মতো হয়ে গেছে, সবাই আমাদের কাছে এসে কেঁদে লুটোপুটি খাচ্ছে। আমরা কী করবো ভেবে পাচ্ছিনা, দোষী কারা—কাদের ধরবো, কোন দিকে যাবো ? এ অবস্থায় কী করতে পরামর্শ দাও ?"

র‍্যামন খানিকক্ষণ ভেবে শেষে বললেন—"দেখ ঘটনা যা, তাতে হট্টগোল করলে ফল হবেনা। এখন কারুকে কিছু বলো না। চল, আজ রাত্তির থেকে তুমি আমি বেরিয়ে দেখি আগে আসল ব্যাপারটা কী ?"

গেলিসা রাজি হয়ে, রাত দশটার সময়ে বেরোবার কথা পাকা করে কাজে চলে গেল। মিনিট দশেক পরে ইভান্স হঠাৎ অস্থির হয়ে ছুটে এসে বললেন—"বড় বিপদ শীগগির এসো ভাই ! এমির যে কী

হয়েছে আমরা কিছুই বুঝতে পারছিনা। মা আকুল হয়ে পড়েছেন।”

“সে কি, হঠাৎ তার কী হলো?”—বলতে বলতে র‍্যামন ধড়মড়িয়ে উঠলেন। ইভান্স বলে গেলেন—“অসুখ কি আর কিছু আমরা কেউ বুঝতে পারছিনা। কাল রাত্তিরে তুমি চলে আসবার একটু পরে আমিও চলে এসে শুয়ে পড়েছিলাম। আজ সকালে গিয়ে দেখি তার অবস্থা ভয়ানক—প্রায় অজ্ঞানের মতো! ছাড়া-ছাড়া যে সব কথা বল্‌ছে তার মানে হয় না। ভয়ে মুখখানা মড়ার মতো শাদা হয়ে গেছে, থেকে থেকে এক এক বার শিউরে কেঁপে উঠছে। চোখের চাউনী ফাঁকা—পাগলের মতো, তাতে ভয় মাখানো। মাঝে মাঝে বেজায় আঁৎকে এমন চেঁচিয়ে উঠছে যে শুনলে বুক ফেটে যায়। মা বল্‌লেন—ভোরের বেলায় হঠাৎ কী স্বপ্ন দেখে বিষম চেঁচিয়ে জেগে উঠেছিলো, তার পর থেকেই এই অবস্থা। কেবলই বল্‌ছে শীগ্‌গির দাদাকে ডেকে দাও।”

র‍্যামন আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে তখনি ছুটে সেই মহলে গিয়ে দেখলেন যে, ইভান্সের কথা একটুও বাড়ানো নয়। এমিলি এক রাত্তিরের ভিতরেই এমন মড়ার মতো শুকিয়ে শাদা হয়ে গেছে যে দেখলে চেনা যায় না। তখনো দু'হাতে মুখ ঢেকে, থেকে থেকে বিষম ভয়ে কেঁপে উঠছে। তাঁর সাড়া পেয়ে এমিলি মুখের হাত খুলে চেয়ে দেখেই—“দাদা—দাদা”—বলেই, হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠে, আবার মুখে হাত চাপা দিয়ে ফোঁপাতে লাগলো।

র‍্যামন তাঁর মাকে অন্য ঘরে পাঠিয়ে, এমিলির সুমুখে একখানা চেয়ারে বসে বললেন—“কী হয়েছে এমি, আগা গোড়া সকল কথা পরিষ্কার করে খুলে বল্ নইলে বুঝতে পারবোনা। কী স্বপ্ন দেখেছিস—কখন?”

"স্বপ্ন নয় দাদা, আমি এখনো চোখের ওপর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি-
—ওঃ—বাপ্!"

বল্‌তে বল্‌তে এমিলি কেঁপে, হ্রদের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। র্যামন তার দু'হাত ধরে জোর করে নেড়ে দিয়ে বল্‌লেন—"এমি, এমি, ভয় কিসের, তুই আমার কাছে রয়েছিস্। ওদিকে দেখছিস্ কী? কী হয়েছে সব আমার কাছে খুলে বল্।"

বলে, তার মাথা ধরে মুখ ফিরিয়ে দিলেন। এমিলি একটা লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে বল্‌লে—

"শোন দাদা, কাল রাত্রে তোমরা চলে যাবার পরে, শুতে গিয়ে কিছুতেই ঘুম এলোনা, এমন ছট্‌ফটানি ধর্‌লো যে বিছানায় থাকতে পারলাম না, উঠে ওই বারাণ্ডায় গিয়ে আরাম-চেয়ারে বসলাম। রাত তখন নিশুতি হয়েছে, আকাশ থেকে একটা আশ্চর্য্য রকমের আলোর ছটা পড়ে হ্রদের অন্ধকার জল অনেক দূর পর্য্যন্ত যেন মায়া-রাজ্যের মতো দেখাতে লাগলো। কতক্ষণ বসেছিলাম জানিনা, ঠাণ্ডা বাতাসে একটু তন্দ্রার ভাব এলো। অমনি হ্রদের বুকে অনেক দূরে ঠিক তারার মতো একটা আলো ফুটে উঠে, আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে ক্রমেই বড় হতে লাগলো। শেষে তীরের কাছাকাছি এসে স্থির হয়ে দাঁড়াতে, দেখলাম, সেটা তারা নয়। এক অপরূপ সুন্দরী একটা কালো ডিঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার মাথার মুকুটের মাঝখানে সেই আলোটা—দশটা তারার চেয়েও বড় হয়ে জ্বলছে দপ্ দপ্ করে! আরো আশ্চর্য্য, তার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে কেবলই লক্ষ লক্ষ বিদ্যুতের শিখা ঠিক্‌রে বার হচ্ছে! তেমন আশ্চর্য্য সুন্দরী বোধ হয় জগতে নেই, কিন্তু মুখের ভাব তেমনি নিষ্ঠুর, খালি হিংসা, অহঙ্কার,

আর ঘেন্নায় ভরা—জগতের কাকেও যেন গ্রাহ্য করে না। তার হাতে রাজদণ্ডের মতো একটা দণ্ড—তা থেকেও অসংখ্য বিদ্যুতের শিখা ছুটছে! হঠাৎ সে আমার দিকে সেই দণ্ডটা তুলে তিনবার ইসারা করে ডাকলে। সঙ্গে সঙ্গে তিনবারই তার বিদ্যুৎ ছুটে এসে লাগলো আমার গায়ে। অমনি আমার যে কী হলো জানিনা—সারা মন প্রাণ ছুটে চললো তার কাছে। সে তারপর—ঠিক যেন মন্তরের মতো কেমন এক আশ্চর্য্য গান ধরে নৌকো ফিরিয়ে নিয়ে, হ্রদের ধার দিয়ে চললো মন্দিরের ওই পর্ব্বতের দিকে। তখন হঠাৎ আমার নজর পড়লো নৌকোর দাঁড়ীদের দিকে। ওঃ, তেমন ভয়ানক বিকট চেহারা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনা। ওঃ—যেমন কালো তেমনি লম্বা, তেমনি শুক্‌নো.তার ওপর কী সাংঘাতিক মুখ! বড় বড় লম্বা-লম্বা দাঁত বেরিয়ে পড়ে লাল টক্-টক্ করছে—যেন সদ্য রক্ত খেয়েছে! দেখেই ভয়ে কেঁপে দু'হাতে মুখ ঢাকলাম।"

বলে, এমিলি আবার হাতে মুখ ঢেকে কাঁপতে লাগলো। ইভান্স তাকে ধরতে যাচ্ছিলেন, র‍্যামন ইসারা করে মানা করলেন। সেই ভাবে খানিকক্ষণ থেকে এমিলি আবার বলে গেল—

"কিন্তু আমার কাণে যেতে লাগলো সেই গানের সুর। এমন মিষ্টি আর আশ্চর্য্য যে আমাকে কেবলই টানতে লাগলো। তারপর কোথা দিয়ে, কেমন করে কী হলো জানিনা। হঠাৎ, চম্‌কে আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম, আমি গিয়ে দাঁড়িয়েছি ডিঙ্গীর ওপরে তার সুমুখে। সেই বিকট চেহারার দাঁড়ীগুলোর ওপর চোখ পড়ে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে চেঁচাতে গেলাম—স্বর ফুটলোনা। তাদের চোখগুলো কেবল অন্ধকার গর্ত্ত—তার ভেতরে যেন পাথর বসানো, পলক নেই, স্থির। তারা

কলের মতো—সমান ভাবে দাঁড় বেয়ে নিয়ে গেল পর্ব্বতের মাঝ বরাবর। অমনি পর্ব্বতটা হঠাৎ ফাঁক হয়ে পথ করে দিলে। আমরা তার ভেতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে গিয়ে পড়লাম একটা বিরাট কূয়োর ভেতরে। দাঁড়ীরা দাঁড় তুলে নিলে, আর সমস্ত নৌকাখানা আমাদের সবাইকে নিয়ে হাওয়ায় ভর করে ওপর দিকে আপনা আপনি যে কত দূর শূণ্যে উঠে গেল তা বলতে পারিনা। শেষে নৌকা থামতে আমরা যে কোথায় নামলাম তাও বলতে পারিনা। আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান রইলো, কিন্তু আর কোন শক্তিই রইলোনা।"

বলে, এমিলি যেন বেদম্ হয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার সুরু করলে—"তারপরে আমরা অনেকগুলো সিঁড়ি, দালান বারাণ্ডার ভেতর দিয়ে গিয়ে ঢুকলাম—ভেলেনসিওর লাল দরবারের মতো—প্রকাণ্ড একটা নীল দরবার ঘরে। দাঁড়ীগুলো যে হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হলো জানিনা। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, সেই রকম কাচের থাম, কাচের ছাদ কাচের দেওয়াল। কিন্তু তাদের ভেতর দিয়ে, লালের বদলে, কেবলই নীল বিদ্যুৎ ছুটোছুটি করে খেলছে! হঠাৎ সেই দরবারের বাইরের দিক থেকে হাজার-হাজার মানুষের অস্বাভাবিক রকমের হাসি গান, হৈ-হট্টগোলের চেঁচামেচি কাণে আসতে লাগলো। সে যে কী ভয়ানক—আমার বুকের ভেতরটা হিম হয়ে যেতে লাগলো! রাণী সিংহাসনে উঠে একবার বাঁ হাত তুল্‌লে। অমনি যেন থামগুলোর ভেতর থেকে একদল তেমনি মেয়ে বেরিয়ে—দম্‌কা বাতাসের মতো—আমাকে উড়িয়ে নিয়ে চললো বাইরে। তারপরে কেমন করে যে কোন সংঘাতিক রাজ্যে গিয়ে পড়লাম তা বলতে পারবোনা। মড়ার দেশ, মড়ার রাজত্ব—যে পথে যাই, যে দিকে চাই, চারদিকেই কেবল লাখ

লাখ—কোটী-কোটী মড়াতে ভরা! ঘর, দালান, বারাণ্ডা, ছাদ, চারদিকেই কেবল মরা মানুষ গিস্-গিস্ করছে ওঃ!"

আবার একবার বিষম জোরে ঠক ঠক করে কেঁপে এমিলি দু'হাতে মুখ ঢেকে চুপ করে বসলো। র‍্যামনও বিষম চমকে শিউরে উঠলেন। ইভান্স হেসে উড়িয়ে দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বন্ধুর দিকে নজর পড়ে, চমকে আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে রইলেন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে।

এমিলি লম্বা নিশ্বাস ফেলে বললে—"তারপরে সেই মেয়েগুলো ছটা মড়াকে তুলে নিয়ে, আমাকে সঙ্গে করে আবার তেমনি ভাবে নিয়ে এলো নীল দরবারে। তারপরে আমার সুমুখে ঘরের মাঝখানে মড়াগুলোকে পাশাপাশি শুইয়ে রেখে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম, তাদের দুটো পুরুষ, আর চারটে মেয়ে। মেয়েরা পরম সুন্দরী ঠিক যেন রাজার মেয়ে, পোষাকও তেমনি, যেন ঘুমিয়ে রয়েছে। কিন্তু পুরুষ দুটো তেমনি কুৎসিৎ কদাকার বিকট, যারা দাঁড় বেয়ে এনেছিলো তাদেরই মতো। রাণী তার বিদ্যুতের দণ্ড নিয়ে সিংহাসন থেকে নেমে এসে দাঁড়ালো সেইখানে। তারপর বিড়্ বিড়্ করে কী বলতে বলতে তার দণ্ডটা বুলিয়ে দিলে দুটো পুরুষ আর দুটো মেয়ের গায়ে। অমনি মড়া চারটে নীল আলোতে ছেয়ে গেলো আর মিনিটখানেক পরেই—ওঃ বাপ্‌রে, মিনিটখানেক পরেই সেই চারটে মরা মানুষ ধড়মড়িয়ে জেগে, রাণীকে অভিবাদন করে উঠে দাঁড়ালো। রাণী মুচকে হেসে বললে—"যাও বাছারা আজ তোমাদের বিয়ে, মন্দিরের বাগানে যাও, সেখানে অনেকে তোমাদের জন্যে বসে রয়েছে।"

অমনি মেয়ে দুটো আহ্লাদে সেই বিকট পুরুষ দুটোর হাত ধরে হাসতে হাসতে দরবারের বাইরে বেরিয়ে গেল। তারপরে রাণী তেমনি করে

শেষ মড়া দুটোকে জাগিয়ে তুলে বললে—"জীবন থাকতে তোদের ঝগড়া মেটেনি আমি নতুন জীবন দিলাম, এবার মনের সাধে ঝগড়া মিটিয়ে নে।"

অমনি সেই মেয়ে দুটো ঠিক বাঘিনীর মতো দুজনকার ওপরে পড়ে মারামারি, কামড়াকামড়ি, ছেঁড়াছিঁড়ি করতে করতে বেরিয়ে গেল।

তখন রাণী আমাকে বললে —"তুই কোন্ দেশের যাদুকরী জানিনা কেন এদেশে এসেছিস জানিনা, কিন্তু তোর পরামর্শে ভেলানসিও আমাদের বিয়ে বন্ধ করে দেছে। এ নিশ্চয় তোর কাজ। তোকে আজ খালি আমার শক্তি দেখাবার জন্যে এখানে এনেছি। যা দেখলি, এই রকম কোটী কোটী প্রজা আমার এখানে মহা ঘুমে নিসাড় হয়ে আছে। আমি যাদের জীবন দিলাম তা আসল নয় নকল জীবন। ওদের নিজের কোন শক্তি নেই, আমার ইচ্ছার শক্তিতে ঠিক কলের পুতুলের মতো সকল কাজ করে যাচ্ছে, ওরা সবাই আমার ইচ্ছার পুতুল। যদি আজ থেকে সাত দিনের ভেতরে ভেলানসিও দেশে ফিরে এসে আমাকে বিয়ে না করে, তা'হলে আবার তোকে এখানে এনে ঠিক অমনি করে রেখে দেবো। তোর মতো আরো এক যাদুকরী আমাদের বিয়েতে বাদ সেধেছিল। তাই ভেলানসিও কেবলই বিয়ের দিন পেছিয়ে দেছে, তাকেও এখানে দেখতে পাবি সাত দিন পরে। দুজনকে সমান শাস্তি দেবো। এখনো সাবধান।"

তার যাদুর জোরে আমার ভেতরটা অসাড় হয়ে গিয়েছিলো। কথা ফুটলোনা, অপরাধীর মতো চুপ করে থাকতে হলো। তার পরেই "—ওঃ সে কী বিষম ভয়ানক—!"

বলতে-বলতে কেঁপে এমিলি অজ্ঞান হয়ে গেল।

—সতেরো—

পর-পর দু'রাত্রি বিফল হয়ে তৃতীয় রাত্রে গেলিসার সঙ্গে র‍্যামন গেলেন, শহরের পিছন ঘুরে, মন্দিরের পর্ব্বতমালার নিচে। তার খানিক উপরে উঠে, দু'জনে ঝোপের ভিতরে লুকিয়ে বসলেন।

তাঁদের মাথার উপরে বিশাল পর্ব্বতমালা মেঘে গিয়ে ঠেকেছিল। সেখানে চাঁদ থাকলেও, পর্ব্বতের গোড়ার দিকটা অন্ধকারে ঢাকা। একটু পরেই হঠাৎ গেলিসা ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠলো—"ওই দেখ হ্রদের ওপরে পর্ব্বতের গোড়াতে, ওই খানে টানেল দিয়ে নদী বেরিয়ে এয়েছে।"

মাইল তিনেক দূরে, হ্রদের জল হঠাৎ চিক্‌মিক্ করে আলো জোর হতে একটা ডুবো টানেলের মুখ চোখে পড়লো। পরক্ষণেই তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো মস্ত লম্বা একখানা ডিঙ্গী! তার দুপাশে লম্বা লম্বা বিকট চেহারার অনেকগুলো অদ্ভুত মূর্ত্তি দাঁড় টানছে। আর মাঝে দাঁড়িয়ে এক আশ্চর্য্য সুন্দরী, তার মাথায় রাণীর মতো মুকুটে—প্রকাণ্ড তারার মতো একটা আলো জ্বলছে দপ্-দপ্ করে, আর সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে ঠিকরে পড়ছে বিদ্যুতের শিখা। র‍্যামন বিষম চম্‌কে ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠলেন—"ওই এমিলির স্বপ্নে-দেখা—"

"মিরিয়া!—চুপ!"

বলেই গেলিসা তাঁর গা টিপলেন। কিন্তু ক্রোশখানেক দূরে থেকেও সেকথা যেন মিরিয়ার কাণে গেল! অমনি তার মুকুটের তীক্ষ্ণ আলোর শিখা সোজা ছুটে এসে পড়লো সেই ঝোপটারই উপরে!

বড় জোর মিনিট দুই! তারপরেই ডিঙ্গীখানা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে

ফিরে আবার সেই টানেলে ঢুকে অদৃশ্য হলো। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখটাও বন্ধ হয়ে, অন্ধকার হয়ে গেল। ব্যাপারটা এমন চটপট ঘটে গেল যে র‍্যামনের মনে হতে লাগলো স্বপ্ন !

তাই শুনে গেলিসা বল্‌লে—"নিঃশব্দে সঙ্গে এসো।"

দু'জনে সাবধানে পাথর ধরে-ধরে ক্রমেই বেশী উপরের দিকে উঠতে-উঠতে, প্রায় আকাশ সমান উঁচুতে তাকের মতো একটা জায়গাতে দাঁড়ালেন। দুজনের পায়ের নীচে, সারা বলিভিনিয়া রাজ্যটা দেখাতে লাগলো ছোট ছবির মতো ! সেখানে একটা ফোকরের মুখ দেখিয়ে গেলিসা বললে—"এইবারে ওর ভিতর দিকে চেয়ে দেখ বন্ধু।"

হঠাৎ বিষম জোরালো লাল আলোর ছটাতে র‍্যামনের চোখ ধাঁধিয়ে দলে, কিন্তু কাণে আসতে লাগলো আশ্চর্য্য রকমের হাসি-কান্না, হৈ-হট্টগোলের বিকট অস্বাভাবিক চীৎকার ! জিজ্ঞাসা করলেন— "ওসব কী বিষম কাণ্ড ওখানে ?"

"ওইটেই মন্দিরের বাগান ! ওই অস্বাভাবিক চীৎকারই এমিলি শুনেছিলেন নীল দরবার থেকে। এখন বোঝ—তাঁর স্বপ্ন সত্যি কি না ?"

র‍্যামন আবার ভিতরে চেয়ে দেখেই বিষম ভয়ে বলে উঠলেন—"বাপ ! কী ভয়ানক ! শীগগির পালিয়ে চল আর এখানে থাকলে অজ্ঞান হয়ে যাবো !"

গেলিসা, বন্ধুকে নিয়ে নিচে নেমে এসে, ফিরে চললো শহরে। মাইল দুই পরে, একটা নালার ধারে একটা টিলার মাথাতে গাছ-পালায় ঢাকা একখানা ঘর দেখিয়ে গেলিসা বল্‌লে "ওই হেসানের ঘর, বড় শিল্পী। প্রভুর বড় প্রিয়। তাঁর তৈরী এক আশ্চর্য্য ওষুধে প্রায়ও মরেও

বেঁচে গেছে। তার খানিকটা ওর কাছে এখনো আছে। সম্বল একটি মাত্র মেয়ে – সেরেণা।"

বল্‌তে বল্‌তে, হঠাৎ সেখানে অতি তীক্ষ্ণ ভয়ের চীৎকার উঠলো। দুজনে থম্‌কে দাঁড়িয়ে চাঁদের আলোতে দেখলেন---একটি মেয়েকে টিলার উপর থেকে নিচের দিকে তাড়া করে নিয়ে আসছে—সেই ডিঙ্গীর দাঁড়ীদের মতো সাংঘাতিক বিকট চেহারার একটা কালো ন্যাংটা মূর্ত্তি!

"সেরেণা, সেরেণা ভয় নেই!" নিজেদের ভাষায় চেঁচিয়ে বল্‌তে বল্‌তে গেলিসা তলোয়ার উঁচিয়ে ছুটলো। র‍্যামনও রিভলভার তুলে ছুটলেন পিছনে পিছনে।

সেরেণা নালাটার ধার পর্য্যন্ত ছুটে এসে পড়ে গেল। দু' বন্ধুও গিয়ে দাঁড়ালেন কাছে। ন্যাংটা মূর্ত্তি তাই দেখে ফিরে টিলার উপরে উঠে অদৃশ্য হলো। সেরেণা আকুল হয়ে কেঁদে উঠলো—'বাবাকে মেরে ফেলেছে,—ওই—ওই তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে।"

দু'জনে চেয়ে দেখলেন, এক দল মানুষ যেন আর একজন মানুষকে কাঁধে শুইয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরুলো। গেলিসা হুঙ্কার ছেড়ে ছুটে উঠতে লাগলেন উপরে, র‍্যামনও রইলেন পিছনে-পিছনে।

তারা তখন গাছের ফাঁকে চাঁদের আলোতে এসে পড়েছিল। জন কতকের সৈন্যের পোষাক পরা। তারই একজন পিছন ফিরে রুখে দাঁড়ালো। তার মুখ দেখে দু' বন্ধুরই আত্মাপুরুষ উড়ে গেল। মড়ার মুখ, চোখগুলো অন্ধকার গর্ত্ত, চোয়াল নেই বললেই হয়। লম্বা-লম্বা দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ে, রক্তে ভিজে লাল টক্ টক্ করছে!

গেলিসা মূর্ত্তিটার উপরে তলোয়ার, আর র‍্যামন গুলি চালালেন। গুলি দেহ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল, তবুও তার কিছুই হলোনা। সে রাগে দু'

পা এগিয়ে হাত তুলে দু'জনকে মারতে এলো। অমনি দুটো তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ ছুটলো, আর দু'জনেই অজ্ঞান—অসাড় হয়ে মড়ার মতো পড়ে গেলেন। মূর্ত্তিগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল পর্ব্বতের দিকে।

সেরেণা দু'বন্ধুর দশা দেখে, ছুটে ঘরে গিয়ে, একটা লাল জলের বোতল এনে ছিটিয়ে দিতে লাগলো তাঁদের উপরে। দেখতে দেখতে ঘুমভাঙার মতো করে দু'জনেরই জ্ঞান আর শক্তি ফিরে এলো।

তারপরে সেরেণাকে সঙ্গে নিয়ে দু'বন্ধু যখন শহরে এসে ঢুকলেন তখন রাত প্রায় শেষ হয়ে এয়েছে। পাশেই বিশাল হ্রদের উপরে হঠাৎ নৌকার শব্দ উঠ্‌লো। তিন জনেই আশ্চর্য্য হয়ে দেখলেন সেই হাঁসের বজরা—মাইলখানেক তফাত দিয়ে তর্ তর্ করে চলে যাচ্ছে মন্দিরের পর্ব্বতের দিকে।

হঠাৎ ঝম্পাং করে একটা শব্দ হলো, আর একটু পরেই হেলেনের সেই শাদা পুমা সাঁতরে এসে উঠলো তীরে। র‍্যামন ছুটে কাছে গিয়ে বলে উঠলেন—"রোজা, রোজা, এ কী ব্যাপার।"

রোজার গলার বকলসে একটা ছোট রবারের থলি বাঁধা ছিল। র‍্যামন খুলে নিয়ে তার ভিতরে একখানা চিঠি পেলেন। তাতে ইংরাজীতে বড় বড় করে লেখা—

"এদেশের রাজা সামানেশের আমি একমাত্র সন্তান হেলেন। বাবা আজ বাড়ী নেই, এই সুবিধা পেয়ে মিরিয়ার লোকেরা রাতা-রাতি আমাকে ধরে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে। যে কেউ এই চিঠি পাবেন শীগ্‌গির বাবাকে খবর দিন, কিম্বা র‍্যামন গুপ্ত নামে যে বিদেশী এখানে এয়েছেন তাঁকে জানান। শীগ্‌গির শীগ্‌গির! এই আপনাদের রাজ-কন্যা হেলেনের একমাত্র কাতর প্রার্থনা।"

* * * *

পরের রাত্রে আবার দু'জনে বেরিয়ে একটা পাহারার কাছে খবর পেয়ে, হ্রদের ধার দিয়ে দক্ষিণে বরাবর চললেন দূর শহরতলীর দিকে। র্যামন জিজ্ঞাসা করলেন "আচ্ছা, হেলেনকে ধরে আনবার কারণ কী ?"

"হয়েছে বন্ধু, এমিলির স্বপ্নের কথা মনে কর। মিরিয়া বলেছিল যে, আরো একজনকে তার সঙ্গে শাস্তি দেবে,—সে এই হেলেন। আমি সামানেশের খোঁজে লোক পাঠিয়েছি।"

কথায় কথায় দু'জনে প্রায় মাইল চার-পাঁচ গিয়ে পড়লেন। হ্রদের বুকের নদীটা সেইখান থেকে বেঁকে পূব দিকে চলে গিয়েছিল। সামনের চার দিকেই পাহাড় বনে ভরা।

গেলিসা বললে—"ওই সব পাহাড় জঙ্গলের ভেতরে তিন ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত মানুষের বস্তি আছে। হাজারখানেক ইণ্ডিয়ানও আছে।"

গেলিসার কথা শেষ হলোনা। পোয়াখানেক তফাতে, বিষম ভয়ের কাতরাণি উঠলো। দু'জনে ছুটে চললেন সেই দিকে। হঠাৎ পাশের দিক থেকে কে একজন বলে উঠলো—"আর কোথায় যাবে ? পালাও পালাও। অন্ধকারের দেশ থেকে প্রেত-পিশাচের দল ছাড়া পেয়েছে। আর কারুর রক্ষা নেই, দেশ শ্মশান হলো। মানুষের অস্ত্র তাদের গায়ে বেঁধেনা, কী করতে পারে কে ? আমার স্ত্রী-মা-বোন কারুকে বাদ দেয়নি। নখ দিয়ে তাদের বুক ফেঁড়ে চোঁ চোঁ করে রক্ত শুষে খেয়েছে, আমি কোন রকমে পালিয়ে বেঁচেছি। আমার গুলি-বারুদ শেষ হয়ে গেছে তাদের কিছু করতে পারিনি। পালাও—পালাও।"

বলতে বলতে লোকটা একটা টিলার আড়ালে চলে গেল। সেই সময়ে আবার একটা কান্নার চীৎকার উঠতে দু'জনে ছুটলেন সেই

দিকে। কিন্তু একটা ঝোপ পেরিয়ে যেতেই চোখে পড়লো, অল্প দূরে দশ-বারোটা কালো নেংটা মূর্ত্তি চার-পাঁচটা মানুষকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের আগু-পাছু চলেছে সৈন্যের পোযাক পরা সেই রকম এক দল মরা মানুষ—শুক্‌নো মমি!

চাঁদের আলোতে স্পষ্ট দেখে র‍্যামন শিউরে বলে উঠলেন—"কোন সভ্য জগতের ইতিহাসে নেই চোখে যা দেখছি। কাল রাত্রের তারা মনে হচ্ছে, কিন্তু দলে ভারী।"

"কত বেরিয়েছে কে জানে?—ওই আবার—"

গেলিসার কথা না ফুরোতেই চারদিক থেকে কেবলই বুক ফাটা কান্না আর ভয়ের চীৎকার উঠতে লাগলো। দু'বন্ধু কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সে অঞ্চলটা নীরব হলে দু'জনে ভারী নিশ্বাস ফেলে নির্ব্বাক হয়ে ফিরে চল্‌লেন রাজধানীর দিকে! নদীর বাঁকের মুখটা পেরিয়ে গিয়ে, গেলিসা হঠাৎ সামনের দিকে দেখিয়ে বল্‌লেন—"ওই দেখ, প্রভু ফিরেছেন, 'মিরিয়া' জাহাজ আর হাঁসের বজরা পাশাপাশি চলেছে আগে। নিশ্চয়, শয়তানী আগে থাকতে গিয়ে ভেলানসিওর সঙ্গে পথে দেখা করেছে—আমাদের ওপরে তাঁর মন বিষে ভরিয়ে দেবার জন্যে। আমাদের দু'জনের সাংঘাতিক বিপদের দিন ঘনিয়ে এয়েছে জেনো।"

—আঠারো—

গেলিসার কথা মিথ্যা হলোনা। রাত পোহাতেই সারা শহরময় হৈ-হৈ পড়ে গেল। ভেলানসিও হঠাৎ দেখা দিয়েই, আবার সেই বিরাট লাল-দরবারে দরবার ডাকিয়ে বসে, তলব করে পাঠালেন র‍্যামন আর গেলিসাকে তখুনি হাজির হবার জন্যে।

সেদিন আর দরবারে আলোর খেলা কি, সিংহাসনের পাশে আর কোন আসন ছিলনা। সমস্ত আমীর-ওমরা, পারিষদ ভেলানসিওর থমথমে মূর্ত্তি দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগলো, সকলেরই মনে হতে লাগলো নাজানি কী বিষম কাণ্ড ঘটবে!

র‍্যামন আর গেলিসা গিয়ে দাঁড়াতেই, কিছুমাত্র ভূমিকা না করে ভেলানসিও র‍্যামনের দিকে চেয়ে সোজাসুজি বলে উঠলেন—"তোমরা দু'জনে বিষম অপরাধী, বিদ্রোহ, বিশ্বাসঘাতকতার নালিশ তোমাদের ওপরে! তোমরা আমাদের মহামান্য মন্দিরের রাণী, মিরিয়ার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করেছ! গুপ্তচর হয়ে তাঁর পেছনে-পেছনে নজর রেখে বেড়াচ্ছ, দেশের লোককে তাঁর বিপক্ষে ক্ষেপিয়ে তোলবা র চেষ্টা করছো। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, হালে দেশে দু'একটা খুন—গুপ্ত হত্যা—হয়ে গেছে। মিরিয়া বলছেন তোমরা নিজে সেই বিষম অপরাধের কাজ করে তাঁকে দোষী প্রমাণ করে তোলবার চেষ্টা করছো। এ সব কথা সত্যি না মিছে?"

"সত্যি কেবল এইটুকু যে—"

ভেলানসিও হঠাৎ র‍্যামনের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে কঠোর ভাবে টিটকিরি দিয়ে উঠলেন—"স্বীকার করছো ব্যস, ব্যস, যথেষ্ট! তুমি

র‍্যামন আমার পুরানো বন্ধু, আমি তোমার জীবন রক্ষা করেছি, এখানে পরম আদর যত্নে আমার নিজের মতো করে রেখে সমান স্বাধীনতা দিয়েছি। তার ফল, আমার মহত্ত্ব আর উদারতার পুরস্কার এই রকমে শোধ করছো।"

ভেলানসিওর বিচারের রকম দেখে, একলা র‍্যামন নয়, সভাসুদ্ধ সকলেই মহা ভয়ে পুতুলের মতো নির্ব্বাক—নিঁসাড় হয়ে গেল। র‍্যামন ভয়ে ভয়ে জড়ানো কাঁপা গলায় বল্‌লেন—"আমার ঢের বলবার আছে, আগে দয়া করে শুনুন—"

ভেলানসিও বাধা দিয়ে গম্ভীর ভাবে বলে উঠলেন—"আমার শোনবার আর কিছু নেই, আমি তোমাদের বিচার করছি না। মিরিয়া চান যে, নিজে তোমাদের বিচার করবেন। যা বলবার থাকে তাঁর কাছে গিয়ে বোলো। ফিরে এলে, তোমার যা বলবার আছে শুনবো।"

বলেই সৈন্যদের দিকে চেয়ে হুকুম করলেন—"নিয়ে যাও এদের দু'জনকে মন্দিরে, মিরিয়ার রক্ষীদের হাতে জিম্মা করে দিয়ে এসো।"

সভাসুদ্ধ সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে দেখলে যে, তাদের ভিতরে প্রধান সেনাপতি বিলালি নেই, তাঁর জায়গাতে আছে অদ্ভুত রকম চেহারার আর একজন নতুন আশ্চর্য্য মানুষ! হুকুম শুনেই সে, ঠিক কলের পুতুলের মতো, এগিয়ে যেতে গেলো। ঠিক সেই মুখে সভা কাঁপিয়ে আর একটা গম্ভীর রাগের ধমক উঠলো—"কখনো না, থাম।"

বলেই, হঠাৎ ঝড়ের মতো ঢুকে, ইভান্স গেলিসা আর র‍্যামনের হাত ধরে মাঝে দাঁড়িয়ে ভেলানসিওর দিকে চেয়ে কড়া গলায় দৃঢ়ভাবে বলে উঠলেন—"কখনো যাবেনা। একি অভিনয়, না বিচারের খেলা, না শয়তানি? আসামীকে তার পক্ষের কোন কথা বলবার অধিকার না দিয়ে

দোষী ঠিক করা পৃথিবীর কোন সভ্য দেশের আইনে নেই। আর এ বিচারও হতে পারেনা লোকের চোখের আড়ালে গোপন মন্দিরে, নিজের খেয়াল মতো। নালিশ যখন মিরিয়ার, তখন আনাও তাকে এই খানে—এই দরবারে। দেশের সকলের সামনে দু'পক্ষের সকল কথা শোনা হোক। আর যদি নিজের মুঠোর ভেতরে পেয়ে, নিঃসহায় নির্ব্বান্ধব বিদেশীর ওপরে এরকম অত্যাচার করতে চাও, তাহলে আমাকেও পাঠাও ওদের সঙ্গে, দোষী ওরা নয় দোষী আমি।"

ভেলানসিওর মুখের উপরে আর কেউ কখনো এমন ভাবে স্পষ্ট কথা বল্‌তে ভরসা করেনি। তিনি অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন, অথচ সেই খাঁটি ন্যায় গুলোর একটারও কাটান করবার কথা পেলেন না। তারপরে ইভান্সের শেষ কথা শুনে, যেন আশ্চর্য্য ভাবে বলে উঠলেন—

"তুমি—দোষী তুমি—এ্যাঁ ?"

"নয়তো কী ? ওরা যদি কিছু করে থাকে সে আমারই জন্যে।"

ঠিক সেই সময়ে সিংহাসনের পিছন দিকের দোর দিয়ে এক জন নতুন অদ্ভুত রকমের মানুষ ঢুকে ভেলানসিওর কাণে-কাণে কী বলে চকিতে সেই দিকেই আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। ভেলানসিও ব্যস্ত ভাবে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন—"যে যেখানে আছ, আমি যতক্ষণ না ফিরি সেই খানে থাকো।"

বলেই সিংহাসনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে পাশের দোর দিয়ে বাইরে চলে গেলেন। ইভান্স, গেলিসা আর র‍্যামনের সঙ্গে মুখোমুখী করে দাঁড়িয়ে সকল ঘটনার কথা শুনতে লাগলেন।

দরবারের মাঝখানকার প্রকাণ্ড ফাঁকা জায়গাটা তখন নানারকমের লোকে ভরে গিয়েছিল। হঠাৎ র‍্যামনের মনে হলো, পিছন থেকে

কে যেন তাঁর জামা ধরে টানলে। চকিতে পিছন ফিরে সেই ভীড়ের ভিতরে চেয়ে দেখলেন, একদল বিষম চেহারার ইণ্ডিয়ান তাঁর পিছনের ভীড়ের ভিতরে দাঁড়িয়ে নিজেদের ভিতরে কী বলাবলি করছে। সকলেরই লড়াইয়ের সাজ, গায়ে-মুখে রঙমাখা, মাথায় পালকের টুপি। তাদের সর্দ্দারের টুপি আবার সব চেয়ে বড়, মুখেও তেমনি একটা বিকট মুখোস আঁটা, আর গায়ে—রঙের বদলে—গলা থেকে পা পর্য্যন্ত এমন একটা আলখাল্লায় ঢাকা যে, রাত্রে চোখে পড়লে লোকে ভয়ে মূর্চ্ছা যায়। গেলিসাও অবাক হয়ে দেখছিলো। র‍্যামন শিউরে ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করলেন—"ওরা কি সত্যি ইণ্ডিয়ান, না রাত্রের তারা ওই রকম ছদ্মবেশে দেখতে এসেছে ব্যাপার কী হয়?"

"অসম্ভব নয়।" বলে, গেলিসা আরো কী বলতে যাচ্ছিলো, সময় হলোনা। ভেলানসিও মুখখানাকে আরো ভয়ানক ঘোরালো করে দরবারে ঢুকলেন। কিন্তু সিংহাসনের গোটা দুই ধাপ উঠে, হঠাৎ থম্‌কে ফিরে দাঁড়িয়ে একজন পারিষদকে বল্‌লেন—"বাইরে কিসের গোলমাল, খবর আন।"

হঠাৎ সকলের কাণে গেলো, কাল-বোশেখীর ঝড়ের মতো একটা আওয়াজ দূর থেকে ক্রমেই বেশী জোরালো হয়ে এগিয়ে আসছে। পারিষদ ছুটে বেরিয়ে গেল। ঠিক সেই সময়ে পাশের আর একটা দরজা দিয়ে, হঠাৎ শ'খানেক সৈন্যের সঙ্গে প্রধান সেনাপতি বিলালি ঢুকে এগোলেন সিংহাসনের দিকে। কিন্তু দু'চার পা না যেতেই ভেলানসিও আশ্চর্য্য হয়ে কড়া গলায় বলে উঠলেন—"এ্যাঁ, বিলালি! তোমার আজ এ দরবারে ঢুকতে মানা শোননি?"

"শুনেছি প্রভু! কিন্তু আমি নিজের কি আমার ছেলের জন্যে কিছু

বলতে আসিনি, আমি এয়েছি সারা দেশের লোকের হয়ে তাদের কথা বলতে। দেশে যে সাংঘাতিক কাণ্ড রোজ রাত্তিরে ঘটতে সুরু হয়েছে, তার সিকিও যদি আপনি জানতেন, তা' হলে মিরিয়ার কথায়—"

আর বলবার সময় হলোনা। ভেলানসিও কামানের মতো গর্জ্জে উঠলেন—"কী আমার মুখের ওপর ওকথা বলবার সাহস তোমার—এ ভাবে মিরিয়ার নাম—"

আর কথা ফুটলোনা, বিলালিকে শূণ্যে তুলে সজোরে আছড়ে ফেলে দিলেন দশহাত দূরে। বিলালি অজ্ঞান হয়ে গেল। ভেলানসিও দারুণ রাগে নিশ্বাসের একটা গর্জ্জন ছেড়ে, আবার গম্ভীর ভাবে ফিরে চললেন সিংহাসনে ওঠবার জন্য। কিন্তু নিচের সিঁড়িতে গিয়ে পা দেবার আগেই, হঠাৎ সেই পারিষদ হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এসে খবর দিলে—"সারা দেশের লোক রাগে জ্ঞান হারিয়ে, দলে দলে পাগলের মতো ছুটে আস্‌ছে এইদিকে। সকলেরই নালিশ আপনার কাছে!"

"কী—পাগলা শিয়াল গুলোর চেঁচামেচি শুনতে হবে আমাকে? এত ভরসা বেড়েছে ওদের! দলে কি ওদের সর্দ্দার, ওদের চালাবার মাথা কেউ নেই?"

"আছে বইকি ভেলানসিও?"

হঠাৎ ভীড়ের ভিতর থেকে সমান তেজে গর্জ্জন উঠলো—"এমন সর্দ্দার, এমন চালাবার কর্ত্তা আছে, যার কাছে এখুনি তোমাকে, আর তোমার শয়তানী সহচরীকে জবাবদিহি করতে হবে।"

দরবার সুদ্ধ লোক পাথরের মূর্ত্তির মতো চেয়ে রইলো। পরক্ষণেই ভীড়ের ভিতর থেকে সেই ভয়ানক চেহারা ইণ্ডিয়ানদের সর্দ্দার ধীর গম্ভীর ভাবে সামনে বেরিয়ে এসে, গায়ের আলখাল্লা, আর মুখোস

সুদ্ধ মাথার প্রকাণ্ড টুপীটা খুলে ফেলে, তেমনি ভাবে বলে উঠলো--
"চিনতে পারো ভেলানসিও?"

ভেলানসিওর মুখে কথা রইলো না। কিন্তু দরবার সুদ্ধ লোক বিষম চম্‌কে বেজায় আশ্চর্য্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—এ্যাঁ—সামানেশ! —মহারাজা সামানেশ!

"হ্যাঁ—আমি সামানেশ!" বলে, সামানেশ ঠাণ্ডা গম্ভীর ভাবে বলে গেলেন—

"আমার ভাই, বন্ধু, প্রাণের সমান প্রিয় সন্তানের দল, আজ সত্যিই তোমাদের মাথার ওপরে রক্ষা করবার একজন সর্দ্দারের নিতান্ত দরকার! তাই, প্রায় পঁচিশ বছর পরে আজ আবার আমি তোমাদের ভেতরে আমার পূর্ব্ব-পুরুষদের ন্যায্য অধিকার, ন্যায্য জায়গা দখল করে বসতে ফিরে এলাম। এই দেখ আমার ন্যায্য দাবীর প্রমাণ—সেই আদি কালের পুরাণো রাজ দণ্ড, আর এই সেই সবচিন্ 'সূর্য্য-মুকুট।' এখন তোমরা বল, আমাকে চাও,না কারুর কোন আপত্তি আছে?"

তুমুল সাগর গর্জ্জনের মতো চীৎকার উঠলো--"আমরা চাই—আমরা চাই তোমাকে সামানেশ! বোস রাজা তোমার সিংহাসনে! বিচার কর— রক্ষা কর তোমার সন্তানদের। জয় মহারাজ সামানেশের জয়!"

ভেলানসিও একেবারে কাঠ হয়ে গেলেন! সামানেশ আর কিছু না বলে, সোজা তাঁর সুমুখ দিয়ে সিঁড়িতে উঠে গিয়ে বসলেন সেই সিংহাসনে। পিছনে-পিছনে বারো জন ইণ্ডিয়ানও উঠে, পিছিয়ে গিয়ে সার দিয়ে দাঁড়ালো সিংহাসনের দু'পাশে—তফাতে। সেই সময়ে এক-জন লোক ইভান্সের কাণে-কাণে কী বলে, তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে গেলো। সেই তুমুল আনন্দের চীৎকার আর জয়ধ্বনিও ঘন ঘন উঠে

দরবারের বাইরে লোক সমুদ্রের ভিতরে পড়ে—ঢেউয়ের মতো—কেবলই গড়িয়ে ছুটতে লাগলো দেশের শেষ সীমা পর্য্যন্ত।

সামানেশ তখুনি আবার সিংহাসন থেকে নেমে সোজা গিয়ে অজ্ঞান—অসাড় বিলালির পাশে হাঁটু গেড়ে বসে অল্পক্ষণ কী পরীক্ষা করলেন। তারপর জনকতক লোককে ইসারা করে কাছে ডেকে, তাদের কাঁধের উপরে বিলালিকে তুলে দিয়ে চিকিৎসার জন্যে পাঠিয়ে, আবার ফিরে গিয়ে উঠে বসলেন সিংহাসনে।

—উনিশ—

সামানেশ ভেলানসিওর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার কোনও আপত্তি আছে ?"

ভেলানসিও কতকটা থতমত খেয়ে অম্‌তা-আম্‌তা করে জবাব করলেন—"আমার আপত্তি কখনো ছিলনা, তা তুমি জান। আমি নিজে তোমার কাছে গিয়ে সিংহাসনে বসবার জন্যে অনুরোধ করেছি, তখন তুমি রাজি হওনি। শেষে যদি এই ইচ্ছাই হয়েছিলো, তাহলে আগে খবর পাঠালে, আমি রাজার মতো তোমার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করতে পারতাম। তা না করে আমার মহাকাজে বাধা দিয়ে, ছদ্মবেশে চোরের মতো এ ভাবে আসাতে—"

"চোরের মতো!—"

সামানেশ হঠাৎ রাগে রাঙা হয়ে, গর্জ্জন করে উঠলেন—"চোর আমি, না তুমি? তোমার শয়তানীর মহাকাজই আমাকে এভাবে আসতে বাধ্য করেছে। ভেলানসিও, আমার মেয়ে হেলেন কোথায়? বাড়ীতে আমার না থাকার রাত্রে, ভীরু কাপুরুষের মতো, হীন চোরের মতো লুকিয়ে গিয়ে তাকে চুরি করে এনে কোথায় রেখেছো? হেলেন কোথায় ভেলানসিও?"

এত বড় সাংঘাতিক কথা জীবনে কেউ কখনো ভেলানসিওর মুখের উপরে বলতে ভরসা করেনি। সামানেশের মুখে শুনে, তিনি একেবারে হতভম্ব হয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। মুখ দিয়ে কেবল কলের মতো বেরিয়ে গেলো—"হেলেন—এঁ্যা—হে—লে—ন?"

"হ্যাঁ হেলেন! আমার সারা পৃথিবীর একমাত্র মহারত্ন হেলেন! বলিভিনিয়ার মহারাজবংশের একমাত্র শেষ চিহ্ন হেলেন! আমি আবার তোমায় জিজ্ঞাসা করছি—হেলেন কোথায়? তাকে কী করেছো? সে এখনো বেঁচে আছে, না মেরে ফেলেছো? জবাব দাও—শীগ্‌গির—শীগ্-গির। নইলে—"

বিষম উত্তেজনায় সামানেশ হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলেন, মুখের কথা আট্‌কে গেল। দরবার সুদ্ধ লোক ঠক্-ঠক্ করে কেঁপে উঠলো, সকলেরই বুক টিপ্ টিপ্ করতে লাগলো! ভেলানসিও ঠিক তেমনি ভাবে চেয়েই জবাব করলেন—"আমি কিছুই জানিনা—কিছুই বুঝতে পারছিনা।"

"বুঝতে পারছোনা! শোন।"—বলে, সামানেশ তাঁর উত্তেজনা থামিয়ে গম্ভীর ভাবে বললেন—

"কোন একটা নতুন জিনিস বার করবার চেষ্টায় আমি বাড়ী থেকে

একটা রাত্রের জন্যে কিছু দূরে গিয়ে পড়েছিলাম। সেই সুবিধা পেয়ে তুমি, কিম্বা তোমার যাদুকরীর রাণী মিরিয়া, কি তার শয়তান অনুচরের দল আমার বাড়ীতে গিয়ে ঢুকে আমার সব শেষ করে দেছে। আমার ঘুমন্ত লোকজন, চাকর-বাকর, রক্ষীর দল, সৈন্যের দল, সমস্তেরই বুক চিরে—টুঁটী ছিঁড়ে--নিষ্ঠুর ভাবে মেরে ফেলেছে। চারদিকে মরা লাশ গড়াগড়ি যাচ্ছে। শেষে হেলেনকে ধরে বন্দী করে নিয়ে গেছে।"

শুনে দরবার সুদ্ধ সকলেই রাগে, দুঃখে, উত্তেজনায়, মোরিয়া হয়ে বিষম চীৎকার করে উঠলো—"ধিক্—ধিক্--কী লজ্জা, কী শয়তানি! প্রতিশোধ—বিচার—প্রতিশোধ চাই!"

সে বিষম চীৎকারও যেন ভেলানসিওর কাণে গেল না। তিনি আন্‌মনে যেন কী ভাবতে-ভাবতে গম্ভীর নরম স্বরে সামানেশকে বল্‌লেন-- "আমি কিছুই জানিনা, বিশ্বাস কর ভাই, আমার ধারণাতে আসছেনা, এখনো বিশ্বাস করতে পারছিনা।

সেই সময়ে র‍্যামন সিঁড়ির গোটাছয়েক ধাপ উঠে হেলেনের চিঠি-খানা হাত বাড়িয়ে সামানেশকে দিলেন। সামানেশ চকিতে চোখ বুলিয়েই একবার কেঁপে উঠে, চিঠিখানা ভেলানসিওকে দিয়ে বললেন "এর কী জবাব ভেলানসিও ?"

চিঠিখানাতে চোখ দিতেই হঠাৎ যেন একটা জোর বিদ্যুৎ ছুটে গেলো ভেলানসিওর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত, চুলগুলো সব দাঁড়িয়ে উঠলো। মুখখানা অতি ভয়ানক হলো, চিঠিখানা হাত থেকে খসে পড়ে মুঠো শক্ত হয়ে উঠলো, মুখ থেকে কামান গর্জ্জনের মতো কথা বেরুলো —"যদি সত্যি হয়, যদি প্রমাণ পাই মিরিয়া আমার চোখে ধূলো দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছে,আমাকে বরাবর মিথ্যা খবর দেছে, তা হলে—তাহলে—"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ইভান্স হঠাৎ পাগলের মতো ভীড় ঠেলে ছুটে এসে, সিংহাসনের সিঁড়ির গোড়ায় ধপ করে বসে পড়েই, সামানেশের দিকে চেয়ে, হাত জুড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠলেন—"রক্ষা করুণ—রক্ষা করুণ—দোহাই মহারাজ ! মিরিয়ার লোকেরা এসে এমিলিকে ঘরের ভেতর থেকে জোর করে ধরে নিয়ে গেলো। রক্ষা করুণ, দোহাই।"

দরবার সুদ্ধ লোক একেবারে হতভম্ব—পাথর ! কেবল আড়ষ্ট চোখ গুলো ফুঁড়ে বিদ্যুৎ ছুটতে লাগলো। সামানেশ গভীর স্নেহের স্বরে বললেন—"তুমিই, এখন বুঝতে পারছি র্যামনের বন্ধু—এক সঙ্গে ইয়োরোপ থেকে এয়েছো। বিপদে ধৈর্য্য হারিওনা, আমাদের চেষ্টার ত্রুটি হবেনা।"

তারপরে ভেলানসিওর দিকে চেয়ে বললেন—"দেখ, বোঝ রাজ্যের ভেতরে—রাজধানীর বুকের ওপরেও এমন সব কাণ্ড ঘটছে যার বিন্দু বিসর্গও তোমার কাণে পৌঁছোয়না। অথবা অগাধ বিশ্বাসে তার মিথ্যা খবর গুলোকে সত্যি ভেবে, সুধু শয়তানীকে আস্কারা দেওয়া নয়, নিজেও শয়তানের মতো কাজ করবার জন্যে মেতে উঠেছো।"

ভেলানসিও সে কথায় কাণ না দিয়ে, সোজা ইভান্সের কাছে গিয়ে তার হাত ধরে তুলে, নরম গলায় জিজ্ঞাসা করলেন—"ইভান্স, যা বলছো তা কি সত্যি—প্রমাণ পেয়েছো ?"

"পেয়েছি, প্রমাণ কত চাও ? মহলের সমস্ত মেয়ে-পুরুষ রক্ষীর দল সেই লোকগুলোর ভয়ানক চেহারা দেখে এখন পর্য্যন্ত ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে—কথা ফুটছেনা। ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা কর। কিন্তু শীগগির—শীগগির।"

ভেলানসিওর মূর্ত্তি যমের চেয়েও ভয়ানক হয়ে উঠলো। দাঁতে

দাঁতে ঘষে বাজের মতো গর্জ্জন করে উঠলেন—"কী—আমার সঙ্গে খেলা, আমাকে মিথ্যা খবর দিয়ে অন্ধ করে রাখা! এমন শাস্তি—"

রাগে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর কথা আটকে গেল। সামানেশ গম্ভীর হয়ে বললেন—"বৃথা রাগে সাপট করে ফল নেই। দুটী নিরপরাধ মেয়ে তার মুঠোর ভেতরে! দরবারে সব কথা হয়না, এসো নিরিবিলি ঘরে।"

সামানেশ চারজনকে নিয়ে পিছনের ঘরে গিয়ে, র্যামন আর গেলিসার কাছে এক এক করে সকল কথা আগাগোড়া শুনে, ভেলানসিওকে বললেন -"দেখ যাদুকরীর কুহকে ভুলে তুমি কি রকম অন্ধ হয়ে আছ! আমি ইণ্ডিয়ানদের কাছে আরও ভয়ানক খবর শুনেছি—কবে, কখন, নিদারুণ ভাবে কার প্রাণ যাবে কেউ জানেনা। ঘরে থেকেও রক্ষা নেই। দেশ জুড়ে কী রকম ভয়ের রাজত্ব সুরু হয়েছে দেখ। বলতে পারো এ সব কী কাণ্ড ভেলানসিও?"

শুনতে শুনতে ভেলানসিওর মুখের উপরে হঠাৎ নিরাশার একটা কালো ছায়া জেগে উঠলো, একটা লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে সামানেশকে বললেন—

"সামানেশ! তুমি আমার ভাই—বন্ধু, অনেক দিন পর্য্যন্ত এক আশায়—এক যোগে—এক সঙ্গে কাজ করেছো। এখন আমি সব ব্যাপার দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। তাই অনুরোধ করছি, আর একবার আমার তেমনি বন্ধু হও, আমাকে যুক্তি দেও। এসো ওদিকের বন্ধ ঘরে।"

ইভান্স আর র্যামনকে সেইখানে থাকতে বলে, আর গেলিসাকে তার বাপের খবর আনতে পাঠিয়ে, সামানেশ ভেলানসিওর সঙ্গে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ইভান্স আশ্চর্য্য ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—"কী ব্যাপার ভাই?"

"কি করে বুঝবো ? কিন্তু ডাইনীর বনে সামানেশের কথার আঁচে যা বুঝেছিলাম, তাতে ভেলানসিওর ঐ রকম বদল দেখে, মনে হয় কোন সাংঘাতিক বিপদের দিন নেমে এয়েছে।"

সেই সময়ে গেলিসা ফিরে এসে জানালে যে তার বাপ বিলালি সামলে উঠেছেন বটে, কিন্তু দেশের ভয়ানক বিপদের দিন এয়েছে, ভেলানসিওর শূণ্য চাউনী আর হতাশ ভাব তার প্রমাণ।"

খানিক পরে ভেলানসিওর সঙ্গে সামানেশ ফিরে এসে, বিলালির খবর নিয়েই, সোজা ইভান্সের কাছে গিয়ে গভীর স্নেহের স্বরে বললেন—

"তুমি আমার সন্তানের মতো ইভান্স, তোমার দুঃখ তোমার অধীরতা বুঝতে পারছি, র‍্যামনেরও কম নয়, আর আমার নিজেরও তাই। যা উপায় আছে তা আমরা করবো, কিন্তু তাতে তোমারও সাহায্যের দরকার। এমিলির রক্ষার জন্যে নিদারুণ বিপদের মুখে দাঁড়াবার সাহস আছে ? অতি বড় দুঃসাহস—অফুরন্ত মনের বল চাই। সাহায্য করতে ভরসা কর ?"

ইভান্স, উত্তেজনায় অধীর ভাবে জবাব করলেন "নিশ্চয় ! সন্দেহ থাকে পরীক্ষা করে দেখুন।"

"বেশ, তা'হলে সে পরীক্ষা একেবারেই হবে রাত্তিরে। তার জন্যে তোয়ের হও।"

বলে, সামানেশ র‍্যামনকে বললেন—"তোমাকে আর গেলিসাকেও সমান সাহসের কাজে লাগাবো। তবে আমাদের দু'জনের সঙ্গে ইভান্স ছাড়া পৃথিবীর আর কোন মহা সাহসী বীর থাকলেও হবে না।"

"আশ্চর্য্য কথা ! তার কারণ বলবার কি বাধা আছে ?"

"কারণ !" বলে, একবার ভেলানসিওর সঙ্গে চোখোচোখী করে

সামানেশ স্নেহমাখানো মধুর স্বরে বলে উঠলেন—"তা'হলে শোন, ইভান্স আমাদেরই একজন—আমার বড় দাদা ইভানেশের একমাত্র সন্তান,—বলিভিনিয়ার সিংহাসনের একমাত্র ন্যায্য অধিকারী রাজা।"

"মহারাজের ভাইপো, বলিভিনিয়ার ভবিষ্যৎ রাজা, ঈশ্বর! র‍্যামন, আবেগের ভরে বন্ধুকে একবার বুকে চেপে ধরে, ভেলানসিওর দিকে চেয়ে দেখলেন, তাঁর মুখখানা করুণ হাসিতে আলো হয়ে গেছে।

—কুড়ি—

র‍্যামনের আশ্চর্য্য ভাব না কাটতেই সামানেশ বললেন "ওর অভাবেই সিংহাসনে বসেছি আমি। সকল কথা বলবার সময় নেই, কিন্তু মোটামুটি কতক জানিয়ে রাখা দরকার, শোন। রাজা হবার মাস ছয়েক পরে ইভানেশকে, দেশেরই কাজে বাইরে যেতে হয়েছিলো —তখন তাঁর স্ত্রীর কোলে মাস দুই-তিনের প্রথম ছেলে। কিন্তু তিনি দেশসুদ্ধ লোকের মানা না শুনে, সকলের অমতে, স্ত্রী আর ছেলেকেও নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে। কিছু দিন পরে খবর পাওয়া গেল— তাঁরা দুজনেই সমুদ্রে জাহাজ ডুবে মারা গেছেন, কিন্তু ছেলেটির কোন সন্ধান মিল্‌লো না, আর তখন থেকে আমি হলাম রাজা। তার পরের মোটামুটী খবর তোমাকে—আমার সেই নির্জ্জন বাড়ীতে আগেই বলেছি র‍্যামন।"

"হ্যাঁ, আমিও ইভান্সকে প্রায় তার সবই শুনিয়েছি মহারাজ !"

সামানেশ আবার স্বরু করলেন—"তখন তোমার মুখে, ইভান্সে ওপরে ভেলানসিওর হঠাৎ ভালবাসা, আর সেই ভাবে এদেশে সকলকে টেনে আনবার কথা শুনে আমার মনে একটা বিষম খট্‌কা লেগেছিল। কতকটা আঁচও দিয়েছিলাম তোমাকে। এখন দেখছি তাই ঠিক। তোমার কাছে ইভান্সের ইতিহাস শুনে ভেলানসিওর সন্দেহ হয়েছিলো যে, তোমার বন্ধুই আমাদের সেই হারাণো রাজবংশধর ! তারপর লণ্ডনে ইভান্সকে প্রথম দেখেই ভেলানসিওর সন্দেহ দূর হয়। তখন থেকে খোঁজ করে, ওঁর বিশ্বাস প্রবল হয়ে উঠ্‌তে, কৌশলে তোমাদের সকলকে এদেশে নিয়ে আসেন। তবুও যেটুকু সন্দেহ ছিলো, সেইটুকু মেটাবার জন্যে, এবারে বাইরে গিয়ে লেখা প্রমাণ পর্য্যন্ত এনেছেন। আমি এতক্ষণ সেই সবই দেখ্‌ছিলাম, আর আমার মনে এতটুকু খট্‌কা নেই।"

সামানেশ থাম্‌তে, ভেলানসিও প্রথম হাসিমুখে ইভান্সের স্বমুখে গিয়ে তাঁর হাত ধরে মিষ্টিস্বরে বললেন—"এখন বুঝেছো ইভান্স, কেন তোমাকে প্রথম থেকেই বন্ধু বলে—ভাই বলে ডেকেছিলাম ? ভেবে-ছিলাম, ঠিক সময় বুঝে, তোমার সঙ্গে এমিলির বিয়ে দিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে, সকলের স্বমুখে এই সুখবর প্রকাশ করবো। কিন্তু এখন দেখছি, হাজার বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বলবান হলেও মানুষ তুচ্ছ—তার একটা আঙুল পর্য্যন্ত নিজের ইচ্ছামতো নাড়বার শক্তি নেই, যা করান ওপর থেকে তিনি।" সামানেশ ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন—

"এখন বোধ করি, আমার কথা আশ্চর্য্য ঠেকলেও তোমাদের অবিশ্বাস হবে না। আর এটুকু না বললেও তোমরা বুঝতে পারবে না।

যে এখন আমরা দেশসুদ্ধ মানুষই কি নিদারুণ মহাবিপদের মুখে এসে পড়েছি, তার ওপরে হেলেন আর এমিলির তো কথাই নেই। অথচ রক্ষার উপায়, ভেলানসিওর অতি বিশ্বাসে, আমাদের সকল চেষ্টা, সকল শক্তি পার হয়ে গেছে !"

"এ্যাঁ—কোন উপায় আর নেই ?"

"আছে ইভান্স—একমাত্র শেষ উপায়, শোন।"

বলে, সামানেশ সুরু করলেন—"সেকালে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের আদি সময়ে রাজবংশে এক গুরু ছিলেন নাম 'শুক্রাচার্য্য'। তিনি নানা বিদ্যার সঙ্গে মহা 'বিজ্ঞানের' সাধনা করে অতি আশ্চর্য্য এক রকমের বিদ্যুতের গাছ বার করেছিলেন, তার নাম 'নিসেলা'। তা থেকে দিন-রাত কেবলই সবুজ আর ঘোর লাল রঙের ছটা বার হয়, র‍্যামন তা দেখেছে। শুক্রাচার্য্য নিসেলার সেই লাল ছটা থেকে মহাসাধনার জোরে এক মহাশক্তি পেয়েছিলেন, তার নাম 'মৃত-সঞ্জীবনী'। সেই শক্তির জোরে মরা মানুষকে সত্যিকারের নতুন জীবন দিতে পারা যায়, মানুষের ব্যামো-স্যামো ঘুচিয়ে চিরযৌবন দিতে পারা যায়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তত বড় হয়েছিলেন, শুক্রাচার্য্যের সেই মৃতসঞ্জীবনীর জোরেই। তারপর কালের ধর্ম্মে তাঁদের ধ্বংসের সঙ্গে সমস্তই আমরা হারিয়েছিলাম। শেষে বহু – বহু কালের অনেক পুরুষের পরে, ঈশ্বরের দয়াতে দৈবাৎ আবার নিসেলার বীজ পেয়ে, আমরা দু'জনে তার চাষ করি। তা থেকে অনেক আশ্চর্য্য জিনিস বার করেছি, তার প্রমাণ ইভান্সও দেখেছে—মানদ্বীপে 'মিরিয়া' জাহাজে বসে। যদিও 'মৃতসঞ্জিবনী' আমরা বার করতে পারিনি, তবুও প্রায় সেই রকম একটা শক্তি আমি বার করেছি ! তাতে

মরা জীব-জন্তু, এমন কি মানুষকে পর্য্যন্ত খানিকক্ষণের জন্যে নকল জীবন দিয়ে জীয়ন্তের মতো করে রাখা যায়। তারও প্রমাণ র‍্যামন দেখেছে আমার যাদুঘরে। ভেলানসিও, আবার, চেষ্টা আর সাধনায় সেই শক্তিকে বাড়িয়ে এমন করেছে যে, যতকাল ইচ্ছা যে কোন মরা জীবকে নকল জীবন দিয়ে জীয়ন্তের মতো করে রাখতে পারে। তাদের নিজের খিদে, তেষ্টা, জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি কিছুই থাকে না, কেবল কলের পুতুলের মতো সকল কাজ করে যায়, যে নকল জীবন দেছে তার ইচ্ছাশক্তির জোরে। তার প্রমাণ ভেলানসিওর সেক্রেটারী লোফেজ!"

ইভান্স আর র‍্যামন লাফিয়ে উঠে নিঃশব্দে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলেন সামানেশের মুখের পানে! গেলিসা পর্য্যন্ত বাদ গেলনা। সামানেশ বলে গেলেন—"আরো আশ্চর্য্য যে, মানুষের কোন অস্ত্রই এদের কিছুই করতে পারে না। রিভলভার কি রাইফেলের গুলি এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিলেও ওরা তা জানতেই পারেনা। তাও র‍্যামন আর গেলিসা দু'জনেই দেখেছো চোখের ওপরে। এখন শোন— ভেলানসিও, রাজবংশের ছেলে বলে, বংশক্রমে, অনন্তদেবের মন্দিরের হর্ত্তা-কর্ত্তা প্রধান সেবক। তেমনিতর একজন প্রধান দেবদাসীও আছেন মন্দিরে নাম 'মিরিয়া' তাও বলেছিলাম। তার সঙ্গে ভেলানসিওর বিয়ের কথা এক রকম স্থির হয়েই গিয়েছিলো।"

"এই থেকে শেষের কোন কথা আমি ইভান্সকে জানাতে ভরসা করিনি মহারাজ।"

"ভালোই করেছো, তাতে ওর উৎকণ্ঠা বাড়তো মাত্র। এই মিরিয়ার কতকগুলো অস্বাভাবিক রকমের আশ্চর্য্য গুপ্ত-বিদ্যা জানা

আছে, তার জোরে কতকগুলো অস্বাভাবিক শয়তানী শক্তিও জন্মেছে তার। ভেলানসিও আগে জানতেন না বলে, ভবিষ্যৎ ধর্ম্মপত্নীর কাছে নিজের কোন কথাই সরল বিশ্বাসে খুলে বলতে বাকী রাখেননি। তারপরে কানাঘূষোতে তাকে যাদুকরী বলে মনে সন্দেহ জাগতে, তিনি বিয়ে পিছিয়ে দিতে লাগলেন, গুজবের সত্যি-মিথ্যা প্রমাণ পাবার জন্যে। তখন থেকেই ভেলানসিওর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি, এবার তার কথা।"

বলে সামানেশ তাঁর মুখের দিকে চাইলেন। কথাগুলো শুনতে শুনতে ভেলানসিওর ভিতরে হঠাৎ যেন একটা ওলোটপালট ঘটে গেল, অস্থির হয়ে বলে উঠলেন—"না, না, এতদিন জানতামনা—মানতামনা—বিশ্বাস করিনি তোমাকে হে অনন্তের মূর্ত্তি ঈশ্বর! মহা মূর্খ আমি, নিজের শক্তি আর শয়তানীর যাদুতে মেতে থাকতাম্। এখন তোমাকে চোখের ওপর জাগ্রত দেখছি আর সব সত্যি—স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে! আর আমার শক্তি নেই—পারবোনা। তুমি ওদের জানিয়ে দাও সামানেশ।"

তাই শুনে সামানেশ আবার বললেন—"লোফেজকে সেক্রেটারী করবার পর থেকে ভেলানসিওর মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে শীগগির আসল মৃতসঞ্জীবনী শক্তি বার করতে পারবেন; আর সেই বিশ্বাসেই তোমাদের কাছে বলেছিলেন যে অগুণ্তি কোটী কোটী ফৌজে পৃথিবী ছেয়ে ফেলবেন। গেলিসা জানে, আর র‍্যামনকেও আগেই জানিয়েছি—মন্দিরের বিশাল পর্ব্বতের ভেতরে, বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য শক্তিতে,সেই আদি কাল থেকে এদেশের কোটী—কোটী—কোটী—আগুণ্তি সৈন্য আর অন্য সব মরা মানুষের মমি জীয়ন্তের মতো সাজানো আছে। মৃত সঞ্জীবনীতে তাদের আবার বাঁচিয়ে পৃথিবী ছেয়ে ফেলা মোটেই আশ্চর্য্য

নয়। সে শক্তির কতকটা উনি দখল পর্য্যন্ত করেছেন, তার প্রমাণ র‍্যামন আর গেলিসা আগেই পেয়েছে হেসানের ঘরের সেই আশ্চর্য্য ওষুধে, আর তুমিও ইভান্স চোখের ওপর দেখ। আমাদের দুজনের বয়স সমান হলেও, ভেলানসিও আজ পর্যন্ত নিখুঁত যুবা পুরুষ!"

সামানেশের কথায় দুবন্ধুর মনের সকল .সন্দেহই এতদিনের পরে ঘুচে গেল। ভেলানসিওর উপরে ভক্তি শ্রদ্ধা আর ভালবাসা দশগুণ বেড়ে গেল! সামানেশ বলে গেলেন—

"ভেলানসিওর সকল ইচ্ছাই পূরতো নিশ্চয়, কিন্তু ঈশ্বরের তা ইচ্ছা নয়। নিশ্চয়ই আমাদের হিসাবে ভুল আছে—দেশের সেই গৌরবের দিন এখনো আসেনি, নইলে এমন ঘটবে কেন? ভেলানসিওর কাছে থেকে, নিসেলার লাল বিদ্যুতের রহস্য জেনে নিয়ে মিরিয়া—ভেলানসিওকে না জানিয়ে সে বিদ্যা দখল করে নেছে। মৃতসঞ্জীবনী শক্তি বার করবার আশাতে উনি মন্দিরের বাগানে নিসেলার মস্ত বড় চাষ করে রেখেছেন। সে সবই মিরিয়ার মুঠোর ভেতরে। তার ওপরে সে যে সব কুহক বিদ্যা জানে, তার জোরে সে কালের ক্রীত দাসদের নোংরা মমিগুলোকে নকল জীবন দিয়ে, দলে দলে পিশাচের সৃষ্টি করে রাত্রে ছেড়ে দিচ্ছে দেশের ওপরে। যত দিন বিয়ের আশা ছিলো, ততদিন চেপে ছিলো; কেবল ভেলানসিও দেশের বাইরে চলে গেলে,মাঝে-মাঝে গভীর রাত্রে ছেড়ে দিতো নিজের বিদ্যা আর সেগুলোর শক্তি পরখ করবার জন্যে। তাতেই কিছুকাল আগে থাকতে দেশে একটা অজানা ভয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। তারপরে এখন বিয়েতে হতাশ হয়ে, সে গুলোকে রোজ রাত্রে ছেড়ে দিয়ে দেশ ছারখার করে শোধ নেবার মতলব করেছে। এমিলির স্বপ্নের কথা মনে কর। তা স্বপ্ন

ভেবোনা শয়তানীর বিষম যাদুর খেলা। পিশাচেরা সকলেই মিরিয়ার ইচ্ছাশক্তির জীব, অস্ত্রে ফল হবেনা—কে কী করতে পারে? দেশের এমন নিদারুণ দুর্দ্দিনের কথা আমাদের ইতিহাসেও নেই। এর এক-মাত্র প্রতিকার—"

"বলুন বলুন, যত কঠিন—যত দুঃসাহসের হোক, আমি এখুনি তোয়ের আছি। বলে, ইভান্স বুক ঠুকে দাঁড়ালেন। সামানেশ খুশী হয়ে বললেন—"আমাদের জাতকে রক্ষা করবার জন্যে গুরু শুক্রাচার্য্য হুকুম করে গেছেন, দেশের এই রকম মহা বিপদ—মহা সর্ব্বনাশের দিনে, রাজ বংশের তিন সন্তান মিলে এক সঙ্গে, এক মনে তাঁকে ডেকে জানালে, তিনিই ওপর থেকে রক্ষার উপায় করে দেবেন। আর সেই জন্যে জায়গা, সময় আর নিয়মও ঠিক করে দিয়ে গেছেন। তার সবগুলোই ভয়ানক। রাজবংশের ভেতরে আমি, ভেলানসিও, আর তুমি ছাড়া অন্য কেউ নেই। তোমার সাহায্য দরকার। কিন্তু অতি ভয়ানক কাজ। একজনের বুক ভয়ে ঈষৎ কাঁপলেও, সেই মুহূর্ত্তে এক সঙ্গে তিনজনকেই সাংঘাতিক রকমে ধ্বংস হতে হবে। তা ছাড়া, ফল না হতেও পারে। কিন্তু যখন আর অন্য উপায় নেই, তখন এই শেষ উপায় দেখাই আমাদের ইচ্ছা। এখন তুমি ভরসা কর?"

"হাজার বার! আমার বোন, আমার ভবিষ্যৎ স্ত্রী, আর প্রজাদের চেয়ে, দেশের চেয়ে, আমার প্রাণটা বড় নয় কাকা।"

"খুশী হলাম, তোয়ের থেকো রাত এক প্রহরের পর। তোমরা দু'জনেও তোয়ের থেকো বন্ধু।" বলে, সামানেশ ভেলানসিওকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

—একুশ—

রাত প্রহর খানেকের মুখেই বিলালির সঙ্গে তিনশো সৈন্য নিয়ে এসে, ভেলানসিও আর সামানেশ, দু'বন্ধুর. সঙ্গে গেলিসাকে নিয়ে চল্লেন মন্দিরের পর্ব্বতমালার দিকে। র‍্যামন আর গেলিসা যেখানে বসে মিরিয়াকে দেখেছিলেন, সেই পাহাড়ের একেবারে মাথাতে উঠে, সকলে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। সামানেশ বিলালিকে চাপা গলায় বল্লেন—"এইখান থেকে আমাদের আলাদা হতে হবে। এই লুকানো পথের চাবি নেও, সেই পথে নিসাড়ে সকলকে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে 'নীল দরবারের' পেছনে নিচেকার চোরা কুঠরীতে। তোমাদের সঙ্গে পঁচিশটা আমাদের তৈরী চোরা মশাল আছে। আর যে সরু-সরু লম্বা নেকড়ার ফালির মতো জিনিষ গুলো দিছি, সেগুলো, সকলকে ভাগ করে দেবে। রাত ঠিক একটার পনেরো মিনিট পরে, যেমন ঠাকুরের ঘড়ির গৎবাজনা থামবে, অমনি মশাল জ্বেলে ইসারার জন্যে কাণ খাড়া করে রাখবে। ইসারা শোনা মাত্রেই সকলে ছুটে নীল্ দরবারে ঢুকেই সব দোর জানালা আগে ভালো করে এঁটে বন্ধ করে সমস্ত জোড়ের ওপরে ফালি গুলো বসিয়ে হাত চেপে টেনে দেবে। যদি দৈবাৎ কারুর নজরে পড়, সকলের হাতে যে ছোট-ছোট লাঠি দিছি, তাই দিয়ে মারবে খুট করে—তাতেই হবে, বুঝেছো? —কিন্তু— কিন্তু বন্ধু, যদি অনন্ত দেবের ইচ্ছায় আমরা বিফল হই, তা'হলে— তা'হলে—আর কিছু বলবার নেই—এই শেষ দেখা!"

তারপরে র‍্যামন আর গেলিসাকে কাছে ডেকে ব'ললেন—"তোমরা

দু'জনে সত্যিই দুঃসাহসী বীর, দেশের বন্ধু—দেশের ভক্ত ছেলে! যাও বিলালির সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য করবার জন্যে। যদি অনন্তদেব দয়া করেন, তা'হলে আমাদের আগেই দেখতে পাবে এমিলি আর হেলেনকে। এমিলি তোমার বোন আমার বেশী বলবার নেই, কিন্তু হেলেনকে ভরসা দিও আশ্বাস দিও, দু'জনকে দু'পাশে নিয়ে সাহস দিও যতক্ষণ না আমরা গিয়ে পড়ি। আর তাঁর ইচ্ছা যদি অন্য রকম হয়, তা'হলে এ জীবনে এই শেষ, পর জীবনে বুকে ধরবার জন্যে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো।"

বিলালি দলের সকলকে নিয়ে পর্ব্বতমালার গা বেয়ে—হ্রদের দিকে নামতে-নামতে চোখের আড়ালে চলে গেলেন, আর, গেলিসার সঙ্গে র‍্যামন যে পথে পর্ব্বতে উঠে ফোকরের ভিতর দিয়ে মন্দিরের বাগানের কাণ্ড দেখেছিলেন, ভেলানসিওর সঙ্গে সামানেশ আর ইভান্স বরাবর সেইখানে উঠে, সেই ফোকরের ভিতরে গলে ওপারে নেমে, ক্রমে গিয়ে দাঁড়ালেন একটা খুব বড় ইঁদারার মতো জায়গাতে।

জায়গাটা সমান চৌকো—লম্বা, চওড়ায় পঁচিশ হাতের কম নয়। চারদিকেই চার হাত চওড়া তেলা পাথরের পাঁচীল, খাড়া হয়ে উঠে গেছে বারো হাত উঁচু পর্য্যন্ত। মেঝের মাঝখানে, চারদিকের দেওয়াল থেকেই চার হাত করে তফাতে, ছ'হাত উঁচু পাথরের গোল বেদী। সেই বেদীর উপরে, ধার দিয়ে মানুষ চলাচলের মতো জায়গা ছেড়ে, আর একটা তিনকোণা বেদী উঠেছে বুক সমান উঁচুতে। তার তিন দিকের মাথাতে তিনটে পাথরের ছোট গামলা বসানো। আর মাঝখানে —খুব মোটা করে খোদাই করা—শাখের মতো চেহারার একটা ছবি, তার উপরে বসানো মোটা পাথরের আর একটা বড় গামলা।

সেইখানে ইভান্সকে রেখে ভেলানসিও সামানেশকে নিয়ে চলে গেলেন বাইরে। ইভান্স চারদিকে চেয়ে দেখলেন, মাথার উপরে আকাশ ছাড়া আর কোন কিছু নজরে পড়ে না, বাইরের কোন শব্দ কানে আসেনা। একটু পরেই তাঁরা দুজনে কতকগুলো চন্দন কাঠের টুকরো আর একটা ছোট থলিতে এক রকম গুঁড়ো নিয়ে ফিরে এলেন। তারপরে তিনজনে উঠলেন প্রথম বেদীতে।

ভেলানসিও সব গামলা গুলোতে কাঠের টুকরো সাজিয়ে কী একটা ছোঁয়ালেন, অমনি চারটে গামলাতেই আগুন জ্বলে চন্দনের গন্ধে জায়গাটাকে ভরিয়ে দিলে। শেষে, থলি থেকে এক আঁজলা করে গুঁড়ো নিয়ে তিনটে ছোট গামলাতে দিয়ে, বাকী সমস্ত ঢেলে দিলেন বড় গামলার আগুনে।

একটু পরেই সে গুলো থেকে গাঁজলা বেরিয়ে ফুটতে স্বরু হলো, আর ঘোর লাল রঙের ধোঁয়া সমস্ত জায়গাটা কোয়াসার মতো ছেয়ে উঠতে লাগলো আকাশে। তিন জনেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেমন যেন একটা স্বপ্নের মতো ঘোরে সকলকেই ছেয়ে দিতে লাগলো! সামানেশ ইভান্সকে বললেন—"সময় কাছিয়ে আসছে যদি একটুও ভয় পাও, তা'হলে এক-সঙ্গে আমরা তিন জনেই শেষ হয়ে যাবো। ভয়ই মানুষের প্রধান আর প্রবল শত্রুর! কিন্তু সাহসে বুক বেঁধে দাঁড়ালে কোন বিপদই মানুষের কিছু করতে পারে না। এখনো সময় আছে—ভেবে দেখো।"

সামানেশের কথার জবাবে ইভান্স কেবল মাত্র তাঁর দিকে একবার ফিরে চাইলেন। সামানেশ খুশী হয়ে বললেন—"আমিও এই আশাই

করেছিলাম, এই তো দাদার রক্তের প্রমাণ! এই নাও—এই লাঠি হাতে রাখ, তোমাকে সাহায্য করবে।”

বলে, কোন রকম ধাতুর তৈরী হাত দুই লম্বা একটা মোটা লাঠি ইভান্সকে দিলেন। সেই লাঠিগাছাটা মুঠো করে ধরার পর থেকেই হঠাৎ তাঁর সারা দেহের ভিতরে যেন হাজার হাজার ছুঁচ ফুটতে সুরু হয়ে, সমস্ত শরীর কেবলই চিন্‌-চিন্‌ করতে লাগলো। কিন্তু তাতে কোন রকম কষ্ট কি অশ্বস্তি মোটেই হলোনা, বরং এমন মিঠে মোলায়েম ঠেক্‌তে লাগলো যে, সঙ্গে-সঙ্গে উৎসাহ, ফূরতি, শরীর আর মনের বল যেন কোন যাদু মন্তরে বেড়ে উঠতে লাগলো হু হু করে! ভেলানসিও তাঁর দিকে ফিরে শান্ত গভীর স্বরে বল্‌লেন—“ভাই ইভানেশ! এখন আর এ নামে তোমায় ডাকবার আপত্তি দেখিনা, বরং এই নামই আমি ভালবাসি।”

ইভান্স আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে দেখলেন, ভেলানসিওর মুখের ভাব অসম্ভব রকম বদলে গেছে। অনুতাপের নিস্তেজ, গম্ভীর, শান্ত ভাবে মুখখানা ছেয়ে গেছে, আর তাতে আগেকার চেয়ে তাঁর মুখের শোভা বেড়ে গেছে বেশী! ইভান্স নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে রইলেন। ভেলানসিও বলে গেলেন—

“ভাই ইভানেশ! তোমার সঙ্গে তোমার সমস্ত আপনার জনদের আমিই জোর করে এখানে এনে এই দশায় ফেলেছি। কিন্তু বিশ্বাস কর ভাই, তোমাদের সকলকার ভালো করবার ইচ্ছা ছাড়া কোন রকম কু-মতলব আমার মনে ছিল না।”

“সে বিশ্বাস এখানে আসবার পরে থেকেই আমার মনে হয়েছিল, আর এখন তা একেবারে দৃঢ় হয়ে গেছে!”

ঈষৎ মধুর হাসিতে ভেলানসিওর সারা মুখখানা ক্ষীণ চাঁদের মতো ঠাণ্ডা আলোতে ভরে গেল। তেমনি ভাবে ইভান্সের মুখের পানে চেয়ে তিনি আবার বললেন—"তা'হলে এর পরে ভাই, ভবিষ্যতে এমনি বিশ্বাসেই আমার কথা মনে করো।"

"একথা কেন বল্‌ছো ভাই? আজ আমরা দুজনে রক্ষা পেলে তুমিও কি রক্ষা পাবেনা—আমাদের সঙ্গে থাকবে না?"

গভীর দুঃখের আবেগে ইভান্স কথা ক'টা জিজ্ঞাসা করে উঠলেন। ভেলানসিও তেমনি ভাবে চেয়ে কেবল ঈষৎ হাসলেন। ঠিক সেই মুখে সামানেশ বিষম চাপা গলায় আওয়াজ দিলেন—"চুপ!"

ভেলানসিওর হাতেও তেমনি একটা ছোট লাঠি ছিলো। তিনি চকিতে ফিরে সেই লাঠির ডগার দিক্‌টা একবার বড় গামলার আগুনের উপরে ধরলেন। অমনি লাঠি থেকে ঘোর লাল শিখা বার হতে সুরু হলো। তিনি লাঠিটা সরিয়ে এনে এগিয়ে ধরলেন।

দেখতে দেখতে লাল শিখায় সমস্ত লাঠিটা ভরে গেল, তার পরে সেই শিখা ভেলানসিওর হাতের ভিতর দিয়ে সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ে খেল্‌তে লাগলো—মাথার চুল পর্য্যন্ত বাদ গেলনা। সেলানসিও বাঁ হাত বাড়িয়ে দিলেন সামানেশের দিকে, তিনিও বাঁ হাতে সেই হাত ধরলেন। পরক্ষণেই তাঁরও মাথা থেকে পা অবধি ক্রমে ক্রমে ছেয়ে গেলো তেমনি লাল শিখাতে। তখন সামানেশ ভেলানসিওর হাত ছেড়ে ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন ইভান্সের দিকে। ইভান্স বাঁ হাত বাড়িয়ে সামানেশের হাত ধরতে, সেই লাল শিখা গুলো তাঁর শরীরেও ছড়িয়ে পড়ে সারা গায়ে খেলতে লাগলো। তিন জনেই লাল বিদ্যুতের শিখাতে জড়িয়ে জ্বল্-জ্বল্ করে জ্বল্‌তে লাগলেন।

—বাইস—

মিনিট খানেক তেমনি দাঁড়িয়ে থেকে ভেলানসিও, লাঠির ডগার দিক বাড়িয়ে ধরলেন আকাশের দিকে। তা থেকে ক্রমেই অফুরন্ত লাল শিখা বেরিয়ে, ছায়াপথের মতো বরাবর একটা দাগ ফেলে, গোল হয়ে গিয়ে ঠেক্‌লো আকাশে। অমনি তার ভিতরে ফুটে বেরুলো একটা ছোট্ট কালো দাগ।

দাগটা সেইখানেই ক্রমে স্পষ্ট আর বড় হয়ে মস্ত পাখীর মতো. যেন প্রকাণ্ড ডুটো পাখা মেলে সোঁ—সোঁ করে নামতে লাগলো সেই পথ দিয়ে নীচের দিকে। ক্রমে মাথার উপরে এসে পড়তে তিন জনেই স্পষ্ট দেখলেন সেটা পাখী নয়, ডানাওয়ালা প্রকাণ্ড মানুষ! সে নেমে সেই পাথরের চওড়া পাঁচীলের মাথাতে বসে পড়লো ডু'পা ঝুলিয়ে। তখন তাঁরা দেখলেন, চেহারা মানুষের হলেও, মুখ কিন্তু মানুষের নয়। সে যে কী সাংঘাতিক মুখ, তা মানুষের কল্পনাতেও আসেনা। প্রায় মিনিট পাঁচেক সেই ভাবে বসে থেকে সে জিজ্ঞাসা করলে—"আমাকে ডেকেছো কেন ভেলানসিও—কী তোমার প্রার্থনা?"

আওয়াজ অতি কড়া অথচ বিষম গম্ভীর, এলো যেন অনেক—অনেক দূর থেকে! ভেলানসিও স্থির—ধীর—গম্ভীর ভাবে জবাব করলেন—

"আমরা তোমাকে ডাকিনি—'বেন্‌কাস্‌টা, আমার কোন প্রার্থনা নেই তোমার কাছে, তুমি কেন এয়েছ? আমরা তোমাকে চাইনা।"

"জানি, চাও 'ভেনাস্‌টা'—শুক্রকে। সে আসবেনা, তোমাদের ছেড়েছে, তাই আমি এলাম।"

"অসম্ভব—ভেনাস্‌টা—শুক্র আমাদের ছাড়বেন ! বিশ্বাস করিনা।" ভেলানসিও সমান তেজে—জবাব করলেন। সেই স্বর আবার এলো—"সে আসবেনা আমি এসেছি—কি চাও বল, আমি দিতে পারি।"

"চাইনা—কিছুই চাইনা, তুমি যেতে পার।"

"মিরিয়া যা প্রার্থনা করেছিলো তা পূর্ণ করেছি।"

"ওঃ—মিরিয়া তোমার সাহায্য নেছে ? মুর্খ আমি—একথা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিলো ! তবুও তোমার কোন অনুগ্রহে আমার দরকার নেই। তুমি স্বচ্ছন্দে ফিরে যাও।"

"মুর্খ ! কেন বৃথা ভেনাস্‌টাকে ডাকবে—সে আসবেনা। শেষে আবার আমারই দয়া ভিক্ষা করতে হবে। বোঝ—এখনো ভেবে দেখ।"

"ভেবেছি, বুঝেছি—কোন দয়া, কোন সাহায্য তোমার চাইনা। আমার অজানতে মিরিয়াকে ভর করে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি—অনেক সর্ব্বনাশ করেছো, এখন তোমার দয়া আর ভয় দেখানো—দুই-ই আমি সমান অগ্রাহ্য করি !"

তবুও সে মূর্ত্তি না-ছোড় ! আবার বলে উঠ্‌লো—"হায়রে অহঙ্কারী, কার দয়া তবে চাও—শুক্র ? পাবেনা, ইচ্ছা থাকলেও সে পারবেনা, আমার মতো ক্ষমতা তার নেই। তোমার মনের আজ এমন বদল দেখছি কেন ? এখনো ফেরো, এখনো—"

"চুপ কর—থাম, আর লোভ দেখিওনা—ভোলাতে পারবে না।"

"ধর—ধর—নেও কী চাও তুমি—"

"চুপ কর শয়তান ! দূর হও ! আর তোমার সঙ্গে কথা কইবোনা বেন্‌কাস্‌টা—দূর হও !"

হঠাৎ একটা জোর ঘূর্ণী বাতাসে আশ-পাশ থেকে কোটী-

কোটী মরা মানুষের ঠাণ্ডা দীর্ঘ নিশ্বাস উঠে চারদিকে 'হায়-হায়' করতে লাগলো, আর ইভান্সের নাকের একেবারে ডগাতে একটা অতি বিকট মুখ এসে এমন জোরে নিশ্বাস ছাড়লে, যে তাঁর বুকের ভিতরটা ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে গেল। ইভান্স—অজ্ঞানের মতো—হাতের লাঠিটা তুলেই সজোরে মারলেন এক ঘা !

কিন্তু তার আগেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল, বেন্‌কাসটাও পলকে শূন্যে উঠে, অল্প দূরে, বেজায় উঁচু একটা চূড়োর উপরে গিয়ে ছায়ার মূর্ত্তির মতো দাঁড়ালো। অমনি সেখানে যেন আর একটা ঘুর্ণী উঠে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর উড়িয়ে নিয়ে এলো ঠিক মাথার উপর। সঙ্গে-সঙ্গে তার নাকের নিশ্বাসে আগুণ্‌তি সাপ গর্জ্জন করতে করতে তেড়ে এলো। ইভান্স আড়চোখে দেখলেন সামানেশ ডান হাত বাড়িয়ে তাঁর বাঁ হাতখানা লোহার মতো জোরে চেপে ধরে আছেন !

পর মুহূর্ত্তেই বেনকাসটা প্রকাণ্ড ডানা দুটো নাড়তে অতি বিকট চেহারা হাজার-হাজার ছায়ার প্রাণী চারদিক থেকে উড়ে খেতে এলো, সেই সঙ্গে বেজায় পচা একটা দুর্গন্ধে চারদিক ভরে গেল। ইভান্সের নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এলো, মাথা ঘুরতে লাগলো।

হঠাৎ ভেলানসিও বেজায় উৎসাহে চীৎকার করে উঠলেন—"ওই—ওই আসছেন। দেখ সামানেশ, দেখ ইভানেশ. ওই—ওই ! মিথ্যাবাদী বেন্‌কাসটা, মিছা ব'লে লোভ দেখিয়ে মজাবার চেষ্টায় ছিলো। ওই—ওই আসছেন ভেনাস্‌টা ! শীগ্‌গির এস প্রভু, তোমার সন্তানদের রক্ষা কর !"

হঠাৎ বুক কাঁপিয়ে ইভান্সের জ্ঞান ফিরে এলো। চমকে চেয়ে দেখলেন, কোথাও কোন দিকে আর সেই বিভীষিকাগুলোর চিহ্ন

পর্য্যন্ত নেই, বেন্‌কাসটার সঙ্গে সবাই উপে গেছে ! তার বদলে চোখে পড়লো, দূর আকাশের কোলে মস্ত একটা তারা জ্বল্‌ জ্বল্‌ করে সবুজ আভা ছড়িয়ে দিচ্ছে। সেই আলোর ছটা, ভেলানসিওর লাঠির ছটার সঙ্গে, সরু তারের মতো হয়ে মিশে যাচ্ছে। আর সেই আলোর তার দিয়ে বাতাসে নেমে আসছেন. আলো দিয়ে গড়া, আলোর মূর্ত্তি, দেবতারই মতো এক মহাপুরুষ !

মহাপুরুষ চোখের পলকে নেমে এসে দাঁড়ালেন সেই পাঁচীলের উপরেই ! সারা অঞ্চলটা ফুটন্ত পদ্মের জোরালো গন্ধে ভর-ভর করতে লাগলো। তিনি গানের চেয়েও মিষ্টি সুরে জিজ্ঞাসা করলেন—"কী চাও ভেলানসিও, এতকাল পরে আমাকে স্মরণ করেছো কেন ? তোমাকে অসীম শক্তি দিয়েছিলাম, অগাধ বিদ্যা জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য দিয়েছিলাম, জগতের মহা বিজ্ঞানের মূলশক্তি নিসেলা পর্য্যন্ত দিয়েছিলাম। সামানেশের মতো ন্যায় আর ধর্ম্মের পথে একসঙ্গে মিলে খাটলে, মৃত সঞ্জীবনীও পেতে, তোমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের পৃথিবীর সম্রাটের মতো বড় করে তুলতে পারতে। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে, নিজের মহা অন্যায় উঁচু আশায় মেতে, মড়া জাগিয়ে সম্রাট হতে গিয়েছিলে। শয়তানের ছলে মেতে তারই পূজো করেছিলে। এখন কী ইচ্ছা তোমাদের—কী চাও ?"

"চাই যা—অন্তর্য্যামী আপনি, আপনার তো অজানা নেই ! দুরাশায় মেতে মোহের ছলনায় ভুলে নিজের সর্ব্বনাশ, এদের সর্ব্বনাশ—দেশের সর্ব্বনাশ করেছি। কিন্তু তার দায়ী একলা আমি, এরা দুজনে তো নির্দ্দোষ। তা বুঝেছি বলেই—প্রতিকার আর প্রায়শ্চিত্তের জন্যে শরণ নিয়েছি। বলতে হবে কি কী চাই ?"

"না। কিন্তু অন্যের পক্ষে না হলেও, তোমার মতো লোকের পক্ষে অপরাধ বিষম। তুমি ঈশ্বরের নিয়ম উল্‌টে দেবার চেষ্টা করেছিলে। অনন্তদেবের সঙ্গে শত্রুতা করেছো, বংশের চির পূজার নিয়ম বন্ধ করে লোকের মন্দিরের পথ বন্ধ করেছো, মন্দির প্রেত-পিশাচের অত্যাচারের আড্ডা করে দেছো—অনন্তদের বিমুখ হয়েছেন। তবু তিনি দয়ার খণি —প্রতিকার আর প্রায়শ্চিত্তের পথ বন্ধ করেন নি। নিজের অপরাধ বুঝেছো বলেই—সে পথ আছে। এখানে আসবার আগেই তোমার প্রার্থনা জানিয়ে এসেছি। এখুনি জানতে পারবে।"

বলে, ভেনাসটা আলোর পুতুলের মতো, দু'হাত জোড় করে উপরের দিকে চেয়ে অদ্ভুত সুরে কী যেন গান করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে হঠাৎ এক টুক্‌রো কালো মেঘ নেমে একেবারে অন্ধকার করে দিলে। তাতে সাংঘাতিক বিদ্যুৎ খেলতে সুরু হয়েই—হাজার হাজার বাজ যেন এক সঙ্গে মিলে হঠাৎ বিষম গর্জ্জন করে উঠলো। তার পরেই দৈববাণী হলো—"অনুতাপীর প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে, মিরিয়ার সমস্ত শক্তি লোপ পেয়েছে। লাল শিখার মজুদ ভাণ্ডারে প্রেত-পিশাচের বংশ ধ্বংস হবে, যে তা করবে তাকেও যেতে হবে সেই সঙ্গে। এই প্রতিকার আর প্রায়শ্চিত্ত।"

মেঘ অদৃশ্য হলো, ভেনাস্‌টাও অদৃশ্য হলেন। ভেলানসিও পরম আহ্লাদে বলে উঠলেন—"আজ ধন্য আমরা—প্রার্থনা মঞ্জুর! এখন শীগ্‌গির ছুটে চল ভাই মন্দিরে।"

কিন্তু সামানেশের মুখে একটা কালো ছায়া স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো।

—তেইশ—

মিরিয়ার লোকেরা সেই দিন সকালে এমিলিকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে আটক করে রেখেছিল, নীল দরবারের পিছনকার একটা কয়েদ ঘরে। হেলেনও আটক ছিল সেইখানে। এমিলি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলো। ক্রমে জ্ঞান ফিরতে আশ্চর্য্য হয়ে দেখলে, প্রায় সমান বয়সী আর একটি সুন্দরী মেয়ে তার মাথা কোলে তুলে নিয়ে যত্নে সেবা করছে। চম্‌কে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করলে—"কে তুমি বোন ?"

কথায়-কথায় দু'জনের ভাব আর বন্ধুত্ব হয়ে গেল। দু'জনেই এক-এক করে সকল কথা খুলে বল্‌লে। নিরাশায় মোরিয়া হয়ে দুজনেরই বুকের বল আর মনের সাহস অনেকখানি ফিরে এলো। দু'জনেরই চোখে ঘুম এসে তখনকার মতো সব ভুলিয়ে দিলে।

কিন্তু মাঝ রাত্রে হঠাৎ একটা বিষম হট্টগোলের চীৎকারে চমকে দুজনেরই ঘুম ভেঙে গেল। এমিলি শিউরে হেলেনের দিকে চেয়ে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলে উঠলো—"ঠিক এই—এই রকমের আশ্চর্য্য চীৎকারের গোলমালই সেই স্বপ্নে শুনেছিলাম, এখনো কাণে জেগে আছে।"

হেলেন কী বলতে যাচ্ছিলো, সময় হলোনা। জনকতক জম্‌কালো পোষাক পরা সান্ত্রি এসে দু'জনের হাত ধরে তুলে, ঝড়ের মতো উড়িয়ে নিয়ে গেলো নীল দরবারে। অন্ধকারে কেউ তাদের মুখ দেখতে পেলেনা, কিন্তু এমিলি হেলেনের গা টিপে ইসারা করে জানালে যে, স্বপ্নেও মিরিয়ার দাসীরা তাকে ঠিক তেমনি করেই নিয়ে মড়ার দেশে ঘুরিয়ে এনেছিল। হেলেনও গা টিপে তেমনি করে জবাব দিলে।

নীল দরবারে সে রাত্রেও তেমনি নীল আলোর খেলার ভিতরে, আলোর মূর্ত্তিতে উজ্জ্বল হয়ে সিংহাসনে বসেছিল মিরিয়া। তার মাথার মটুক থেকে মস্ত তারার মতো একটা জোরালো আলো ঝল্‌মল্‌ করে ঠিকরে পড়ছিল। কেবল তার সারা মুখখানা ছেয়ে গিয়েছিল একটা বিরাট আনন্দ আর জয়ের অহঙ্কারে।

সেই দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে হেলেন আর এমিলির ভয় একটু একটু করে উপে গেলো। দু'জনেরই সারা মন ভরে উঠলো ঘেন্না আর রাগে। হেলেন আর সইতে না পেরে বলে উঠলো—

"তোমাকেই মনে হচ্ছে মিরিয়া, কিন্তু আমাকে জানো? আমি এই দেশের রাজা—এই মন্দিরের স্রষ্টিকর্ত্তা নিয়মকর্ত্তার বংশধর সামানেশের মেয়ে, আমার ওপর তোমার কী অধিকার আছে—আমাকে এখানে এভাবে এনেছো কিসের জন্যে? আর এর স্বামীকে রাজার ছোটভাই বলে, ভেলানসিও নিজে পরম আদর যত্নে সঙ্গে করে এনেছেন—ইনি এ দেশের ভবিষ্যতের রাণী। এঁর ওপরেই বা তোমার কোন্‌ অধিকার কী শক্তি আছে যে এই ব্যবহার করেছ এঁরও সঙ্গে? আর এঁর বড় ভাই র‍্যামন—"

আর কথা ফুটলোনা। মিরিয়া হাতের দণ্ডটা উঁচু করে ধরতেই হঠাৎ, যেন কোন যাদুমন্তরে কেউ দু'জনেরই মুখ টিপে দিলে একেবারে বন্ধ করে। সমস্ত শরীরও অসাড়—আড়ষ্ট হয়ে গেল, একটু নড়বার ক্ষমতা পর্য্যন্ত রইলোনা কারুরই। মিরিয়া সিংহাসনে বসে তেমনি হিংসা আর টিটকারীর হাসি মিশিয়ে বল্‌লে—"তোদের দু'জনকে এখানে এনেছি আমার নিজের বিদ্যা আর শক্তির জোরে। র‍্যামন আর গেলিসাও বাদ যাবেনা। তোরা এখুনি মরবি কিন্তু তাতেও

নিস্তার পাবিনা। আমি আবার তোদের বাঁচাবো এই রাত্তিরেই। তোরা চিরকাল আমার ইচ্ছার—খেলার—হুকুমের পুতুল হয়ে থাকবি ঠিক এদেরই মতো।”

বলেই একবার হাত তুললে, আর সারা দরবার ভরে গেলো অগুণ্তি মরা মানুষে। তাদের বিকট হট্টগোলে দরবার কাঁপতে লাগলো। মিরিয়া ইসারায় গোলমাল থামিয়ে তাদের কী হুকুম করতে গেলো। সেই মুহূর্ত্তে হঠাৎ হাজার বাজের মতো অতি ভয়ানক একটা শব্দ হলো। সেই সঙ্গে মহাকঠোর গলার আওয়াজ এলো—“প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে, মিরিয়ার সমস্ত শক্তি লোপ পেয়েছে।” আর শোনা গেলনা। আচম্‌কা দরবারের সমস্ত আলো নিবে গেল। পিশাচের দল একশো গুণ বেশী চীৎকার তুলে হুড়োমুড়ি করতে করতে ছুটে বাইরে চলে গেল। দরবার একেবারে খালি হলো। কেবল মিরিয়া হঠাৎ পুতুলের মতো কাঠ হয়ে দাঁড়ালো সিংহাসনের গায়ে।

হঠাৎ তার নজর পড়লো দু’জনের ওপরে, অমনি চেঁচিয়ে উঠলো “তোদের দুটোকে শেষ না করে যাবনা।”

বলেই, কোমর থেকে ছোরা টেনে বার করে বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল হেলেন আর এমিলির উপরে। কিন্তু সেই মুখে র‍্যামন আর গেলিসা ঢুকেই, ধাক্কা দিয়ে ঠেলে তার হাতের ছোরা কেড়ে নিলে। মিরিয়া জ্বলন্ত চোখে চেয়ে বলে উঠলো—“এখানেও ফের তোরা দু’জনে? আচ্ছা একটু থাক, দেখি কে তোদের রক্ষা করে?”

বলেই বিদ্যুতের মতো ছুটে বেরিয়ে গেলো। অমনি বিলালি আর তার সৈন্যের দল ঢুকে হুকুম মতো সব দোর জানালার শার্সিগুলো এঁটে বন্ধ করে, কালি গুলো বসিয়ে দিলে জোড়ের মুখ গুলোতে।

—চব্বিশ—

হেলেন আর এমিলির মাঝখানে দাঁড়িয়ে র‍্যামন বললেন—"তোমরা দু'জনে আমার দু'পাশে থাক। সুমুখে গেলিসা আর পেছনে, বিলালির সঙ্গে সৈন্যেরা আছে বটে, কিন্তু বিপদ এখনো কাটেনি।"

হেলেন অধীর ভাবে তাঁর হাত চেপে ধরে মুখের পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে উঠলো—"বাবা কোথায়, খবর পেয়েছেন?"

এমিলিও তেমনি করে জিজ্ঞাসা করলে—"ইভান্স—ইভান্স কোথায়?"

"দু'জনেই গেছেন ভেলানসিওর সঙ্গে। সকাল বেলাতে সামানেশ রাজা এসে পড়েই রক্ষা করেছেন, নইলে এতক্ষণ আমরা কেউ থাকতাম না। কিন্তু যতক্ষণ না তাঁরা এসে পড়ছেন, ততক্ষণ এই ঘর আমাদের রক্ষা করতে হবে। তোমরা দু'জনে আমার পাশ থেকে নড়োনা।"

র‍্যামনের কথা শেষ না হতেই বাইরের দিকে হঠাৎ বিষম চেঁচামেচির হট্টগোলে তিনজনেই এক সঙ্গে চম্‌কে উঠলেন। গেলিসা পিছন ফিরে হাতছানি দিয়ে কাছে ডেকে বললে—"শার্সির ভেতর দিয়ে বাইরে নীচের দিকে চেয়ে দেখ।"

বিরাট মন্দিরের সমস্তটাই বিশাল পর্ব্বত মালার বুকের ভিতর থেকে আশ্চর্য্য রকমে খোদাই হয়ে বরাবর সমান ভাবে খাড়া উঠেছিলো উপরের দিকে। তবুও দরবার ঘরের জানালাগুলোর মানুষ ভোর নিচে কোথাও-কোথাও পর্ব্বতের গা—আঙুল চারেক চাওড়া আবড়ো-খাব্‌ড়ো ছিলো। একটা আশ্চর্য্য লাল আলোর আভাতে সকলেরই চোখে

পড়লো, অগুণ্তি ফৌজের দল নিচের সারা অঞ্চলটা ভরিয়ে দিয়ে, পাহাড়ের গা বেয়ে সেখানে ওঠবার চেষ্টা করেও পিছলে পড়ে যাচ্ছে।

জানালাতে তাঁদের দেখতে পেয়েই জনকতক তীর, বর্শা ছুড়তে লাগলো। কিন্তু সেগুলো কাছ বরাবর এসেই পিছিয়ে পড়তে সুরু হলো। তখন কতকগুলো কালো ন্যাংটা চেহারা কাঁধাকাঁধি করে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগলো—জানালার নিচেকার সেই সব একটু-আধটু খড়ার উপরে। র‍্যামন একটু ফাঁক দিয়ে একটাকে গুলি করতে গেলেন। গেলিসা বাধা দিয়ে বললে—

"মিছে চেষ্টা—তার প্রমাণ পেয়েছো, ওরা সব আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের ক্রীতদাস—কেনা গোলাম ছিলো, এখন মিরিয়ার নীচ কাজ-গুলো করে—নৌকা বায়—চোখেই দেখেছো।"

হঠাৎ একদল ফৌজের ঠেলাঠেলিতে সেগুলো হুড়্মুড় করে পড়ে গেলো চারতলার সমান নিচে। কিন্তু কারুর কিছুই হলোনা। তিন চারবার তেমনি বিফল হয়ে, শেষে তারা ছুটে গিয়ে অনেকগুলো মই এনে উপরে-উপরে লাগিয়ে—ওঠবার চেষ্টা করতে গেলো। কিন্তু তাদের হটিয়ে মই বেয়ে উঠতে লাগলো ফৌজের দল। তারা মই ধরে দাঁড়িয়ে রইলো।

সেই সময়ে দূরে হঠাৎ আর একটা বিষম হল্লা উঠলো। সারা গায়ে সাঁজোয়া এঁটে, মাথায় রাজার মতো তাজ পরে, বাঁ হাতে একটা নিশান আর ডান হাতে খোলা তলোয়ার উঁচিয়ে, বিষম ভীড় করে এগিয়ে আসতে লাগলো নিজে মিরিয়া।

মিরিয়ার গায়ে আর সেই আলোর ছটা কিম্বা মাথায় সেই তারার মতো আলো ছিল না, কেবল প্রকাণ্ড নিশানটাতে মোটা করে আঁকা

ছিলো বেন্‌কাস্‌টার মূর্ত্তি। সে একটুখানি এগোতেই তার চারদিকে ভীড় একেবারে বিষম জমাট হয়ে গেল। মই ফেলে দিয়ে সেই গোলাম আর ফৌজের দলগুলোও হুড়্‌মুড়িয়ে ছুটলো সেই দিক পানে।

মাঝ-বরাবর, লম্বা আ'লের মতো, অল্প উঁচু একটা লম্বা ঢিবি ছিলো। সেই পর্য্যন্ত এসে মিরিয়া আর ভীড় ঠেলে এগোতে পারলে না। মনে হলো, লম্বা আ'লের দু'দিকে আলাদা-আলাদা দল হয়ে গেছে। পিছনকার দল মিরিয়ার সঙ্গে যতই এগোবার চেষ্টা করছে, সুমুখের দল ততই বাধা দিয়ে রাখছে ঠেলে।

অল্পক্ষণ পরেই মিরিয়া, নিশান ফেলে দিয়ে দু'হাতেই তলোয়ার তুলে যেন বিষম রাগে ঝাঁপিয়ে পড়লো সামনের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে যে কী সাংঘাতিক প্রলয় কাণ্ড সুরু হয়ে গেলো তা লেখবার ভাষা নেই! আর সেই সময়ে ঘটলো আর এক কাণ্ড!

সেই লম্বা আ'লের শেষে—দরবারের সামনা সামনি একটা মস্ত উচু প্রকাণ্ড গোল থামের মাথাতে, গম্বুজের মতো ছোট একটা ঘর ছিল, তার চার দিকেই হাত চারেক করে চওড়া খোলা বারাণ্ডা। হঠাৎ সেই ঘরের দোর খুলে বারাণ্ডাতে বেরিয়ে দাঁড়ালেন ভেলানসিও।

ভেলানসিওর দু'হাতের আঁজলা-ভর কী যে ছিলো, বোঝা গেলো না, কেবল লাখ-লাখ বিদ্যুতের মতো—সাংঘাতিক জোরালো ঘোর লাল রঙের একটা আলোতে চারদিক রাঙা হয়ে গেল। সামানেশও বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন তাঁর কাছে। আর ইভান্স দোরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন চৌকাঠের গোড়াতে। তাঁদের দুজনের মুখেই দারুণ দুঃখের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিলো।

সামানেশ ভেলানসিওকে কী কথা বলতে লাগলেন, তা নীল দরবারের

জানালার সার্শির পিছনে দাঁড়িয়ে, চার জনের কেউ বুঝ্তে পারলেন না। একটু পরে সামানেশ যেন দুঃখে হতাশ ভাবে ফিরে, ঘরে ঢুকে ইভান্সকে নিয়ে দোর বন্ধ করে দিলেন। আর সেই সময়ে, হঠাৎ নিচেকার বিষম গোলমাল কাণে গিয়ে, ভেলানসিও এগিয়ে দাড়ালেন সেই দিকে।

বিষম উজ্জ্বল আলোতে সমস্ত নিচের দিকটা দিনের মতো স্পষ্ট দেখা গেল। এক মিরিয়া ছাড়া, সেই জমাট ভীড়ের আর একজনেরও মুখ জীবন্ত মানুষের মতো নয়, আর ন্যাংটা—ক্রীতদাস—গোলাম গুলোর চেহারা আরো বিকট—আরো ভয়ানক!

মিরিয়া উপর পানে চেয়েই, কাতর স্বরে বলে উঠলো—"বাঁচাও বাঁচাও ভেলানসিও—রক্ষাকর আমাকে।"

ভেলানসিও চেঁচিয়ে কী বললেন, গোলমালে কিছুই শোনা গেলনা। তাঁর কথা শেষ না হতেই, মিরিয়ার সেই ন্যাংটা গোলাম গুলোই তাকে ধরে জীয়ন্তেই নখে ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখে পূরতে লাগলো!

ভেলানসিও আর চাইতে পারলেন না—আঁজলা খুলে যেন কী ফেলে দিলেন। অমনি চোখের পলকেই এক মহা প্রলয় কাণ্ড ঘটে গেল।

আচম্‌কা চারদিকে কড়্‌কড়্‌ করে হাজার হাজার বাজ গর্জ্জে উঠলো প্রকাণ্ড চূড়ো গুলো ভেঙে হুড়্‌মুড় করে গড়িয়ে পড়তে লাগলো নিচে; তাদের চাপে বড় বড় পাথর ভেঙে ঠিক্‌রে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো চার দিকে। ভূমিকম্পের মতো সমস্ত পর্ব্বত ঘন ঘন কেঁপে উঠতে লাগলো। ধূলোর ঝড় উঠে সমস্ত অন্ধকার করে দিলে। নীল দরবারের ভিতরে সকলেই কাঠ হয়ে গেল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে আবার সব স্থির হতে, সামানেশ নীল দরবারের ফটকে এসে, সৈন্যদের সেইখানে রেখে, আর সকলকে নিয়ে ফিরে গিয়ে

উঠলেন সেই গম্বুজের ঘরে। কোথাও—কোন দিকে আর সেই বিষম হট্টগোল, কি, প্রেত-পিশাচের চিহ্ন পর্য্যন্ত ছিল না।

গম্বুজের ঘরে ভেলানসিওর মাথা কোলে করে বসে, ইভান্স প্রাণ-প্রণে সেবা করে ভেলানসিওর জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করছিলেন। সামানেশ ফিরে গিয়ে দাঁড়াতে, তাঁর অন্তিম সময়ের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ঠিক নিশ্বাসের মতোই ফিস্ ফিস্ করে স্বর বেরুলো—"প্রতিকার আর প্রায়শ্চিত্ত করলাম ভাই। ওই—ওই সেই আলোর পথে গুরু আসছেন। কী আনন্দ—কী আনন্দ! বিদায় সামানেশ—বিদায় ইভানেশ—বি—দা—য়!"

ভেলানসিওর চোখের তারা উপর দিকে উঠে স্থির হয়ে গেলো। কিন্তু মুখখানা আলো হয়ে রইলো শান্তি আর আনন্দের মধুর হাসিতে।

* * * *

রাজত্বের আর মন্দিরের সকল বন্দোবস্ত করে নিয়ে, রাজা সামানেশ একদিন র‍্যামন আর ইভান্সকে নিরিবিলি ডাকিয়ে বললেন—"অনেক কাল রাজত্বের ঝঞ্ঝাট ছেড়ে বিজ্ঞানের চর্চ্চা আর আবিষ্কারের কাজে থেকে, এখন এভার বেশী দিন আমার সইবে না। ধর্ম্মের পথ ছেড়ে, শয়তানের মোহে পড়ে ভেলানসিও নিজের ধ্বংসের সঙ্গে আমাদের আবিষ্কার করা বিজ্ঞানের বিস্তর জিনিস-পত্তর যন্ত্রপাতি ধ্বংসের মুখে দিয়ে গেছে। কিন্তু জগতে সত্যিকারের বড় হতে হলে, আবার ধীরে ধীরে চর্চ্চা করে বিজ্ঞানের সে সব জিনিস আবার নতুন করে বার করতে হবে। জাতকে বড় করতে হলে, দেশকে বড় করতে হলে এই মহা-শাস্ত্র বিজ্ঞানই উপায়। তাতে তোমার সাহায্য দরকার র‍্যামন।"

"আমার পরম সৌভাগ্য মনে করবো মহারাজ।"

"স্বধু সৌভাগ্য মনে করলে হবেনা র‍্যামন; আমাদের সাধনা কঠোর! তাই তোমাকে আমার আরো আপনার জন করে নিতে, প্রাণের কাছে পেতে চাই। দেশের বড় বড় লোকের সঙ্গে যুক্তি করে স্থির করেছি,—শীগ্‌গির ইভানেশের সঙ্গে তোমার বোন এমিলির বিয়ে দিয়ে রাজত্বের ভার তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবো। এখন তুমি যদি আমার প্রধান ভার হালকা করে দাও—হেলেনের ভার নিজের ঘাড়ে নেও, তা'হলে আমি নিশ্চিন্তি হয়ে, তোমাকে নিয়ে আবার বিজ্ঞানের অনুসন্ধান আর আবিষ্কারের কাজে লাগতে পারি।"

বলে, সামানেশ র‍্যামনের মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রাখলেন। র‍্যামনের সারা মুখ রাঙা হয়ে উঠলো, ঘাড় নীচু করে বললেন—"তাও আমার পরম সৌভাগ্য মহারাজ!"

* * * *

মাসখানেক পরে এমিলির সঙ্গে ইভান্সের আর হেলেনের সঙ্গে র‍্যামনের ধুমধামে বিয়ে হলো অনন্তদেবের মহামন্দিরের ভিতরে। আর সারা দেশের লোক নীল দরবারে জমা হয়ে, খাওয়া-দাওয়া আমোদ আহ্লাদ করতে বাকী রাখলেনা। তারপরে সকলের মত নিয়ে ইভান্স আর এমিলিকে সিংহাসনে বসিয়ে, সামানেশ র‍্যামনকে নিয়ে আবার লাগলেন বিজ্ঞানের অনুসন্ধান আর আবিষ্কারের কাজে।*

শেষ

---

*Frank Aubery প্রণীত King of the Dead অবলম্বনে রচিত